KABITABALEE.

FOR THE USE

OF

SCHOOL-BOYS.

BY

RADHA MADHUB MITTRE.

PART 1.

কবিতাবলী ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী দে কর্তৃক

প্রকাশিত ।

CALCUTTA :

PRINTED AT THE NEW PRESS.

1856.

বিজ্ঞাপন।

কবিতাবলীর প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বিদ্যা
লয়স্থ বালকদিগকে সদুপদেশ প্রদানার্থ যে সকল বা
ঙ্গালা গ্রন্থ দৃষ্ট করা যায় সে সকল কেবল গদ্যে লিখি
হইয়াছে। কিন্তু যদ্দারা তাহারা পদ্য পাঠ করিতে
এবং তৎসহকারে নানা সদুপদেশও প্রাপ্ত হইতে পারে
এমন একখানি পুস্তকও দেখিতে পাওয়া যায় না।
তাহারা স্বভাবতঃ গদ্য পাঠাপেক্ষা পদ্য পাঠে অত্যন্ত
আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদের শিক্ষো
পযোগি কতকগুলি পদ্য প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক
হইয়াছে। যদিও গদ্য পাঠ ব্যতীত কোন ভাষায় বিশেষ
রূপে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না তথাপি পদ্য পাঠে একেবারে
অনাদর করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা
করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করিলাম। যদ্যপি
এই পুস্তক বালকগণদ্বারা আদৃত ও ব্যবহৃত হয়, তবে
আমার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সফল বিবেচনা করি
দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে যত্নশী
হইব। যাহাতে বালকদিগের উপকারের সম্ভাবনা না
এমন কোন বিষয় লেখা যাইবেক না। আমি কো
মতে পুস্তক প্রকাশ করিবার যোগ্য নহি, কিন্তু কবিব
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের সহবাসে থাকাতে অনে
উৎসাহ পাইয়া থাকি, তজ্জন্য এই কঠিন ব্যাপা
প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলাম।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি সিমুলি
য়ার হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থ ৪৪ নং ভবনে পাই
পারিবেন।

কলিকাতা। ৭ ভাদ্র। সন ১২৬৩ সাল।

শ্রীরাধামাধব মিত্র।
সাং জেজুর।

কবিতাবলী ।

প্রথম ভাগ ।

হে শিশো ! ঈশ্বরকে প্রণিপাত কর।

যিনি করিলেন, এই জগত সৃজন।
যাঁহার আদেশে হয়, উদয় তপন ॥
পর্ব্বত, কানন, নদ, নদী, পারাবার।
তারাগণ আদি শশী, সৃজিত যাঁহার ॥
ধরণী, অনিলানল, সলিল, আকাশ।
সতত করিছে যাঁর, মহিমা প্রকাশ ॥
অনাথের নাথ যিনি, সকলের সার।
সকল পদার্থে আছে, যাঁর অধিকার ॥
ওরে শিশো ! বারবার, যুড়ি দুই হাত
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত ॥

নিদাঘ, বরষা, শীত, আদি ঋতু ছয়।
যাঁহার কৌশলে, সব স্থনিয়মে রয় ॥

বারো মাস, সাত বার, তিথি, নিশি, দিন।
যেজন করিয়াছেন, কালের অধীন ॥
যাঁহার করুণাতরি, করি আরোহণ।
মানবনিকর পায়, অনন্ত জীবন ॥
রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, কুজন, সুজন।
সমভাবে সদা, যিনি করেন পালন ॥
ওরে শিশো! বারবার, যুড়ি তুই হাত।
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত ॥

যাঁহার কৃপায় তুমি, পাইয়া শ্রবণ।
গীত, বাদ্য, নানা কথা কররে শ্রবণ ॥
যাঁর অনুগ্রহে পেয়ে, যুগল নয়ন।
অপরূপ কত রূপ, কর দরশন ॥
নাসিকা, রসনা, যিনি, কোরেছেন দান।
রসনায় পাও তার, নাসিকায় ঘ্রাণ ॥
যাঁহা হোতে প্রাপ্ত হও, দ্বিপদ দ্বিকর।
যাঁহার করুণাগুণে, হইয়াছ নর ॥
ওরে শিশো! বারবার, যুড়ি দুই হাত।
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত ॥

সর্ব্বলোকে অগোচর, কিছু নাই যাঁর।
সর্ব্বব্যাপী নামে যিনি, বিদিত সংসার॥
যিনি সর্ব্বশক্তিমান, পতিতপাবন।
স্বর্গীয় জনক যিনি, অনাদিকারণ॥
যাঁহার রচিত হয়, সুচারু স্বভাব।
দেখিতে না পাই কিছু, যাহাতে অভাব॥
কৃপা করি, যিনি দিয়াছেন মতি, মন।
নিয়ত করেন যিনি, বিপদে তারণ॥
ওরে শিশো! বারবার, যুড়ি দুই হাত।
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত॥

যাঁহাকে করিলে চিন্তা, দুঃখ নাহি রয়।
যাঁহাকে করিলে প্রেম, হয় সুখোদয়॥
হইলে যাঁহার দাস, ঘুচে যমভয়।
যাঁর নাম স্মরণেতে, সর্ব্বস্থানে জয়॥
যিনি নির্ব্বিকার প্রভু, সদানন্দময়।
কোটি যুগে যাঁর ঋণ, পরিশোধ্য নয়।
যাঁরে মন বাঁধা দিলে, মায়া দূরে যায়।
নি, ঋমুষি, যোগী যাঁরে, ধ্যানে নাহি পায়॥

ওরে শিশো! বারবার, যুড়ি দুই হাত
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত॥

সতত রাখেন যিনি, তোমারে কুশলে।
বাঁচিয়া রোয়েছ তুমি, যাঁর কৃপাবলে॥
নিশিতে যখন তুমি নিদ্রাগত হও।
প্রতিক্ষণে বিপদসাগরে, পোড়ে রও॥
তখন করেন যিনি, তোমাকে রে ত্রাণ।
রিপুকুল হইতে, রাখেন তব প্রাণ॥
যাঁর স্নেহরস, সদা করি আস্বাদন।
বিদ্যালয়ে গিয়ে কর, বিদ্যা উপার্জ্জন।
ওরে শিশো! বারবার, যুড়ি দুই হাত
দিবস যামিনী, তাঁরে কর প্রণিপাত॥

হে শিশো! জনক জননীর সেবা কর।

সংসারের মাঝে গুরু, জনক, জননী।
তাঁহাদের করুণায়, দেখেছ ধরণী॥
তাঁহাদের সম আত্ম, কেহ নাহি আর।
প্রাণপণে সতত করেন, উপকার॥
তাঁহারাই, তব হিত অন্বেষণকারী।
তোমাকে বলেন, তাঁরা হৃদয়বিহারী॥

নিরুপায় নিরাশ্রয়, ছিলেরে যখন।
বহুযত্নে, পালিলেন, তোমাকে তখন॥
যে কাযে হইবে তব, মঙ্গল সাধন।
দিবা নিশি, সেই কাযে, তাঁরা রত হন॥
শৈশব কালেতে সুধু, তাঁদের কারণ।
বিনা ক্লেশে করিয়াছ, জীবন যাপন॥
ধরায় তাঁদের মত, উপকারী কেবা।
ওরে শিশো! কর পিতা জননীর সেবা॥

তোমার সুখেতে সুখী, কেবল তাঁহারা।
তব দুঃখে উভয়েতে, দুঃখে হন সারা॥
উত্তম সামগ্রী আপনারা নাহি খান।
আগেতে তোমাকে দেন, যথা যাহা পান॥
ক্ষণমাত্র না দেখিলে, তোমার বদন।
কোন মতে স্থির নহে, তাঁহাদের মন॥
কখন দেখেন যদি, তাঁরা তব রোগ।
অমনি তাঁদের হয়, প্রাণের বিয়োগ॥
প্রাণ দিলে যদি বাঁচে, জীবন তোমার।
তাহাও করিতে তাঁরা, করেন স্বীকার॥

প্রার্থনা করেন সদা, ঈশ্বরনিকটে।
যেন কোন কালে তব, বিপদ না ঘটে॥
ধরায় তাঁদের মত, ভালবাসে কেবা।
ওরে শিশো! কর পিতা, জননীর সেবা।

কটু কথা সহ্য করিয়াও মিষ্ট বাণী কহা উচিত।

অপ্রিয় বচন কাহাকেও নাহি কবে।
অন্যে যদি কটু কহে, শব হোয়ে সবে॥
মিষ্টভাষি জনের কি কেহ করে দ্বেষ।
তার পক্ষে তুল্য হয়, স্বদেশ বিদেশ॥

সকল প্রকার (কু) পরিত্যাগ করা উচিত।

কু-কর্ম্ম করিলে, অপযশ হবে তায়।
কু-পথে চলিলে, কাঁটা ফুটিবেক পায়॥
কু-বাচ্য কহিলে লোকে, কুবচন কবে।
কু-পথ্য খাইলে শান্তি, রোগের না হবে॥
কু-জন হইলে হয়, নিন্দার ভাজন।
কু-সঙ্গে থাকিলে শুধু, জন্মে কুলক্ষণ॥
কু-বৃক্ষ রোপিলে, মন্দ ফল ধরে তার।
কু-পুত্র জন্মিলে হয়, বংশের সংহার॥

কু-তর্ক করিলে সত্য জানা নাহি যায়।
কু-মন্ত্রণা শুনিলে বিপদ্ পায় পায়॥
কু-জলে করিলে স্নান, স্বাস্থ্য নাহি রয়।
কু-শিষ্যে পড়ালে তায়, নাহি সুখোদয়॥
কু-চিন্তায় মগ্ন হোলে, শীর্ণ হয় কায়॥
কু-ফুল ফুটিলে, ছুটে কুসৌরভ তায়॥

যার যাহা নাই।

তস্করের ধর্ম্ম বোধ, দেখিতে না পাই।
বাণিজ্য যে করে তার, সত্য কথা নাই॥
দুর্জ্জনের ক্ষমা কার, হোয়েছে গোচর।
নির্ধন যেজন তার, নাই সমাদর॥
রাগি লোক কোন স্থানে, সুখ নাহি পান।
যাচক হইলে কোথা, থাকে কার মান॥
খলের সহিত কারো, না থাকে প্রণয়।
লোভির কামনা কভু, পূর্ণ নাহি হয়॥
আকাঙ্ক্ষার পরিশেষ, দেখা নাহি যায়।
মূর্খ লোক কোন দেশে, সম্মান না পায়।

শত মূর্খ পুত্রাপেক্ষা গুণবান্ এক পুত্র শ্রেষ্ঠ

যদি এক পুত্র হয়, নানা গুণযুত।
শত মূর্খ সুতাপেক্ষা, ভাল সেই সুত॥
যেমন একাকী শশী, হইলে উদয়।
জগত না থাকে আর, অন্ধকারময়॥
কিন্তু অগণন তারা, হইয়া প্রকাশ।
কোনমতে করিতে, না পারে তম নাশ॥

বন্ধু পরীক্ষা।

সুবর্ণের পরীক্ষক, অনল যেমন।
বান্ধবের পরীক্ষক, বিপদ তেমন॥
অগণন মিত্রগণে, ডাকেন সম্পদ।
তাদের পরীক্ষা লন, কেবল বিপদ॥

যার মতন যাহা নাই।

ধরাতলে ব্যাধি সম, রিপু আর নাই।
বিদ্যা সম মিত্রবর, কোথায় বা পাই॥
বিচারিয়া দেখ, ধান্য সম নাহি ধন।
পুত্র সম স্নেহ-পাত্র, আছে কোন জন॥

যার যে ভয় নাই।

অসতের নাহি থাকে, কলঙ্কের ভয়।
ধার্ম্মিকের মরণের, ভয় নাহি হয়॥
সাধুর কি ভয় আছে, রাজার শাসনে।
বিদ্বান্ কি ভয় করে, শাস্ত্র আলাপনে॥

পরিশ্রম।

পরিশ্রম বিনা, কোন কার্য্য নাহি হয়।
পরিশ্রম করিলে, সদাই সুখোদয়॥
পরিশ্রম না করিলে, স্বাস্থ্য নাহি রয়।
পরিশ্রমী দুঃখ ভার, কখন না বয়॥
দরিদ্রতা কোনরূপে, নিকটে না আসে।
পরিশ্রম পদে পদে, অভাবে বিনাশে॥
পরিশ্রম-পরায়ণ, হয় যেই জন।
অনায়াসে লাভ তার, হয় বিদ্যাধন॥

মিথ্যা কথা।

মিথ্যা কথা ব্যবহার, অতি অনুচিত।
মিথ্যা কথা হোতে জন্মে, কেবল অহিত॥

যেমন বসনে ঢাকা, না থাকে অনল।
ত্বরায় প্রকাশ পায়, হইয়া প্রবল॥
তেমনি আপনি ব্যক্ত, হয় মিথ্যা-বাণী।
মিথ্যার আশ্রয়ে সুধু, ঘটে সদা হানি॥
যদি মিথ্যা কথনেতে, লাভ বোধ হয়।
সে লাভতো লাভ নয়, অলাভআলয়॥
যখন হইবে ব্যক্ত, সব গুপ্ত বাণী।
এক গুণ লাভে হবে, শত-গুণ হানি॥
এলোকে কহিলে মিথ্যা, এই লাভ হয়।
সত্য কহিলেও কেহ, না করে প্রত্যয়॥
পরলোকে দোষী হোয়ে, পরমেশ কাছে।
দণ্ড প্রাপ্ত হোতে হয়, বিহিত যা আছে॥

নম্রতা।

সদা সুখ আস্বাদন, হোলে নম্রশীল।
কারো সহ বিবাদ, না হয় এক তিল॥
সকলেই ভালবাসে, প্রাণের সমান।
কোন জন নাহি করে, তার অপমান॥
চারিদিগে ছুটে তার, যশের সৌরভ।
যথা তথা পায় সেই, কেবল গৌরব॥

মিষ্টভাষা সঙ্গে সঙ্গে, রহে অনুক্ষণ।
নিধন হইলে, নাম, না হয় গোপন ॥

আলস্য।

ধরাতলে হয় যার, অলস স্বভাব।
কখন না থাকে তার, দুঃখের অভাব ॥
তাহা হোতে কোন কার্য্য, না হয় সাধন।
নিদ্রা তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে সর্ব্বক্ষণ ॥
রোগের সহিত তার, অধিক প্রণয়।
উঠিতে না ভালবাসে, সুধু পোড়ে রয় ॥
বলিলে করিতে কিছু, বজ্রাঘাৎ হয়।
"আজি নয় কালি হবে,, এই কথা কয় ॥
অমূল্য সময় করে, বিফলে হরণ।
তার পক্ষে তুল্য হয়, জীবন, মরণ ॥
দীনতাকে ডেকে আনে, আরাধনা করি।
সমভাবে দেখে সেই, দিবস, সর্ব্বরী ॥
কোন মতে নাহি পায়, বিদ্যাফলতার।
অনুযোগ শুনি খেদ, নাহি হয় তার ॥

ক্ষমা।

এ জগতে বসতি, করেন যত জন।
সকলেই হন, এক পিতার নন্দন ॥
ভাই ভাই বই আর, অন্য কিছু নয়।
সকলেরি কাছে, সকলেরি দোষ হয় ॥
অতএব পরস্পর, পরস্পর দোষ।
উচিত মার্জ্জনা করা, না করিয়া রোষ ॥

কুসঙ্গ।

গমন কুজনালয়ে, না হয় উচিত।
কুরীতি হইবে গেলে, কুজন সহিত ॥
সঙ্গগুণে, দোষ, গুণ, জন্মে সর্ব্বক্ষণ।
যাহার যেমন সঙ্গ, সে জন তেমন ॥

বিদ্যারত্নে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

যত্ন না করিলে রত্ন, কভু মেলে নাই।
যত্ন বিনা রত্ন কে, পেয়েছে কোন ঠাঁই।
সকল সফল হয়, যদি কর যত্ন।
অতএব যত্ন কর, পেতে বিদ্যা রত্ন ॥

দিব্য করা অনুচিত।

যেরূপে হউক দিব্য, করা বড় দোষ।
শপথ করিলে হন, ঈশ অসন্তোষ॥
কথায় কথায় দিব্য, করে যেই জন।
মিথ্যাবাদী শঠ নাই, তাহার মতন॥

দয়া।

দীনহীনে দয়া কর, হোয়ে দয়াবান্।
নির্দ্দয় যেজন সেই, পশুর সমান॥
পরদুঃখ বিলোকনে, যাহার হৃদয়।
করুণার রসে কভু, আর্দ্র নাহি হয়॥
দেখিয়া না দেখে যেন, শিলা সম রয়।
মানুষ সে নয় কভু, মানুষ সে নয়॥

পরদ্বেষ।

ধরাতলে বসতি, করেন যত নর।
ন্যূনাধিক হক্, সকলেই দোষাকর॥
তবে কেন পরস্পর, দ্বেষ করে সবে।
জানে না কি দ্বেষ হেতু, দেশের কি হবে?।

স্থানে স্থানে কত দেশ, দ্বেষের কারণ।
ছারখার হোয়ে শেষে, হইয়াছে বন ॥
যে দেশেতে পরস্পর, নাহি থাকে দ্বেষ।
অমরানগর সম, হয় সেই দেশ ॥
কলঙ্কে ভূষিত হোলে, শরীর আপন।
তাহার একটা চিহ্ন, না হয় দর্শন ॥
বিন্দুমাত্র চিহ্ন যদি, থাকে পরগায়।
অমনি দেখিতে আঁখি, দূরে হোতে পায় ॥
আপনারে পার যদি, করিতে নির্দ্দোষ।
তবে পরনিন্দাতে, না হবে কিছু দোষ ॥

—...—

ভালবাসা।

কিবা সুমধুর হয়, কথা "ভালবাসা"।
সকলেই কোরে থাকে, ভালবাসা আশা ॥
যদি কারো ভালবাসা, হোতে তুমি চাও।
আগে তব ভালবাসা, তাহারে বিলাও ॥
এযে ধন নহে, অন্য ধনের সমান।
অন্য ধন পেতে পার, না করিলে দান ॥
কিন্তু এই ধন, না করিলে বিতরণ।
কোনমতে কারো কাছে, না মেলে কখন ॥

শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
প্রত্যেক ছাত্রের উচিত।

প্রাণপণে করি যত্ন, বিতরণ বিদ্যারত্ন,
প্রতি দিন করেন যে জন।
সুধু যাঁর পরিশ্রমে, হইতেছে ক্রমে ক্রমে,
বিদ্যাধনে ধনী তব মন॥
যাতে তব হয় হিত, যাহা নহে অনুচিত,
যিনি দেন সেই উপদেশ।
কৃতজ্ঞতারসে গলি, তাঁরে উপকারী বলি,
সমাদর কররে বিশেষ॥

বিদ্যা থাকিলেই শিক্ষকের পদোপযুক্ত হওয়া যায় না।

শিক্ষকের পদ অতি, সুকঠিন হয়।
সকল বিদ্বান, এই পদযোগ্য নয়॥
সাগর সমান বিদ্যা, করি উপার্জ্জন।
কেহ কেহ না জানে, করিতে বিতরণ॥
ছাত্রের কি ফল হবে, তাহার বিদ্যায়।
থাকিতে অগাধ জল, মরে পিপাসায়॥

শিক্ষকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সুবোধ, নির্ব্বোধ, ধনী, দীন, ছাত্র যত।
সমভাবে সকলে, হেরিবে এক মত ॥
কোনরূপে পক্ষপাত, কভু না করিবে।
দিন দিন সমাদরে, পাঠ শিক্ষা দিবে ॥
যে সময়ে শিষ্যের, দেখিবে কোন দোষ।
অমনি তাহার প্রতি, প্রকাশিবে রোষ ॥
এইরূপ ব্যবহার, করেন যে জন।
সুশিক্ষক বলি তিনি, সদা গণ্য হন ॥

যাহাতে শিক্ষকের সন্তোষ জন্মায়।

মনোযোগী হোয়ে পাঠ, যদি শিখে ছাত্র।
দিন দিন যত্ন করে, হইতে সুপাত্র ॥
দিবানিশি মনে রাখে, শিক্ষকবচন।
প্রকাশ না করে কভু, মন্দ আচরণ ॥
তবেতো সন্তুষ্ট হয়, শিক্ষক কেবল।
বিকসিত হয় তাঁর, হৃদয়কমল ॥

সত্য।

সত্যপথে চল সদা, সত্য কথা কও।
সকল বিষয়ে, শিশো ! সত্যাশ্রয় লও ॥

হইয়া সত্যের দাস, চিরদিন রও।
মিথ্যার পুঁটলী আর, যেন নাহি বও॥
মিথ্যা জন্য অনুযোগ, আর নাহি সও
সত্য পূজি, পরমেশপ্রিয়পাত্র হও॥

মূর্খতা।

মূর্খের অশেষ দোষ, সর্ব্বত্রে প্রচার।
হিতাহিত বিবেচনা, কিছু নাহি তার॥
কেবা মিত্র, কে অমিত্র, বুঝিতে না পারে
মিষ্ট কথা যেবা কয়, মিত্র বলে তারে॥
তাত জননীরে সদা, করে শত্রু বোধ।
আপনাকে মনে জানে, অত্যন্ত সুবোধ॥
পণ্ডিতের কথা তারে, শেল সম বাজে।
অজ্ঞানতা, চিত্তে তার, নিয়ত বিরাজে॥

বিদ্যাদেবী।

বিদ্যাদেবী সকলের, কল্যাণকারিণী।
ভকত বৎসলা মাতা, জ্ঞানপ্রদায়িনী॥
অবিরত সুখপ্রদা, অসুখনাশিনী।
সুযুক্তিদায়িনী সদা, বিঘ্ননিবারিণী॥

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সম্মানদায়িনী।
বিপদেতে উদ্ধারিণী, মূঢ়তাহারিণী॥
নম্রতা, শীলতা, আদি গুণউৎপাদিনী।
নিজ ভক্তে নিরন্তর, স্নেহপ্রকাশিনী॥
যেবা তাঁরে পূজা করে, তিনি তার হন।
তনয় বলিয়া তারে, কোলে করি লন॥
দিবানিশি নানা উপদেশ, শিক্ষা দিয়া।
নানাগুণ বিভূষণে, দেন সাজাইয়া॥
অতএব শিশুগণ! উপদেশ ধর।
বিদ্যার মন্দিরে গিয়ে, বিদ্যাপূজা কর॥
মনচন্দনেতে মাখি, গ্রন্থফুলচয়।
বিদ্যার চরণে দেহ, হবে শুভোদয়॥
তাঁহার করুণা হোলে, কিবা ভয় আর।
কোনমতে না থাকিবে, অশুভ তোমার॥

রাগ।

চেষ্টা কর বশীভূত, করিবারে রোষ।
রাগের উন্নতি হোলে, জন্মে নানা দোষ॥
এই রাগে আত্মহত্যা, করে কত জন।
এই রাগে কত দেশে, হইতেছে রণ॥

এই রাগে ছিন্ন ভিন্ন, হয় পরিবার।
এই রাগে কত জন, বহে দুঃখভার ॥
এই রাগে ছিঁড়ে যায়, প্রণয়ের পাশ।
এই রাগে কারো হোয়ে যায় সর্ব্বনাশ ॥
এই রাগে বেগে বয়, অপযশবায়ু।
এই রাগে অনেকের, খাট হয় আয়ু ॥
এই রাগে ধরাপতি, হয় যে ভিকারী।
এই রাগে পতিব্রতাধর্ম্ম, ছাড়ে নারী ॥
এই রাগে কটু বলে, কোমল রসনা।
রাগেতে কেবল হয়, অনিষ্ট ঘটনা ॥

পরাধীনতা।

পরাধীন যে জন, তাহার মহা ক্লেশ।
ক্ষণকাল মনে নাহি, থাকে সুখ লেশ ॥
সময়ে করিতে নারে, অশন, শয়ন।
অভিলাষ পূর্ণ তার, না হয় কখন ॥

স্বাধীনতা।

সুখের না থাকে সীমা, হইলে স্বাধীন
স্বাধীনের সুখ নাহি, জানে পরাধীন ॥

অধন স্ববশে থাকি, যদি কাটে কাল।
ধনবান্ পরাধীন, হোতে সেও ভাল॥

সত্য বন্ধু।

দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, যেই জন হয়।
কপটতা ত্যজি সদা, একভাবে রয়॥
কায়মনোবাক্যে করে, হিত অন্বেষণ।
অবনিমণ্ডলে, সত্য বান্ধব সে জন॥

অহঙ্কার।

"আমি বড়, মম সম, কেহ নাই আর।
সকলেই ছোট হয়, নিকটে আমার॥,,
এই কথা মনে মনে, ভাবে অহঙ্কারী।
ভূমিতে না পড়ে পদ, সদা হয় ভারি॥
থাকে থাকে চেয়ে দেখে, আপন শরীর
গুরুজনে কখনো না, হেঁট করে শির॥
পাছে অপমান হয়, তাহার কারণ।
কারো সনে নাহি করে, কথোপকথন॥
বিশেষতঃ নীচ যদি, পায় উচ্চ পদ।
লক্ষগুণ হোয়ে, বেড়ে যায়, তার মদ॥

মনে করে কি হোলেম, আর বা কি হব।
এই ভাবে চিরদিন, এজগতে রব॥
"মৃত্যু বলে অহঙ্কারী, শুনরে বচন।
এখনি যাইবে তুমি, আমার ভবন॥
আমার নিকটে, সকলেই একাকার।
খুঁড়িয়ে কেনরে বড়, হও বারবার॥
অহঙ্কারপাখা তব, হইলে ছেদন।
উড়িতে নারিবে, ভূমে হইবে পতন॥"

ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের সদৃশ নাই, কঠিন ব্যাপার।
নানা ধর্ম্ম এক ঠাঁই, জগতে প্রচার॥
কিবা সত্য, কিবা মিথ্যা, বুঝে উঠা ভার;
কিন্তু ধর্ম্মাশ্রয় বিনা, না হয় নিস্তার॥
অতএব যাহার, যে ধর্ম্মে আছে মন।
উচিত তাহার করা, সে ধর্ম্ম গ্রহণ॥
কিন্তু কপটতা নাহি, থাকে যেন তায়।
কপটতা থাকিলেই, সব কুল যায়।
নরকাছে কপটতা, হয় সংগোপন।
জানিতে পারেন কিন্তু, জগৎকারণ॥

দুর্জ্জনের কথা বিশ্বাস করা অনুচিত।

দুর্জ্জনের বাক্য নাহি, প্রত্যয় করিবে।
প্রত্যয় করিলে, মহা বিপদে পড়িবে॥
মুখে তার সুধা ক্ষরে, মিষ্ট কথা কয়।
অন্তর তাহার সুধু, বিষের আলয়॥

লোভ।

লোভ যে হোয়েছে, মহা পাপের কারণ।
লোভ হোতে হয়, নানা অনিষ্ট ঘটন॥
কি কুকর্ম্ম আছে যাহা, লোভে না জন্মায়
এই লোভে হয়তো, বিপদ পায় পায়॥
এই লোভে কত জন, প্রাণ হারায়েছে।
এই লোভে কত জন, প্রাণ বধিয়াছে॥
এই লোভে কত জন, হইয়াছে দীন।
এই লোভে কেহ দুঃখ, সহে নিশি দিন॥
এই লোভে কত জন, সমর কোরেছে।
এই লোভে কত দেশ, বিনষ্ট হোয়েছে॥
এই লোভে কত জন, ভোগে কারাগার।
এই লোভে কোরে থাকে, প্রণয় সংহার॥

এই লোভে ভ্রাতৃসহ, মনান্তর হয়।
এই লোভে রাজার, রাজত্ব নাহি রয়॥
যেজন করিতে পারে, লোভ সম্বরণ।
ধন্য বলি গণ্য, ধরাতলে সেই জন॥

বিদ্যাবৃক্ষ।

মনের ভূমিতে তব, বিদ্যাবীজ অভিনব,
সুশিক্ষক করেন বপন।
তুমি দেহ যত্নজল, তাতে হবে সুমঙ্গল,
শুখাইয়া না যাবে কখন॥
কিছু দিনান্তরে তবে, বীজের অঙ্কুর হবে,
সরু তরু দিবে দরশন।
হেলামাটি ফেলে তুলে, মনোযোগসার মূলে,
অবিরত করিবে অর্পণ॥
যাতে গাছ শক্ত হবে, বায়ুভয় নাহি রবে,
দিন দিন উন্নতি পাইবে।
তব গুরু সুপণ্ডিত, করিতে তোমার হিত,
সমাদরে দেখাইয়া দিবে॥
ক্রমে শাখী হবে স্থূল, শাখায় ধরিবে ফুল,
আমোদসুগন্ধ পাবে তায়।

সর্ব্বলোক তুষ্টিকর, হইবে সে তরু
শোভা হবে পাতায় পাতায়॥
বিদ্যাতরু বৃদ্ধি হোলে, ক্রমে ক্রমে যাবে জ্বে
কুমত্যাদি কাঁটা তরুকুল।
মনোভূমি সুশোভিত, সুবাসেতে সুবাসি
নিরন্তর হইবে অতুল॥
ইকি অতি অপরূপ, এক বৃক্ষে নানারূ
অবশেষে ফলিবেক ফল।
সুখফল, জ্ঞানফল, আদি নানা বর্ণ ফ
গাছেতে করিবে ঝল্ ঝল্॥
যত দিন বেঁচে রবে, সদা ফল ভোগ হবে
পাইবেরে নানামত তার।
ওরে শিশো! বিদ্যাগাছে, বড় প্রয়োজন আছে
এই বেলা সেবা কর তার॥
পরিহর যত খেলা, এখন না কর হেলা
যাইতেছে বহিয়া সময়।
বিদ্যাতরু সেবা যদি, নাহি কর অদ্যাবধি
তবে তাহা ত্বরা পাবে লয়॥

সংপূর্ণ।

KABITABALEE

FOR THE USE

OF

SCHOOLS.

BY

RADHA MADHUB MITTRE.

PART II.

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রীদীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কালকাতা

রু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী
কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর, ১৩ সঙ্খ্যক
ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৮।—১৮৬১।

KAB ITABALEE

FOR THE USE

OF

SCHOOLS.

BY

RADHA MADHUB MITTRE.

PART II.

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রীদীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী

কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর, ১৩ সঙ্খ্যক

ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৮।—১৮৬১

বিজ্ঞাপন।

কবিতাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। যে ৺ কবিবর প্রভাকরসম্পাদক মহোদয়ের সাহায্যে সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিতাম, তিনি অকালে মানবলীলা সম্বরণ করাতে আমার এরূপ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে, যে, এক্ষণে কবিতামালা রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আর সাহস করা যায় না। কিন্তু অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যামন্দিরে কবিতাবলীর প্রথম ভাগ ব্যবহার করিয়া মদীয় এতাদৃশ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, যে, দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত না করিয়া কোনমতে নিরস্ত হইতে পারিলাম না। উক্ত মহাত্মামণ্ডলী এতাদৃশ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কবিতাবলীর প্রথম ভাগ বারত্রয় মুদ্রিত করা হইয়াছে। অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রথম ভাগের প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বালকসমগ্র দ্বারা প্রথম ভাগ যেরূপ আগ্রহসহকারে ব্যবহৃত হইয়াছে, এ বারেও যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলে সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব এবং তৃতীয় ভাগ অতি শীঘ্রই প্রকটন করিতে সাহসী হইব। পরিশেষে জগদীশ্বরের সমীপে প্রর্থনা এই, যে, এই গ্রন্থ যেন বালকপুঞ্জের চরিত্র-সংশোধক হয়।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ বিশ্বাস মহাশয়কে কবিতাবলীর দ্বিতীয় ভাগের স্বত্ব বিক্রয় করিলাম। অতএব ইহাতে নামের সম্বন্ধ ব্যতীত আমার আর অন্য কোন সম্বন্ধ রহিল না।

কলিকাতা।
২৭ শ্রাবণ। ১২৬৮। } শ্রীরাধামাধব মিত্র।
সাং জেজুর।

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পাঠ।

বিদ্যাধন।

ধর ধর ধর, শিশো ! উপদেশ ধর।
কর কর, একমনে, বিদ্যাভ্যাস কর ॥
বিদ্যা শিখিবার তব, এইতো সময়।
খেলা করি কাল হরা, উচিত না হয় ॥
এখন খেলায় তুমি, যদি রত রবে।
বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল, তবে কবে হবে ?
মহীতলে বিদ্যা হয়, অমূল্য রতন।
বিদ্যা-ধন সম ধন, কি আছে এমন ? ॥
যে বালক রত থাকে, নিয়ত খেলায়।
হারায় সে বিদ্যাধন, কেবল হেলায় ॥

অন্য ধন ক্ষয় হয়, করিলেই দান।
দানে বিদ্যাধন বাড়ে, প্রচুর প্রমাণ॥
তস্করেরা অনায়াসে, হরে অন্য ধন।
বিদ্যাধনে পারে না তো, করিতে হরণ॥
অন্য ধন অংশ করি, লয় ভ্রাতৃগণ।
এ ধনের অংশ দিতে, না হয় কখন॥
জ্বলিলে বিবাদানল, ধনের কারণ।
বিদ্যাধন সে অনল, করে নিবারণ॥
কখন বা ধন হোতে, নানা বিঘ্ন আসে।
বিদ্যাধন অবিরত, বিপদে বিনাশে॥
বিদ্যাধন থাকে যার, আছে তার সব।
স্বদেশে বিদেশে বাড়ে, তাহার গৌরব॥
বিদ্যাধন উপার্জ্জন, কোরেছে যে জন।
সফল হোয়েছে মাত্র, তাহার জীবন॥
তার প্রতি পরিতুষ্ট, সকলের মন।
সে হোয়েছে সকলের, সুখ্যাতি-ভাজন॥
যথা তথা পায় সেই, অতি সমাদর।
সদা তার গুণ গায়, মানব-নিকর॥
বিদ্যার বিমল বিভা, যে জন না পায়।
পশুর সমান সেই, সংশয় কি তায়?॥

অতএব শিশুগণ ! হোয়ে সাবধান।
এই বেলা বিদ্যাভ্যাসে, হও যত্নবান্ ॥
পরিশ্রম-পরায়ণ, হইলে এখন।
অবশ্যই লাভ হবে, সার বিদ্যাধন ॥
বিদ্যালাভ হোলে পরে, সুখোদয় যত।
বয়োধিক হোলে সব, হবে অবগত ॥
এখন তোমরা হও, নিতান্ত অবোধ।
কি ভাল, কি মন্দ, তাহা কিছু নাই বোধ ॥
যেবা উপদেশ দেয়, বিদ্যা শিখিবারে।
না বুঝিয়া একেবারে, অরি ভাব তারে ॥
বিদ্যা না শিখিলে যেবা, অনুযোগ করে।
তোমাদের বন্ধু সেই, ধরণী-ভিতরে ॥
তোমাদের ভাবী শিব, করে অন্বেষণ।
তোমাদের উপকারী, নিশ্চয় সে জন ॥
বহু যত্নে বিদ্যাধন, পাইবে যখন।
জানিতে পারিবে তবে, বিদ্যা যে কি ধন ॥
নানা গুণে বিভূষিত, হইবে তখন।
রতন বলিয়া লোকে, করিবে যতন ॥

দ্বিতীয় পাঠ।

বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি।

বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, না করে যে জন।
বড় হোলে সার তার, কেবল রোদন॥
সদাই অসুখে তার, জীবন যাপন।
সবার অপ্রিয় সেই, যখন তখন॥
সমাজে সম্মান সেই, কখনো না পায়।
ঘৃণাস্পদ হয় সেই, যেখানেতে যায়॥
মানুষ বলিয়া তারে, কেহ নাহি ভাবে।
হিতে বিপরীত ঘটে, বিদ্যার অভাবে॥
নিয়ত গঞ্জনা সেই, সয় ঘরে পরে।
যাবৎ জীবন খেদ, এইরূপে করে॥
"হায় হায়! কেন আমি, বিদ্যা শিখি নাই
বিদ্যা শিখি নাই, তাই, এত ক্লেশ পাই॥
বাল্যকাল হরিয়াছি, খেলায় কেবল।
ভালরূপে পাইলাম, তার প্রতিফল॥
এখন এমন হবে, আগে নাহি জানি।
কেন শুনি নাই আহা! জনকের বাণী?॥

বিদ্যা শিখিবারে যেবা, দিত উপদেশ।
তার প্রতি কত আমি, করিয়াছি দ্বেষ ॥
বিদ্যাকে যে ভালবাসে, বিদ্যা হয় তার।
বিনা যত্নে, বিদ্যালাভ, কোথা হয় কার? ॥
বিদ্যা-প্রতি প্রীতি কিছু, ছিল না আমার।
বিদ্যাহীন হোয়ে তাই, করি হাহাকার ॥
যদি করিতাম আমি, বিদ্যা উপার্জ্জন।
তা হোলে এমন দশা, ঘটে কি এখন? ॥
কেন মূর্খ হইলাম, হায় হায় হায়!।
হতমান হই আমি, সকল সভায় ॥
মম পরামর্শ কেহ, না করে গ্রহণ।
শুনিতে না চায় কেহ, আমার বচন ॥
আমা হোতে কোন কার্য্য, না হয় সাধন।
মনোদুঃখে সদা করি, সময় হরণ ॥
দারা সুত আদি করি, যত পরিজন।
কত ক্লেশ সহিতেছে, আমার কারণ ॥
অন্য কথা দূরে থাক্, কি কহিব ছাই।
আপনার জায়ার নিকটে, মান নাই ॥
প্রেয়সী হইয়া কয়, অপ্রিয় বচন।
আমার হোয়েছে প্রায়, জীবনে মরণ ॥

বাল্যকালে বিদ্যা প্রতি, ছিল না যতন।
মূর্খ হোলে এত জ্বালা, কে জানে তখন?।
বিদ্যাভ্যাস করা নয়, সহজ ব্যাপার।
শৈশবে সহিতে হয়, যাতনা অপার॥
দিন দিন ক্রমশঃ, বয়স বাড়ে যত।
বিদ্যার চর্চ্চায় আরো, কষ্ট বাড়ে তত॥
এইরূপ কিছু দিন, যাতনা সহিলে।
বিদ্যানুশীলনে রত, নিয়ত রহিলে..
তবে তো জন্মায় বিদ্যা, যতনের ধন।
সুখকর হয় তবে, নরের জীবন॥
কিছু দিন কষ্ট ভোগ, করিলেই হায়।
চির দিবসের কষ্ট, একেবারে যায়॥
আহা! মম বাল্যকালে, ছিল না এ জ্ঞান
এ জ্ঞান থাকিলে আমি হোতেম বিদ্বান্॥
বিদ্যা শিখিবারে আমি, করিতাম যত্ন।
অবশ্য আমার লাভ, হোতো বিদ্যারত্ন॥
যা হবার হইয়াছে, চারা নাহি তার।
অবশ্য শিখাব বিদ্যা, তনয়ে আমার॥
মূর্খ হোলে যত জ্বালা, জেনেছি এখন।
সুতে মূর্খ হোতে আমি, দিব না কখন॥

যে মানব স্ব তনয়ে, বিদ্যা না শিখায়।
তনয়ের প্রতি তার, মমতা কোথায়? ॥
নিজ সুতে ভালবাসে, মুখে মাত্র কয়।
ফলতঃ সে ভালবাসা, ভালবাসা নয় ॥
প্রাণাধিক ভালবাসে, স্বাপত্যে যে জন।
বিদ্যা শিখাবার তরে, সে করে তাড়ন" ॥
এইরূপে কোন মূর্খ, সামান্য ভাষায়।
তাহার মনের কথা, স্বজনে জানায় ॥
বিনিময় করি সেই, মূর্খের বচন।
ভাব রেখে সমুদায়, করি প্রকটন ॥
বিদ্যা আলোচনা কর, কর শিশুগণ!।
খেতে শুতে বিদ্যা চিন্তা, কর অনুক্ষণ ॥
বিদ্যা প্রতি পাছে সবে, অনাদর কর।
খেলায় হইয়া রত, পাছে কাল হর ॥
মূর্খের বিলাপ আহা! তোমাদিগে তাই
প্রকাশিয়া সমুদয়, এখন জানাই ॥
শুনিলে মূর্খের খেদ, সাবধান হবে।
বিদ্যাভ্যাসে অবিরত, বিরত না রবে ॥
যাতে মূর্খ নাহি হও, তাহাই করিবে।
বিদ্যালাভে যত কষ্ট, অনাসে সহিবে ॥

পরিহার করিবে, আলস্য একেবারে।
ইচ্ছাবশে প্রতি দিন, যাবে বিদ্যাগারে ;
দেখো যেন তোমরাও মূর্খের মতন।
বয়োধিক হোলে পরে, না কর রোদন

তৃতীয় পাঠ।

উত্তম বালক।

যে বালক শুনে সদা, গুরু-উপদেশ।
লঙ্ঘন না করে, পিতা মাতার আদেশ
আলস্যের পরবশ, কখন না হয়।
প্রতি দিন যেবা যায়, বিদ্যার আলয় ॥
নিয়মিত পাঠাভ্যাস, করে একমনে।
পুস্তক সকল রাখে, পরম যতনে ॥
নিয়ত স্মরণ করে, শিক্ষক বচন।
প্রকাশ না করে কভু, মন্দ আচরণ ॥
কোন মতে নাহি করে, কুপথে গমন।
পথে পথে খেলাইয়া, না করে ভ্রমণ ॥
যথায় তথায় করে, নম্রতা প্রকাশ।
কাহাকেও কখন না, করে উপহাস ॥

স্ববয়স্থগণ সঙ্গে, বিবাদ না করে।
পরের সামগ্রী পেলে, কখন না হরে॥
কাহাকেও গালি নাহি, দেয় ক্রোধ ভরে।
হিংসার জ্বরেতে যেবা, কখন না জ্বরে॥
কারো প্রতি না করে, নিষ্ঠুর ব্যবহার।
না বেরয় কখনো, কুকথা মুখে যার॥
সহোদরা সহোদরে, অতি ভালবাসে।
কখনো না যায় যেবা, কুজনের পাশে॥
নিরন্তর যত্ন করে, জানিতে স্বদোষ।
চেষ্টা করে বাপমাকে, করিতে সন্তোষ।
উত্তম বালক সেই, উত্তম কে আর ?॥
সকলেই করে সদা, প্রশংসা তাহার।

চতুর্থ পাঠ।

বিশ্বপতি পরমেশ, নিত্য নিরঞ্জন॥
বিশ্ব মাঝে যে নিয়ম, করেন স্থাপন॥
কার সাধ্য সে নিয়ম, করে বিনিময় ?।
সে বিধি লঙ্ঘিতে গেলে, শুধু দুঃখোদয়

সে বিধি লঙ্ঘিতে আহা ! চেষ্টা থাকে যার
কেবল প্রকাশ পায়, অজ্ঞানতা তার ॥

হিংসা-পরবশ হোয়ে, যদি কোন জন।
প্রাণপণে করে তব অনিষ্ট সাধন ॥
তুমি যদি না করিয়া, প্রতি-অপকার।
সাধ্য-অনুসারে কর, তার উপকার ॥
তাতে মনে মনে ক্লেশ, সে পায় যেমন
অনিষ্ট করিলে তার, না হয় তেমন ॥

দ্বেষ-ভাবে অপকার, যে করে তোমার।
তুমিও যদ্যপি কর, অপকার তার ॥
তবে তার সহ তব, বিশেষ কি থাকে ?।
প্রায় সমদোষী সবে, বলিবে তোমাকে ॥
অন্যকৃত অপকার, সোয়ে থাকে যেই।
তাহারি প্রাধান্য হয়, বড়লোক সেই ॥

সদাই সন্তুষ্ট আহা ! থাকে যার মন।
ভাল মন্দ বিবেচনা, থাকে অনুক্ষণ ॥

সর্ব্ব অবস্থাতে সুখী, সেই হোতে পারে।
কিছুতে কি অসুখী, করিতে পারে তারে?॥

মিত্রতা অসতে সতে, কখন না হয়।
যদিও মিত্রতা হয়, স্থায়ী তাহা নয়॥
না হইলে উভয়ের, সমান স্বভাব।
কোথাও না হয় প্রায়, অকৃত্রিম ভাব॥

পঞ্চম পাঠ।

ধন উপার্জ্জন করা, কঠিন যেমন।
ধন রক্ষা করাও যে, কঠিন তেমন॥
পৈতৃক অতুল ধন, পেয়ে কত জন।
করিতে পারে না রক্ষা, করে অযতন॥
অপব্যয়ে করে সব, একেবারে শেষ।
পরিশেষে ভোগ করে, অতিশয় ক্লেশ॥

খলেরা ভাঙ্গিয়া দিয়া, পরস্পর মন।
অনাসে করিয়া লয়, স্বাভিষ্ট সাধন॥

অতএব খলেদের, স্বভাব না জানি।
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, খলেদের বাণী ॥
না বুঝিয়া অকারণে, স্বজন সহিত।
কখন বিচ্ছেদ করা, না হয় উচিত ॥

অপরের অজ্ঞানতা, করিলে দর্শন।
তাতে জ্ঞান শিক্ষা হোতে; পারে বিলক্ষণ॥

সাধ্যাতীত বিষয়ে, প্রত্যাশা থাকে যার
কখন না পূর্ণ হয়, অভিলাষ তার ॥
অতএব অসম্ভব আশা যেবা করে।
ক্ষোভ লাভ মাত্র তার, হয় করে করে।

ধনবান্ নরের বিপদ্ ঘটে যত।
কোন মতে দরিদ্রের, নাহি ঘটে তত ॥
বড় বড় গাছে লাগে, প্রচণ্ড পবন।
উচ্চ তরুতেই হয়, অশনি পতন ॥

হিংসা গুরুতর পাপ, হয় যে প্রকার
দণ্ডও হইয়া থাকে, তেমনি তাহার ॥

হিংস্র জন-প্রতি দণ্ড, বিধান কারণ।
অন্যকে না পেতে হয়, প্রয়াস কখন ॥
হিংস্র ব্যক্তি অন্যের সৌভাগ্য দরশনে।
সদাই বেদনা পায়, আপনার মনে ॥
ইহার অপেক্ষা তার দণ্ড গুরুতর।
আর কি হইতে পারে, অবনী-ভিতর ? ॥

গায়ে হাত বুলাইয়া, মিষ্ট বাক্যে আর
বশীভূত, করা যায়, নরে যে প্রকার ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা, দেখাইয়া ভয়।
বশীভূত, করা কভু, সেরূপ না হয় ॥

জ্ঞানেতে প্রবীণ কেহ, বয়সে নবীন।
অজ্ঞান মানব কেহ, বয়সে প্রবীণ ॥
এই উভয়ের মধ্যে, যার আছে জ্ঞান।
লোকের সমাজে হয়, সেই তো প্রধান ॥

ষষ্ঠ পাঠ

বিজ্ঞলোকে সতত, থাকেন সাবধান।
বিপদ না ঘটে যাতে, তাতে যত্নবান ॥

যদবধি বিপদে, না পড়ে অজ্ঞচয়।
তদবধি সাবধান, কখন না হয়॥
কিন্তু বিঘ্ন অতিক্রান্ত, হোলে পরে হায়।
তাহাদিগে সাবধান হোতে দেখা যায়॥
বিঘ্ন অতিক্রান্ত আহা! হইবে যখন।
সাবধান হোলে আর, কি হবে তখন?॥
দেখ, একবার দীপ, হইলে নির্ব্বাণ।
নিশ্চয় বিফল হয়, তাতে তৈল দান॥

অতুল বিভব যার, অতুল বিভব।
কৃপণ স্বভাব যদি, ধরে সে মানব॥
একেবারে বঞ্চিত সে, হয় ভোগসুখে।
উপায় থাকিতে সদা, কাল হরে দুঃখে॥
তাহার ঐশ্বর্য্য থাকা, আর না থাকায়।
উভয়ই তুল্য হয়, হায় হায় হায়!॥
তেমন ঐশ্বর্য্য থাকা, অপেক্ষা বরণ।
না থাকাই ভাল হয়, বলে বুধগণ॥
বিভব থাকাতে তার যাতনা কেবল।
দিবস যামিনী তার মানস চঞ্চল॥

কে কখন ব্যয় করে, কে কখন হরে।
এই ভাবনায় সদা, অসুখ অন্তরে॥

অনুগত, আশ্রিত, যে জন অনুক্ষণ।
তার প্রতি অত্যাচার, করে যেই জন॥
সে অতি জঘন্য তায়, কি আছে সংশয়।
অঙ্কেতে কুমার বধে কি পৌরুষ হয়?॥

যে প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন, নরের আকৃতি।
সেইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন, নরের প্রকৃতি॥
সকল লোকের মত, একরূপ নয়।
একরূপ বিবেচনা, সবার না হয়॥
অতএব সকলের সন্তোষ সাধন।
করিবারে অবিরত, যার আকিঞ্চন॥
এক প্রাণীকেও সেই, সন্তুষ্ট করিতে।
কোন মতে কখন না, পারে এ মহীতে॥

ব্যঙ্গ-ছলে করিলে, বৃদ্ধের মান নাশ।
তাহাতে কেবল পায়, মূর্খতা প্রকাশ॥

বৃদ্ধের পলিত আর, বিকৃত আকার।
হেরিয়া যে ব্যঙ্গ করে, সে অতি অসার

সপ্তম পাঠ।

তব সম্পদের কালে, লোকের সহিত।
এমন ব্যাভার করা, তোমার উচিত॥
দুঃখে দুঃখী হোয়ে লোক, বিপদে তোমার
তব প্রতি করে যেন, মিত্র-ব্যবহার॥
সৌভাগ্য-মদেতে মত্ত, হইয়া যে জন।
প্রকাশে লোকের প্রতি, অসদাচরণ।
ঘটিলে বিপদ তার, অন্য কোন নর।
সহায়তা করিতে, না হয় অগ্রসর॥
বিজ্ঞলোক সম্পদেও, মত্ত নাহি হন।
বিপদেও নাহি হন, বিষণ্ণ-বদন॥
কি বিপদ, কি সম্পদ, উভয় সময়ে।
সমভাবে থাকিতেই, দেখি বিজ্ঞচয়ে॥

স্বার্থপরতাই হয়, বিপদের মূল।
স্বার্থপরতাতে ঘটে, সমর তুমুল॥

স্বার্থ লোয়ে, দ্বন্দ্ব হয়, রাজায়, রাজায়।
স্বার্থ তরে কাটাকাটি, রাজায় প্রজায়॥
বন্ধুতে বন্ধুতে ঘটে, বাদ বিসম্বাদ।
পদে পদে উপস্থিত, কেবল প্রমাদ॥

আমাদের কি বিপদ্, ঘটিবে কখন।
বলিতে না পারা যায়, ভাবিয়া এখন॥
অতএব অন্যে হেরি, বিপদে পতিত।
তারে উপহাস করা, অতি অনুচিত॥

ধনতৃষ্ণা হইতেই, দেখ অনিবার।
নরের অনিষ্ট ঘটে, অশেষ প্রকার॥
ধনলোভে অন্ধ হোলে, নরেরা সংসারে।
কি কুকর্ম্ম আছে তাহা, করিতে না পারে?॥
একেবারে অভিভূত, হোয়ে ধনশোকে।
যার পর নাই দুঃখ, পেয়ে থাকে লোকে॥
ধনশোকে কত লোক, ত্যজেছে জীবন।
কোরেছে বিরোধ কত, ধনের কারণ॥
প্রাণাধিক তনয়েরে, কোরেছে বিক্রয়।
তুলিয়াছে নিন্দার নিশান দেশময়॥

ধনলোভে অনেকে, কোরেছে কারাবাস।
অনেকেই ঘটায়েছে, পর-সর্ব্বনাশ॥
অতএব ধনের লালসা পরিহার।
যে করিতে পারে সেই, জ্ঞানের আধার॥

সকলেই আত্মহিত, করে অন্বেষণ।
স্বহিত সাধিতে সদা, সবার যতন॥
যিনি আত্মহিত-চেষ্টা, করি বিসর্জ্জন।
করেন অন্যের হিত, যখন তখন॥
লোকালয়ে ধন্য ধন্য, গণ্য, তিনি হন।
তাঁহার গুণের গান, গায় সর্ব্বজন॥

অষ্টম পাঠ।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা, করি বিবেচনা।
যেবা করে সমুদয়, কার্য্যের কল্পনা॥
এমন সুবিজ্ঞ লোক, বিরল ধরায়।
বহু ঠাঁই অন্বেষিলে, অল্প দেখা যায়॥

লোকেদের দেখাদেখি, অনেকেই চলে।
বিবেচনা করি তারা, স্বমতে না বলে॥
হায় হায়! সর্ব্ব কর্ম্মে, করিলে এমন।
নিজ অবিজ্ঞতা শুধু, হয় প্রকটন॥
লোকে অসঙ্গত কর্ম্ম, করিতেছে বলি।
অসঙ্গত কর্ম্ম করে, যে মানবাবলী॥
তবে আর তাহাদের বিজ্ঞতা কোথায়?।
বিজ্ঞের মতন কর্ম্ম, নাহি হয় তায়॥

অপরের দুরবস্থা, হেরিয়া নয়নে।
যে জন বিদ্রূপ করে, সহাস্য বদনে॥
কেবল প্রকাশ পায়, অসভ্যতা তার।
নরের অধম সেই, অতি দুরাচার॥

পরোক্ষে লোকের নিন্দা, যে মানব করে।
লোকের অনিষ্ট-চেষ্টা, করে, করে করে॥
অধম তাহার মত, কেহ নাই আর।
অত্যন্ত জঘন্য হয়, স্বভাব তাহার॥

দোষিরা নিঃশঙ্ক চিত্তে, কখন না রয়।
সদা ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন কি হয়॥

দোষের কারণ আহা, কখন্ কে ধরে।
এই চিন্তা নিরন্তর, তাদের অন্তরে ॥

সাধু যারা, কভু তারা, পরানিষ্ট করে না।
দরিদ্র হোলেও তবু, পরদ্রব্য হরে না ॥
নিরন্তর হিংসানলে, পুড়ে তারা মরে না।
সদা সাবধান থাকে, কুপথেতে চরে না ॥
জঘন্য স্বভাব আহা! কখনই ধরে না।
তাহাদের মুখে কভু, কটু বাণী সরে না ॥
মানস-ভাণ্ডার তারা, কুচিন্তায় ভরে না।
কপটতা-পরিচ্ছদ, কখনই পরে না ॥
আশ্রিত মানবগণে, কখন জ্বলায় না।
ছলনার জাল পেতে, অপরে মজায় না ॥
আলস্যের বশ হোয়ে, সময় কাটায় না।
অত্যাচার করি কভু, দরিদ্রে কাঁদায় না ॥
মনান্তর কোরে দিয়া, বিবাদ লাগায় না।
পরের ললনাপানে, কখন তাকায় না ॥
প্রাণান্ত হোলেও তবু, মিথ্যাকথা কয় না।
রাজদণ্ড ভয়ে ভীত, কখনই হয় না ॥

কখনই কুজনের কুমন্ত্রণা লয় না।
সদাই সন্তোষ-চিত্ত, মনস্তাপ সয় না॥
কোন মতে কুকর্ম্মেতে, রত কভু রয় না।
কু-আশা সমীর কভু, মানসেতে বয় না॥
অকারণ কারো প্রতি, কখনই রোষে না।
বিপদ্ ঘটনা হোলে, পরমেশে দোষে না॥
যথা তথা পরগ্লানি, কখনই ঘোষে না।
অসতের মতে চোলে, অসতেরে তোষে না॥
কাহারো গচ্ছিত ধন, কোনমতে শোষে না।
লোভ-রূপ কালসাপ, কোন কালে পোষে না॥

নবম পাঠ

যেমন বাক্যের সার, সত্য কথা হয়।
তেমনি অর্থের সার, দানই নিশ্চয়॥
অর্থের সাফল্য হয়, করিলেই দান।
অর্থ দানে বাড়ে যশঃ, প্রচুর প্রমাণ॥
তা বলিয়া, না রাখিয়া, কিছুই সঞ্চয়।
সমুদায় ব্যয় করা, উচিত না হয়॥

বসন ভূষণ পরি, করে অহঙ্কার।
এমন যে জন সেই, নিতান্ত অসার॥
চিত্তের লঘুতা তাতে, প্রকাশিত যত।
অন্য কিছুতেই আর, নাহি হয় তত॥

ঐক্যবল সম বল, কোথা আছে আর।
ঐক্যবলে হয় লোক, বিপদে উদ্ধার॥
পরস্পর ঐক্য আছে, পরিবারে যার।
সুখের সংসার তার, সুখের সংসার॥
সহোদরে সহোদরে, ঐক্য থাকে যদি।
প্রবাহিত হইতে, না পায় দুঃখ-নদী॥
বিপক্ষনিকর সদা, ভয়ে ভয়ে থাকে।
ফেলিতে না পারে তারা, কখন বিপাকে।
কোনমতে অপকার, করিতে না পারে।
পরিশেষে বশীভূত, হয় একেবারে॥
যে দেশের মানবেরা, একতা-বিহীন।
চিরকাল থাকে তারা, হোয়ে পরাধীন॥
স্বেচ্ছাচারী ভূপতির, অত্যাচার সয়।
দুঃখের সাগরে ভাসে, সকল সময়॥

অতি ক্লেশকর হোলে, রাজার নিয়ম।
রক্ষা হেতু করিতে, না পারে কোন ক্রম॥
বলিতে না পারে কিছু, রাজ-প্রতিকূলে।
শমন সমান দেখে, কর্ম্মচারিকুলে॥
অন্তরে বিলয় পায়, অন্তরের রাগ।
স্বদেশের প্রতি কই, থাকে অনুরাগ॥
একতা-বিহনে কেহ, সাহস না পায়।
পরস্পর আপনারা, বিপদ ঘটায়॥
পুরুষানুক্রমে সবে, থাকে অতি ক্লেশে।
দেশের দুর্দ্দশা ঘটে, পরস্পর দ্বেষে॥
যে দেশের লোকেরা, একতা-পরায়ণ।
তাদের সুখের সীমা, থাকে না কখন।
প্রবল বিপক্ষ দল, প্রকাশিয়া বল।
তাহাদের কাছে হয়, নিতান্ত অবল॥
বলে ছলে, কোনমতে, তাদের উপরে।
রাজার কি সাধ্য আছে, অত্যাচার করে?॥
পরাধীন হোয়ে তারা, থাকিতে না চায়।
শুভকরী স্বাধীনতা, পায় পায় পায়॥
একতার প্রভাবেই, শিবোদয় যত।
সমুদায় ভোগ তারা, করে অবিরত॥

যে দেশে প্রবল মাত্র, পরস্পর দ্বেষ।
যে দেশে একতা নাই, সে দেশ কি দেশ?॥

দশম পাঠ।

যে ফুলে সুবাস নাই, সে ফুল কি ফুল?।
যে কুলেতে মান নাই, সে কুল কি কুল?॥
যে চাসেতে লাভ নাই, সে চাস কি চাস?।
যার প্রভুভক্তি নাই, সে দাস কি দাস?॥
যে ধনেতে পরানিষ্ট, সে ধন কি ধন?।
যাতে ঈশভক্তি নাই, সে মন কি মন?॥
যে ছবিতে শোভা নাই, সে ছবি কি ছবি?।
যে গবী না দেয় দুধ, সে গবী কি গবী?॥
যে গানে, না হরে মন, সে গান কি গান?।
যে কাণ বধির হয়, সে কাণ কি কাণ?॥
যে নাসা না পায় ঘ্রাণ, সে নাসা কি নাসা?।
যে আশা না পূর্ণ হয়, সে আশা কি আশা?॥
যে ফলেতে শস্য নাই, সে ফল কি ফল?।
যে হলে না চাস হয়, সে হল কি হল?॥

যে ধর্ম্মেতে ত্রাণ নাই, সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম ?।
যে কর্ম্মেতে যশ নাই, সে কর্ম্ম কি কর্ম্ম ?॥
যাহাতে সতীত্ব নাই, সে জায়া কি জায়া ?।
যে কায়াতে শক্তি নাই, সে কায়া কি কায়া ?॥
যে নদীতে স্রোত নাই, সে নদী কি নদী ?।
যে গদি কোমল নয়, সে গদি কি গদি ?॥
যে অসিতে ধার নাই, সে অসি কি অসি ?।
যে মসিতে জল সরে, সে মসী কি মসী ?॥
যে ভুপের ভুমি নাই, সে ভুপ কি ভুপ ?।
যে কূপেতে জল নাই, সে কূপ কি কূপ ?॥
যে ঘাটেতে রাণা নাই, সে ঘাট কি ঘাট ?।
দ্রব্যাদি না মেলে যাতে, সে হাট কি হাট ?॥
যে পদে না চলা যায়, সে পদ কি পদ ?।
যে পদে সম্ভ্রম নাই, সে পদ কি পদ ?॥
যে রথেতে রথী নাই, সে রথ কি রথ ?।
যে পথে পথিক নাই, সে পথ কি পথ ?॥
যাতে ধাপশ্রেণী নাই, সে মই কি মই ?।
যাতে জ্ঞান-শিক্ষা নাই, সে বই কি বই ?॥
যে ঘরের দ্বার নাই, সে ঘর কি ঘর ?।
যে নরের বিদ্যা নাই, সে নর কি নর ?।

একাদশ পাঠ।

আপনারা নিয়ত, কুপথগামী যারা।
সুপথগামিকে হেরি, ব্যঙ্গ করে তারা॥
অসাধুর উপহাসে, সুধীর সুজন।
কখনো না কোরে থাকে, সুপথ বর্জ্জন॥
যাহারা সুপথগামী, হোয়ে একবার।
অসতের বাক্যে তাহা, করে পরিহার॥
তাহাদের মানসের অসারতা তায়।
কেবল প্রকাশ পায়, তাবে বুঝা যায়॥

ধরাতলে যাহাদের অতি ক্ষুদ্রাশয়।
প্রতারণা-পরতন্ত্র, তাহারাই হয়॥
কিন্তু যাঁহাদের মনে, চাতুরী না রয়।
সকলেই তাঁহাদিগে, মহাশয় কয়॥

শৈশব সময়ে হয় যে অভ্যাস যার।
চিরদিন থাকে প্রায়, সে অভ্যাস তার॥

অতএব বাল্যকালে, হোয়ে যত্ন বান্।
উত্তম অভ্যাস করা, বিহিত বিধান ॥
নিকৃষ্ট অভ্যাস আহা! যাহাদের হয়।
চিরকাল পায় তারা, কষ্ট অতিশয় ॥
বাল্যকালে আলস্যে যে, কাল করে ক্ষয়।
বয়োধিক হোলে তার, সে অভ্যাস রয় ॥
বাল্যকালে যেবা শিখে, করিতে হরণ।
চৌর্য্যবৃত্তি করে সেই, যাবৎ জীবন ॥
বাল্যকালে বঞ্চনা, করিতে শিখে যেই।
বড় হোলে, প্রকৃত বঞ্চক, হয় সেই ॥
বাল্যকালে পাতে যেবা, মিথ্যাবাক্য-জাল।
মিথ্যা কথা কয় সেই, বাঁচে যত কাল ॥
বাল্যকালে ধরে যেবা, নিষ্ঠুরের বেশ।
বড় হোলে হয় সেই, নির্দ্দয়ের শেষ ॥
অতএব সাবধান, হও শিশুগণ।
এই বেলা কুঅভ্যাস, কর বিসর্জ্জন ॥
কুঅভ্যাস পরিহার, করিলে এখন।
তবে তোমাদের হবে, শিষ্ট আচরণ ॥

দ্বাদশ পাঠ।

মূর্খ হোতে জগতের অপকার বই।
বিবেচনা করি দেখ, উপকার কই॥
আজীবন পদে পদে, অনিষ্ট ঘটায়।
আপনিও মজে আর, অপরে মজায়॥
বিদ্বান্ হইতে হয়, যত উপকার।
সমুদায় বর্ণিবারে, হারে বর্ণহার॥
জগতে জীবিত থাকি, সুপণ্ডিতগণ।
জগতের উপকার, করেন যেমন॥
কালের করাল গ্রাসে, হোলেও পতিত।
সাধন করেন তাঁরা, সেইরূপ হিত॥
যে কীর্ত্তি রাখিয়া যান, মরণ-সময়।
তাতেও অপার হিত, সম্পাদিত হয়॥
নিউটন, বেকন প্রভৃতি, গুণী যত।
কবে কালকরে তাঁরা, হোয়েছেন হত॥
অদ্যাপি তাঁদের হোতে, শত শত জন।
উপকার লাভ, করিতেছে প্রতিক্ষণ॥

অতএব যে মানব, হন বিদ্যাযুত।
মরিয়াও না মরেন, এ বড় অদ্ভুত ॥

অনেকের কুস্বভাব, এমন এলোকে।
মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া, দেয় অন্য লোকে
মর্ম্মান্তিক মনস্তাপ, দিয়া অন্য নরে।
আপনারা অপার আনন্দ, বোধ করে ॥
যাহারা এরূপ করে, এমহী মণ্ডলে।
পাষাণ-হৃদয় তারা, সকলেই বলে ॥
তাদের অন্তরে নাই, করুণার লেশ।
পর-ক্লেশে তাহাদের, বোধ নাই ক্লেশ ॥

যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা, নাহি যায় বলে।
সে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অনাসে কৌশলে ॥
কৌশলে করিতে কার্য্য, চেষ্টা যার রয়।
অনেক বিষয়ে সেই, কৃতকার্য্য হয় ॥

অবল হইয়া যেবা, সবলের সহ।
না বুঝিয়া বিপক্ষতা, করে অহরহ ॥

আপনার ক্ষতি সেই, আপনিই করে।
দুঃখের অবধি তার, নাহি থাকে পরে॥
সবলও হয় কিছু ক্ষতিগ্রস্ত বটে।
কিন্তু তাতে তার কোন, অনিষ্ট না ঘটে॥

নিন্দাযোগ্য কর্ম্ম করা, অতি অনুচিত।
করিলে নিন্দার কর্ম্ম, হবে নিন্দান্বিত॥
কোন নিন্দনীয় কর্ম্ম, না করিলে পর।
কখনো না নিন্দা করে, নিন্দকনিকর॥
নিন্দকগণের মুখে, স্বনিন্দা শ্রবণে।
ক্রোধোদয় হয় বটে, সকলেরি মনে॥
কিন্তু নিন্দকের প্রতি, না হোয়ে কুপিত।
আপনার প্রতি কোপ, করাই উচিত॥
যে কোন প্রকারে হোক্, দোষী যেবা হয়।
তার প্রতি ক্রোধ করা, অনুচিত নয়॥
নিন্দকের দোষ নাই, আপনার দোষ।
নিন্দকের প্রতি তবে, কি কারণে রোষ?॥
কোনমতে না থাকিলে, দোষ আপনার।
অপরে করিবে কেন, নিন্দা অনিবার॥

অতএব নিজ নিন্দা, করিয়া শ্রবণ।
আপনার প্রতি ক্রোধ, করি বিলক্ষণ॥
একেবারে স্বদোষ, করিতে সংশোধিত।
বিধিমতে চেষ্টা করা, হয় সমুচিত॥
আত্ম দোষ সংশোধিত, যদি করা যায়।
নিন্দা করিবার পথ, নিন্দকে না পায়॥
কিছু দোষ না পাইলে, নিন্দকনিচয়।
কারো নিন্দা করিবারে, সাহসী না হয়॥
তবে নিন্দকের বটে, স্বভাব এমন।
তিল দোষ পেলে তাল, করে ততক্ষণ॥
পরে দেশময় নিন্দা, করিয়া বেড়ায়।
সে নিন্দায় মান যায়, ঘটে ঘোর দায়॥
অতএব স্বদোষ, করিলে সংশোধন।
তাহাতে কেবল হয়, নিন্দক দমন॥

ত্রয়োদশ পাঠ

কৃতঘ্নতা মহাপাপ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কোনমতে কৃতঘ্নের, নিষ্কৃতি না হয়

বিশ্বাস করিয়া স্বামী, ভাবিয়া স্বজন।
আপনার সর্ব্বস্ব, করিলে সমর্পণ॥
তাহাতে যে জন ভঙ্গ, করি সে বিশ্বাস
অনায়াসে ঘটায়, স্বামির সর্ব্বনাশ॥
তার সম নরাধম, পাপী দুরাশয়।
জগতে দ্বিতীয় আছে, অনুভূত নয়॥

আপনি অসিদ্ধ যেবা, হয় এসংসারে।
অন্যে সিদ্ধ করিতে সে, কখনো না পারে॥
জ্ঞানহীন জ্ঞান-শিক্ষা, দিতে যদি চায়।
কে না উপহাস করে, তাহার কথায়?॥
সরল হইতে খল, দিলে উপদেশ।
উপহাসাস্পদ সে কি, হয় না বিশেষ?॥
দাতা হোতে কৃপণ, মন্ত্রণা দিলে পরে।
এমন কে আছে তারে, বিদ্রূপ না করে?
অসৎ অপরে যদি, সৎ হোতে বলে।
তার কথা শুনে হাসে, মানব সকলে॥
মাতালেরা যদি বলে, ত্যজিতে কারণ।
তাতে তারা হয় না কি, বিদ্রূপ-ভাজন॥

বেশ্যালয়ে যেতে মানা, করিলে লম্পট।
লোকে তাকে বলে না কি, নিতান্ত কপট? ॥
কৃতঘ্ন কৃতজ্ঞ হোতে, অন্যে যদি কয়।
উপহাস-যোগ্য সে কি, লোকালয়ে নয়? ॥
মিথ্যাবাদী যদি বলে, হোতে সত্যবাদী।
শুনে কে না হাস্য করে, হোয়ে প্রতিবাদী ॥
বঞ্চকের প্রতি হেরি, বঞ্চকের দ্বেষ।
লোকেরা তাহার প্রতি, করে না কি শ্লেষ? ॥
চুরি করিবারে চোর, করিলে বারণ।
তাতে কে করিতে পারে, হাসি সম্বরণ? ॥
লোভি যদি অন্যে বলে, লোভ ত্যজিবারে।
সকলেই উপহাস, সদা করে তারে ॥
অহঙ্কার আছে যার, যদি সেই জন।
অহঙ্কারী হোতে অন্যে, করে নিবারণ ॥
সাদরে তাহার বাণী, কে করে শ্রবণ?।
হেসে না উড়ায় তারে, কে আছে এমন? ॥
কবিরাজ রুগ্ন হোয়ে, আপনি যে রোগে।
অপার যাতনা আহা! দিবানিশি ভোগে ॥
অপরের সেই রোগ, ভাল করিবারে।
সে যদি প্রকাশে ইচ্ছা, যত্ন-সহকারে ॥

তাহা হোলে তার বাক্যে, কেবা দেয় কাণ?।
উপহাস করে লোকে, করি হেয়জ্ঞান॥
যে দোষে দূষিত নিজে, অন্যের সে দোষ।
দরশন করি যেবা, প্রকাশিয়া রোষ॥
সংশোধন করিবারে, হয় সযতন।
তাহাকে পাগল বলি, হাসে সর্ব্ব জন॥
অতএব সর্ব্ব আগে, হোয়ে চেষ্টান্বিত।
নিজ দোষ সংশোধন করাই উচিত॥
পশ্চাৎ অন্যের দোষ, করিতে শোধন।
চেষ্টা করা বিধেয়, বলেন জ্ঞানিগণ॥

কোন কর্ম্ম সহসা, না করে বিজ্ঞকুল।
অবিবেচনাই হয়, আপদের মূল॥
বিবেচনা করি কর্ম্ম, যে করে সাধন।
বিপদে পড়িতে তারে, না হয় কখন॥
অতএব বিবেচনা, না করি বিহিত।
কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ, করা অনুচিত॥
কিসে কি হইবে ভাবো, ভালরূপে আগে।
বন্ধুর সুযুক্তি লও, অতি অনুরাগে॥

তবে কোন কর্ম্মে তুমি, করিও প্রবেশ।
শিব লাভ হবে তাতে, না ঘটিবে ক্লেশ॥

চতুর্দ্দশ পাঠ।

আশা দিয়া আশাভঙ্গ, করে যেই জন।
ঘৃণাস্পদ নাই আর, তাহার মতন॥
নিরাশ হইলে মনে, ক্ষোভ জন্মে যত।
বোধ হয় কিছুতে না, হয় আর তত॥
অতএব আপনার, ক্ষমতা না জানি।
আশা দান অনুচিত, অনুরোধ মানি॥
আশ্বসিত ব্যক্তি যেন, না হয় বঞ্চিত।
এমন করিয়া কর্ম্ম, করাই উচিত॥
কারো মনে আশা-লতা, করিয়া রোপণ।
করো না, করো না তাহা, সমূলে ছেদন॥

যাঁদের অন্তরে আছে, দয়ার সঞ্চার।
পর-উপকারে সদা, মতি আছে আর॥
সঙ্গতিও আছে আরো, প্রয়োজন-মত।
তাঁহারাই সুখী হন, ধরায় নিয়ত॥

পর-দুঃখ বিমোচনে, যত সুখোদয়।
তাঁহারাই ভালরূপে, জানেন নিশ্চয়॥
ক্ষিতিতলে তাঁহাদের, সার্থক জীবন।
লোকের সমাজে তাঁরা, মহামান্য হন॥
পর-দুঃখ হরণের ইচ্ছা, আছে যাঁর।
অথচ সঙ্গতি নাই, কিছু করিবার॥
পর-দুঃখে হয় তাঁর, ব্যাকুল হৃদয়।
মনে সর্ব্বদাই জন্মে, ক্ষোভ অতিশয়॥
হায় হায়! যে সময়ে, দীনহীন জন।
তাঁর কাছে আত্ম দুঃখ, করে নিবেদন॥
বস্ত্রহীন আসিয়া, যখন বস্ত্র চায়।
অন্নহীন অন্নাভাব, যখন জানায়॥
ঋণগ্রস্ত ঋণ-দায়ে, হইয়া কাতর।
যখন দাঁড়ায় এসে, তাঁহার গোচর॥
খঞ্জ, পঙ্গু, অন্ধ আদি, আতুর-নিকর।
পরের উপরে সদা, যাদের নির্ভর॥
তাঁহার নিকটে আহা! তাহারা যখন।
স্ব স্ব দুঃখ ব্যক্ত করে, সজল-নয়ন॥
তখন অন্তর তাঁর, ব্যাকুল যেমন।
অন্য কিছুতেই আর, না হয় তেমন॥

এইরূপ সঙ্কটেতে, পড়েছেন যিনি।
অনুভব করিতে পারেন, তাহা তিনি ॥
দয়ালু সঙ্গতিহীন, হেরি পর-দুঃখ।
আপনার মনে পান, যেমন অসুখ ॥
হায় হায়! পর-দুঃখ, করি বিলোকন।
সদয়-হৃদয় কভু, না হয় যে জন ॥
সংসারে থাকিয়া, সেই নির্দ্দয় মানব।
সে অসুখ পারে কি, করিতে অনুভব? ॥
বিধিমতে পর-দুঃখ, করিতে মোচন।
যাদের ক্ষমতা কিন্তু, আছে বিলক্ষণ ॥
অথচ পরের দুঃখ, হরণ-কারণ।
কোনমতে কখন না, করে আকিঞ্চন ॥
মানুষিক ভাবান্বিত, তারা আর কই।
তাদিগে মানুষ বল, কি প্রকারে কই? ॥

পঞ্চদশ পাঠ

ভ্রাতায় ভ্রাতায় যথা, নাই সুপ্রণয়।
মাবাপের বশীভূত, সন্তানেরা নয় ॥

কুলবতী কামিনীর, পতিভক্তি নাই।
বধূসহ শাশুড়ীর, বিরোধ সদাই॥
লঘু গুরু বিবেচনা, নাই কিছু মাত্র।
পরস্পর কেহ কারো, নয় প্রিয়পাত্র॥
পরস্পর-প্রতি নাই, পরস্পর-প্রীতি।
পরস্পর দ্বেষভাবে, প্রকাশে কুরীতি॥
পরস্পর নাহি রাখে, পরস্পর মান।
পরস্পর নিন্দা করে, করি অরি জ্ঞান॥
পরস্পর মতান্তর, দ্বন্দ্ব পরস্পর।
পরস্পর পর বোধ, করে নিরন্তর॥
পরিবারবর্গ যদি, এইরূপ করে।
পরস্পর ভাসে তবে, অসুখ-সাগরে॥
কেহ আর নাহি পায়, সাংসারিক সুখ।
তাহাদের প্রতি হয়, সৌভাগ্য বিমুখ॥
ঈশ্বরের কাছে তারা, দোষী অতিশয়।
লোকের সমাজে তারা, নিন্দনীয় হয়॥
একত্রে থাকিয়া যদি, পরিজনগণ।
যার যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, করে সম্পাদন॥
তাহা হোলে কোনরূপ, অনিষ্ট না ঘটে
অক্ষয় সুখ্যাতি লাভ, লোকের নিকটে।

গ্রহস্থ-আশ্রমে হয়, সুখোদয় যত।
সবে অনুভব তবে, করে ক্রমাগত॥
এপ্রকার পরিবার, আশীর্ব্বাদ পায়।
দরশনে দর্শকের, নয়ন জুড়ায়॥

শিশুগণ! তোমাদিগে বলি বার বার।
অলস স্বভাব সদা, কর পরিহার।
তা বলিয়া বিশ্রাম, না করি যথোচিত।
অবিরাম পরিশ্রম, করা অনুচিত॥
আহা! যদি পরিশ্রম, কর অবিরাম।
ক্ষণ কাল তরে যদি, না কর বিশ্রাম॥
তাহা হোলে তোমাদের, স্বাস্থ্য কই রয়।
তাহা হোলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ, হবে নিঃসংশয়॥
অতএব মধ্যে মধ্যে, বিশ্রাম লইবে।
তাতে তোমাদের কিছু, ক্ষতি না হইবে॥
কুৎসিত ক্রীড়াতে কিন্তু, বিশ্রাম-সময়।
কোনমতে রত থাকা, বিধেয় না হয়॥
পরিশ্রম-পরায়ণ, হোলে সর্ব্বক্ষণ।
মানসের প্রফুল্লতা, থাকে না কখন॥

পরিশ্রম করিবার, পরেই ক্রীড়ায়।
রত হোলে চিত্ত তায়, প্রফুল্লতা পায়॥
প্রফুল্ল হইলে মন, পরে পুনরায়।
পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে, পারা যায়॥
তাহা হোলে স্বাস্থ্য রক্ষা, হইবে সদাই।
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার, সম্ভাবনা নাই॥
কুৎসিত ক্রীড়ায় কিন্তু, হোঁলে অনুরত।
অবিরত অশিব, ঘটিবে ক্রমাগত॥
তোমাদের চরিত্রও, দূষিত হইবে।
বুদ্ধিও ক্রমশঃ তবে, হীনতা পাইবে॥
অতএব যে ক্রীড়াতে, স্বঅনিষ্ট হয়।
পরানিষ্ট জন্মিবার, সম্ভাবনা রয়॥
সে ক্রীড়াকৌতুক সব, কর পরিহার।
দেখো, দেখো, একে যেন, নাহি ঘটে আর
ক্রীড়াকালে কোন শিশু, ছুড়ে লোষ্ট শর
কেহ আরোহণ করে, বৃক্ষের উপর॥
আর যে সময় হয়, বৃষ্টি বরিষণ।
কোন কোন শিশু করে, ভিজিয়া ভ্রমণ॥
রৌদ্রে কোন কোন শিশু, ছুটাছুটি করে।
কেহ পাখী কীট বধে, কৌতুকের তরে॥

ক্রীড়াকালে লোষ্ট শর, করিলে ক্ষেপণ।
অপরের হোতে পারে, সংশয় জীবন ॥
বৃষ্টিতে ভিজিলে পরে, করিবারে ক্রীড়া।
তোমাদের হোতে পারে, সাংঘাতিক পীড়া ॥
অকারণে পাখী কীট, করিলে বিনাশ।
নিষ্ঠুরতা হয় মাত্র, তাহাতে প্রকাশ ॥
নিন্দনীয় ক্রীড়াসক্ত, বালকনিচয়।
অন্য সময়েও যদি, সদাচারী হয় ॥
তথাপি না হয় তারা, প্রশংসা-ভাজন।
তাহাদের কদাচার, না থাকে গোপন ॥
দোষশূন্য ক্রীড়া করি, যে বালকচয়ে।
আমোদ প্রমোদ করে, বিশ্রাম-সময়ে ॥
তাদের প্রশংসা সদা, করে সর্ব্বজন।
তারা হয় সকলের, নয়ন-রঞ্জন ॥

ষোড়শ পাঠ

শুন শুন শিশুগণ !, যত্ন করি অনুক্ষণ,
ধর স্থির-প্রতিজ্ঞতা গুণ।

এগুণ থাকিলে পর, হবে সবে নিরন্তর,
অনেক বিষয়ে সুনিপুণ ॥
এগুণ না থাকে যার, সমাদর নাই তার,
লোকে তাকে মানুষ না বলে।
স্থির-প্রতিজ্ঞতা বই, কর্ম্মক্ষম হয় কই,
মানবেরা এ মহীমণ্ডলে ॥
কি বালক, কি প্রবীণ, কি অধীন, কি স্বাধীন,
এগুণ সবার প্রয়োজন।
এগুণের সহকারে, সকলে করিতে পারে,
সমুচিত কর্ম্ম সম্পাদন ॥
যখন করিবে যাহা, যথাবিধি কর তাহা,
যেন অনিয়ম নাহি হয়।
সাধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বুঝিয়া তাহার মর্ম্ম,
নিরূপণ করিবে সময় ॥
না হোতে অরুণোদয়, শয্যা ত্যজি ছাত্রচয়,
গ্রন্থ লোয়ে পড়িতে বসিবে।
না হইয়া অন্যমনা, করি বহু বিবেচনা,
স্ব স্ব পাঠ অভ্যাস করিবে ॥
পাঠাভ্যাস যতক্ষণ, নাহি হয় সমাপন,
একমনে পড় ততক্ষণ।

অন্য চিন্তা পরিহরি, অসামান্য ধৈর্য্য ধরি,
বিদ্যাধনে কর অন্বেষণ ॥
ভোজন করিয়া পরে. গ্রন্থাবলী করি করে,
স্বইচ্ছায় নির্ণীত সময়ে।
বহু যত্ন-সহকারে, বিদ্যাভ্যাস করিবারে,
গমন করিবে বিদ্যালয়ে ॥
অধ্যাপক গুণালয়, পাঠ দেন যে সময়,
একচিত্তে কর আকর্ণন।
শুনি উপদেশ তাঁর, ধর সদা সদাচার,
তাঁর মতে চল অনুক্ষণ ॥
ছুটী হোলে ঘরে গিয়া, স্বস্ব কর্ম্মে মন দিয়া
সুনিয়মে কর সমাপন।
এরূপ করিলে সবে, চিরকাল সুখী হবে,
পাবে জ্ঞান অমূল্য রতন ॥

শিশো ! উপদেশ লও। শিশো ! উপদেশ লও।
বাল্যাবধি ধৈর্য্যগুণে, বিভূষিত হও ॥
যদি ধর ধৈর্য্যগুণ। যদি ধর ধৈর্য্যগুণ।
বিবিধ বিদ্যায় তবে, হবে সুনিপুণ ॥

যত কঠিন বিষয়। যত কঠিন বিষয়।
ক্রমশঃ বুঝিতে তবে, পারিবে নিশ্চয়॥
তবে হবে শুভোদয়। তবে হবে শুভোদয়।
বিঘ্ন যত অনাসে, করিবে পরাজয়॥
যাহা অতীব দুষ্কর। যাহা অতীব দুষ্কর।
ধৈর্য্যগুণে সাধে তাহা, মানবনিকর॥
আহা! ধৈর্য্য থাকে যার। আহা! ধৈর্য্য থাকে যার।
অনায়াসে সিদ্ধ হয়, স্বাভিষ্ট তাহার॥
ধৈর্য্য-পরায়ণ লোক। ধৈর্য্য-পরায়ণ লোক।
অভিভূত নাহি হয়, যদি ঘটে শোক॥
করি ধৈর্য্যাবলম্বন। করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
ধনাঢ্য হইতে পারে, দরিদ্র যে জন॥

সপ্তদশ পাঠ।

আহা! সুপ্রণয়, কিবা সুখময়,
মনের অসুখ নাশে।
আনন্দ অপার, জন্মায় সবার,
গেলে বান্ধবের পাশে॥

সত্য বন্ধু যেই, ভাল জানে সেই,
বন্ধুতা কি ধন হয়।
বান্ধবের সনে, কথোপকথনে,
বিষণ্নতা নাহি রয়॥
মন-অলিরাজ, করিলে বিরাজ,
প্রণয়-কমলোপরে।
পীযূষ সমান, সুখ-মধু পান,
প্রেমানন্দে সদা করে॥
সকল সময়, সরল প্রণয়,
বিপদে উদ্ধার করে।
সাধ্য-অনুসারে, বিবিধ প্রকারে,
অনেক অভাব হরে॥
প্রণয়ী যে নয়, অসুখী সে হয়,
ধরায় যদিন থাকে।
তার দুঃসময়, কে দেয় আশ্রয়?,
কেবা ভালবাসে তাকে?॥
এই লোকালয়, হয় শূন্যময়,
তার পক্ষে অবিরত।
অবোধ সে নর, থাকে নিরন্তর,
যেন বনবাসীমত॥

প্রণয়ে যেমন, স্বকার্য্য সাধন,
অনায়াসে হোতে পারে।
বিবাদে তেমন, হয় কি কখন,
কোনমতে এ সংসারে ? ॥
আপনি প্রণয়ী, নিয়ত বিনয়ী,
আহা ! যে জন না হয়।
দেখো তার সহ, কিসে অহরহ,
অন্যের প্রণয় রয় ? ॥
তুমি যার মিত্র, তোমার অমিত্র,
বল কেমনে সে হবে ? ।
মিত্র হোলে পরে, দেখো অন্য নরে,
তব মিত্র হবে তবে ॥
যেবা মিত্রহীন, থাকে চিরদিন,
তার দোষ সে কেবল।
যে ভাবে যে ভাবে, তারে সেই ভাবে,
অন্যে ভাবে অবিকল ॥
অতি অনুরাগে, অন্যসহ আগে,
কর মিত্র-ব্যবহার।
তবেতো এলোকে, মিত্র হবে লোকে,
একথা জানিবে সার ॥

অনেকের সঙ্গে, বিবিধ প্রসঙ্গে,
হোতে পারে আলাপন।
কিন্তু চমৎকার, খুঁজে মেলা ভার,
সত্য বন্ধু এক জন॥
সুখে হয় সুখী, দুঃখে হয় দুঃখী,
কোনমতে নাহি চটে।
এমন বান্ধব, পায় যে মানব,
তার বহু ভাগ্য বটে॥

অষ্টাদশ পাঠ।

মাতৃ দোষে তনয়ের, জন্মে কুস্বভাব।
কর্ম্ম দোষে সকলের ঘটে ধনাভাব॥
বংশ দোষে প্রায় লোক, অদাতা নিশ্চয়।
পিতৃ দোষে কেবল, তনয় মূর্খ হয়॥
কর্ত্তার দোষেই কষ্ট, পায় পরিবার।
কর্ত্রীর দোষেই হয়, বিনষ্ট সংসার॥
শাশুড়ীর দোষে বধূ, কলহকারিণী।
পতির দোষেই হয়, পত্নী দ্বিচারিণী॥
গুরুর দোষেই শিষ্য, কুপথেই ধায়।
স্ববুদ্ধির দোষে লোক, নানা কষ্ট পায়॥

কোকিল স্বরূপ নয়, স্বর তার রূপ।
পতিভক্তি রমণীর, রূপ অপরূপ।
প্রজার অতুল রূপ, রাজ-আনুরক্তি।
দাসের সুচারু রূপ, হয় প্রভুভক্তি॥
তাপসগণের রূপ, ক্ষমাগুণ হয়।
কুরূপ জনের রূপ, বিদ্যাই নিশ্চয়॥

তারাসমূহের ভূষা, হয় তারাপতি।
কামিনী কুলের ভূষা, নিজ নিজ পতি॥
ধরণীর চারু ভূষা, হয় ধরাপতি।
সেনাদের বিভূষণ, হয় সেনাপতি॥
দিবসের বিভূষণ হয়, দিবাপতি।
বিদ্যা সর্ব্বত্রের ভূষা, মনোহর অতি॥

লোকালয়ে নাই যার, আপনার মান।
অনায়াসে করে সে, অন্যের অপমান॥
সতত সমানে থাকে, আপনি যে জন।
যে যেমন তার মান, রাখে সে তেমন॥

দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।
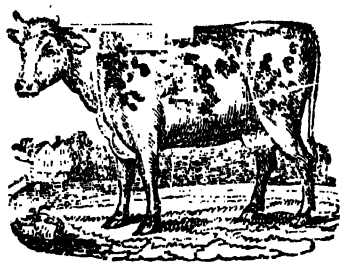
☞ এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি বাহির মৃজাপুর, কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে পাইতে পারিবেন।

KABITABALEE

For the use
OF
SCHOOLS
BY
RADHA MADHUB MITTRE.

Part IV.

কবিতাবলী।

চতুর্থ ভাগ।

জেনেরেল্ এসেম্বিলিজ ইনিষ্টিটিউসন নামক প্রসিদ্ধ
বিদ্যামন্দিরের জনৈক শিক্ষক

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রীদীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

চারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৬৯।—১৮৬২।

[মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।]

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহদাতা বিদ্যাবিশারদ গুণগ্রাহক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যা-মন্দিরে মদ্রচিত কবিতাবলীর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ ব্যবহার করিয়া আমার এতাধিক উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন যে, কবিতা-বলীর তৃতীয় ভাগ প্রচারিত হইবা মাত্রেই আমাকে চতুর্থ ভাগ প্রকাশ করিতে হইল। ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে, শিক্ষক মহাশয়েরা মাদৃশ সামান্য ব্যক্তির বিরচিত গ্রন্থাবলী স্ব স্ব করে ধারণপূর্ব্বক বালকপুঞ্জকে শিক্ষা দিবেন আমি স্বপ্নেও এরূপ প্রত্যাশা করি নাই এবং ইহা আমার পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য তাহা বলা যায় না। আমার কোন রচনা যদি সজ্জনগণদ্বারা সমাদৃত হয় তাহাতে আমার কিছু মাত্র গৌরব বৃদ্ধি না হইয়া কেবল আমার জ্ঞান-গুরু কবিবর প্রভাকর জন্মদাতা ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গৌরবোন্নতি হইতে থাকে, যেহেতু কবিতা রচনা বিষয়ে তিনিই আমার এক মাত্র গুরু ছিলেন। অধুনা যাঁহারা বিশেষ অনুকম্পা বিতরণপূর্ব্বক আমাকে যত উৎসাহ প্রদান করিতেছেন আমি তাঁহারদের নিকটে কৃতজ্ঞতাঋণে ততই বদ্ধ হইতেছি। পরিশেষে জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই যে, আমি যেন এবারেও পূর্ব্বমত উৎসাহ প্রাপ্ত হই এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চম ভাগ প্রচার করিয়া কবিতাবলীর রচনা কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারি।

কলিকাতা }
১২ পৌষ। ১২৭৯ }

শ্রীরাধামাধব মিত্র
সাং জেজুর।

কবিতাবলী।

চতুর্থ ভাগ।

তোষামোদ।

রূপক।

আহামরি তোষামোদ ! কি গুণ তোমার।
ধন্য ধন্য ধরাধামে, তব অবতার ॥
তব রূপ অপরূপ, তুমি রসকুপ।
কোথাও কি আছে আর, তব অনুরূপ ? ॥
একরূপ নও তুমি, ধর নানা রূপ।
যারে পাও সে তোমায়, করে না বিদ্রূপ ॥
কুহকে কুরূপ নও, সদাই স্বরূপ।
হেরিলে লাবণ্য তব, সকলেই চুপ ॥
কিবা মধুমাখা তব, বচন রচন।
শ্রবণে শ্রবণে যেন, সুধা বরিষণ ॥
সুমধুর স্বরে বটে, ডাকে বনপ্রিয়।
সুস্বর বীণার স্বর, হয় বটে প্রিয় ॥

বিপিনে বিহঙ্গগণে, ধরি নানা তান।
সুধামাখা রবে সবে, করে বটে গান ॥
সরসীতে ফুটিলেই, সরোসিজকলি।
গুন্ গুন্ রবে বটে, ধায় যত অলি ॥
মন মুগ্ধ হয় বটে, শুনিলে সেতার।
কিবা সুমধুর ধ্বনি, তারে তারে তার ॥
প্রিয়ভাবে তব বাণী, সরে যে সময়।
এ সব মধুর রব, কোথা আর রয় ॥
একেবারে সকলেই, মানে পরাজয়।
তব স্বরে সুধা ক্ষরে, সপ্রমাণ হয় ॥
তব প্রিয় ধ্বনি যেবা, শুনে একবার।
তাহারে কি ভাল লাগে, অন্য ধ্বনি আর? ॥
আর কি সে অন্যসহ, বাক্য ব্যয় করে ?।
অন্যের কথা কি আর, মনে তার ধরে ? ॥
আর কি অন্যের সহ, করে সহবাস ?।
আর কি অন্যের কথা, করে সে বিশ্বাস ?॥
না জানি তোমার বাক্যে কত আছে রস।
তাই বুঝি বশ হয়, মানবমানস ॥
অপার তোমার মায়া, বুঝে সাধ্য কার ?।
এমন কি আছে বল, অসাধ্য তোমার ? ॥

ধরণীতে তোমা হতে, কতই উদ্ভব।
তোমার নিকটে কিছু, নাই অসম্ভব॥
মিথ্যাকথা তব সহ, থাকে অনুক্ষণ।
অনিবার সে তোমার, প্রণয়ভাজন॥
তার সহকারে তুমি, হও বলবান্।
যথা তথা সে তোমার, বাড়ায় সম্মান॥
অধীনতা, লাঘবতা, সত্বরতা, ভক্তি।
মতে মত দান আর, অলীকানুরক্তি॥
চতুরতা, দুষ্ট বুদ্ধি, ধৈর্য্য, পরিশ্রম।
পর মন যোগাবার, নানাবিধ ক্রম॥
সঙ্গে সঙ্গে গতি আর, রাগবিহীনতা।
অলীক প্রশংসা করা, যুক্তি, সুশীলতা॥
এইমত কতমত, যন্ত্র তুমি ধর।
প্রয়োজনঅনুসারে, ব্যবহার কর॥
বর্ণিতে ক্ষমতা তব, বর্ণহার হারে।
কুহকে ভুলাতে তুমি, পার যারে তারে॥
কালকে বল হে শাদা, গাদারে তুরঙ্গ।
পিতলে কনক বল, মশাকে মাতঙ্গ॥
বিড়ালনয়নে বল, কুরঙ্গনয়ন।
পেচকবদনে বল, সুধাংশুবদন॥

কঠিন শিলাকে বল, কোমল কমল।
রাঁঢ়া গাছে কুহকে, ফলাও তুমি ফল॥
শিবাকে কেশরী বল, মূঢ়কে বিদ্বান্।
অশিষ্টকে শিষ্ট বল, অজ্ঞানে সজ্ঞান॥
দোষিকে অদোষ বল, নির্দ্দয়ে সদয়।
অধমে উত্তম বল, সভয়ে অভয়॥
ক্ষীণে বলবান্ বল, কুরূপে স্বরূপ।
ভূমিশূন্য জনে বল, একেবারে ভূপ॥
বায়সে কোকিল বল, কুজনে স্বজন।
তস্করকে সাধু বল, প্রশংসাভাজন॥
যে মানব অহঙ্কারী, নম্র বল তায়।
লোভিকে নির্লোভ বল, কথায় কথায়॥
তাল মান রাগ বোধ, কিছু নাই যার।
তান্‌সান্ সহ কর, তুলনা তাহার॥
ছ মাসে ন মাসে যার, কাণা কড়া দান।
দানশীল বল তারে, কর্ণের সমান॥
সাড়ে তিন চৌদ্দসিকা, ভাবে অসমান।
এমত মানুষে বল, মুহুরী প্রধান॥
কিসে কিসে মিল হয়, কিছুই না জানে।
হেন জনে কবি বল, বিহিত বিধানে॥

মিথ্যা কথা সদা কয়, কথা নাই স্থির।
তুমি বল তাহারে, দ্বিতীয় যুধিষ্টির ॥
কৃশ কলেবর যার, কিছু নাই বল।
তারে তুমি বল যেন, ভীম মহাবল ॥
যখন তখন যার, বেশ্যালয়ে বাস।
সদা চিন্তা করে যেবা, পর সর্ব্বনাশ ॥
দরিদ্র অতুর প্রতি, যার উপহাস।
দুর্মুখের মত যার, বচন বিন্যাস ॥
সুরাপানে ধরে যেবা, উন্মাদের বেশ।
এমন মানুষে বল, ধার্ম্মিকের শেষ ॥
যে রাজা নিয়ত করে, প্রজার পীড়ন।
বলে ছলে কৌশলেতে, সদা হরে ধন ॥
ক্ষণমাত্র নাহি ভাবে, প্রজার কল্যাণ।
পূরিতে আপন পেট্, সদা যত্নবান্ ॥
স্বেচ্ছায় নিয়ম করে, যখন যেমন।
যুক্তি আর সুবিচারে, করে বিসর্জ্জন ॥
বিবেচনা নাই যার, ন্যায় কি অন্যায়।
নিরন্তর স্বার্থপর, সবারে জ্বলায় ॥
এ প্রকার ব্যবহার, যে রাজার হয়।
তারে প্রজাপাল বলা, তবাসাধ্য নয় ॥

দ্বিতীয় শ্রীরাম বলি, রাখ তার নাম।
বল তারে একেবারে, নানা গুণধাম ॥
বড় মানুষের কাছে, তোমার বসতি।
দরিদ্রের কাছে প্রায়, নাই তব গতি ॥
যখন সম্পদ আসি, দেয় দরশন।
সঙ্গে সঙ্গে অমনি, তোমার আগমন ॥
সম্পদের হোয়ে কথা, মুখে মাত্র কও।
বাস্তবিক সম্পদের, মিত্র তুমি নও ॥
সম্পদে রাখিতে পদে, যত্ন তব নাই।
তোমার কর্ম্মের মর্ম্ম, ভাবিয়া না পাই ॥
মুখে শিব অন্বেষণ, অন্তরে অশিব।
তুমি যারে পাও তার, কোথা আর শিব ?
মুখে এক বল তুমি, কাজে কর আর।
তোমার মনের কথা, বুঝে উঠা ভার ॥
বিপদের সহ তব, অতি অপ্রণয়।
মুখ দেখাদেখি যেন, কখন না হয় ॥
আনিতে বিপদে তবু, তব আকিঞ্চন।
যাতে পার আনো তারে, করি নিমন্ত্রণ ॥
তাই পুনঃ অনুমান, করি মনে মনে।
তার সহ প্রেম তব, আছে সংগোপনে ॥

পাণ্ডবের অরি ভীষ্ম, ছিলেন যেমন।
বিপদ্‌বিপক্ষ ভাবি, তোমায় তেমন॥
দুর্য্যোধনপক্ষ ছিল, শকুনি যে রূপ।
সম্পদের পক্ষ তুমি, হও সেইরূপ॥
কুরুপতি সখা ছিল, কর্ণ যে প্রকার।
সেরূপ সম্পদসহ, সখ্যতা তোমার॥
ধরাতলে যত লোক, করি বিলোকন।
শুনে না তোমার কথা, ক জন এমন?॥
শুনিলে তোমার বাণী, অমঙ্গল ঘটে।
হিতাহিত বিবেচনা, নাহি থাকে ঘটে॥
অবোধে আদর করে, তথাপি তোমারে।
বাড়ায় তোমার বুক, যত দূর পারে॥
যারে পেয়ে বস তুমি, সর্ব্বনাশ তার।
বন্ধুভেদ ভ্রাতৃভেদ, কর অনিবার॥
তব ডরে তার কাছে, দরিদ্র না যায়।
দাসগণ অনুক্ষণ, কম্পবান্ কায়॥
পরামর্শ দিয়ে কর, পর-অপকার।
অনেকের আশালতা, কর হে সংহার॥
যুক্তি দিয়ে অনেকের, কর অপমান।
স্থানে স্থানে দেখি তার, অনেক প্রমাণ॥

যে জন তোমার বাক্যে, নাহি দেয় কাণ।
অবনিভিতরে মাত্র, সেই জ্ঞানবান্॥
আপন বুদ্ধিতে সেই, সব কর্ম্ম করে।
কাহারো কথায় সেই, না বাঁচে না মরে॥
পরের নয়নে সেই, না করে দর্শন।
পরের শ্রবণে সেই, না করে শ্রবণ॥
পরের জিহ্বায় সেই, না কয় বচন।
পরের নাসায় ঘ্রাণ, না করে গ্রহণ॥
পরের করেতে নাহি. করে পরশন।
পরের চরণে সেই, না করে গমন॥
পরের মুখেতে সেই, ঝাল নাহি খায়।
পরের বশেতে সেই, কোথাও না যায়॥
পরের মনেতে নাহি, করে বিবেচনা।
পর-মন্ত্রণাতে সেই, না করে মন্ত্রণা॥
পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের, কেনিউট্ ভূপ।
বিবেচনাশক্তি যাঁর, ছিল অপরূপ॥
দিবানিশি তুমি তাঁর, পাতচাটা খেয়ে।
তাঁরে বড় বোলেছিলে, ঈশ্বরের চেয়ে॥
ভালরূপে করিতে তোমার অপমান।
ভালরূপে ভূপতি, তোমায় দিতে জ্ঞান॥

লোয়ে যেতে সিন্ধুকূলে, আপন আসন।
ভৃত্যগণে আদেশ, করেন তত্ক্ষণ॥
তোমায় লইয়া সঙ্গে, সাগরের তীরে।
আসনে বসিয়া, বলিলেন ধীরে ধীরে॥
"ধরাতলে বড় আমি, হোয়েছি বিশেষ।
জলনিধি শুনিবে কি, আমার আদেশ?"॥
অমনি বলিলে তুমি, অম্লান বদনে।
"মহারাজ! ইহা কি, না লয় তব মনে?॥
সর্ব্বোপরে অধিকার, তোমার যখন।
তব ডরে কেঁপে মরে, বায়ু হুতাশন॥
পৃথিবীর অধিপতি, তুমি মহারাজ।
তোমার অসাধ্য হয়, হেন কিবা কাজ?॥
সকলেই যখন তোমায় করে ভয়।
সাগর শুনিবে আজ্ঞা, তায় কি সংশয়?"॥
শুনিয়া মহীশ বলিলেন বার বার।
"আমি তব রাজা হই, শুন পারাবার!॥
শুনিলাম তুমি হও, মম অনুগত।
নিয়তই কর্ম্ম কর, মম আজ্ঞামত॥
তোমার তরঙ্গ যেন, আমার চরণ।
স্পর্শ নাহি করে, কর এ আজ্ঞা পালন"॥

এইরূপে ডাকিয়া, বলেন নৃপ যত।
সাগরের ঢেউ হয়, অগ্রসর তত॥
ক্রমে ক্রমে জল এসে, স্পর্শে সিংহাসন।
কোনমতে না শুনিল, রাজার বচন॥
তব পানে চেয়ে তবে, কেনিউট ভূপ।
করিলেন ভর্ৎসনা, তোমায় এইরূপ॥
“এক মাত্র পরমেশ, সকলের সার।
সাগর প্রভৃতি পালে, আদেশ তাঁহার॥
সামান্য মানব হই, আমি কোন্ ছার।
আমায় মানিবে সিন্ধু, বোলো নাকো আর॥
বড় বলি আমায়, কোরো না সম্বোধন।
আপন কর্ম্মের ফল, পাইবে এখন॥
অসম্ভব যত কিছু, ঈশ্বর সম্ভব।
চোকেতে আঙুল দিয়া, দেখালেম সব॥
দূর হও মম কাছে, না আসিও আর।
ভালয় ভালয়, ত্যজ আমার আগার॥
সর্ব্বনাশ ঘটাইতে, থাকিলে নিকটে।
ধর্ম্মে ধর্ম্মে এড়ালেম, বিষম সঙ্কটে”॥
এইরূপ কেনিউট্ ইংলণ্ডের পতি।
তোষামোদ! তোমা হতে পান অব্যাহতি॥

অদ্যাবধি তাঁর গুণ, সকলেই গায়।
তেমন গুণের নিধি, বিরল ধরায়॥
কালের বিচিত্র গতি, বুঝে উঠা দায়।
ধরায় সৌভাগ্য তব, বাড়ে পায় পায়॥
তোমাকে হে সকলেই প্রায় ভাল বাসে।
ছোট হয়ে বড় হোতে পার অনায়াসে॥
মনিব তোমার প্রতি, সদাই সন্তোষ।
করিলে গর্হিত কাজ, না করেন রোষ॥
যোগ্য না হোলেও তবু, বাড়িবে বেতন।
মনের মানস সব, হইবে সাধন॥
নিয়ত তোমায় তোষে, কত শত লোক।
ভাল যশে পরিপূর্ণ, করিছ ভূলোক॥
হাতী হয় চড়ি কর, উদ্যানে গমন।
সুস্বাদু সামগ্রী কত, করিছ ভোজন॥
করিতেছ সুকোমল, গদিতে শয়ন।
হরিতেছ অনায়াসে, অপরের ধন॥
হইতেছ আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ।
আর তো না কাচ তুমি, লক্ষ্মী ছাড়া কাচ॥
কোনমতে এক দিন, থাক না বেকার।
পরের বিভবে ভাগ, থাকে হে তোমার॥

ক্রমাগত দেখ তুমি, সৌভাগ্যের মুখ।
তব প্রতি বড় লোক, না হয় বিমুখ॥
যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
তোষামোদ! কভু তুমি, মহাশয় নও॥
অতিশয় নীচাশয়, মহাশয় কই।
কেমনে তোমায় আমি, মহাশয় কই?।
পুরুষার্থ নাই তব, পুরুষার্থ নাই।
পদে পদে পাপপথে, যেতেছ সদাই॥
কুহকে বাড়াও বটে, ধরার বিভব।
বিফল সে সব মাত্র, বিফল সে সব॥

কৃপণ মানবের সকলি অপরূপ।

হায় কি কৌতুককর, কৃপণের কথা।
কৃপণের গুণরাশি, ব্যক্ত যথা তথা॥
ধরাতলে কৃপণের, জীবনচরিত।
আহা কিবা অপরূপ, স্বরূপরহিত॥
দেখিতে অদ্ভুত জন্তু, ইচ্ছা যার আছে
আশু সে যাউক তবে, কৃপণের কাছে।

অপৰূপ গুণ তার, অপৰূপ বেশ।
অপৰূপ তনু তার, অপৰূপ দ্বেষ॥
অপৰূপ ইচ্ছা তার, অপৰূপ ভাব।
অপৰূপ ভঙ্গি তার, অপৰূপ লাভ ॥
অপৰূপ ধ্যান তার, অপৰূপ মন।
অপৰূপ ব্যয় তার, অপৰূপ ধন ॥
অপৰূপ খাদ্য তার, অপৰূপ শ্রম।
অপৰূপ ভক্তি তার, অপৰূপ ভ্রম॥
অপৰূপ বিদ্যা তার, অপৰূপ যুক্তি।
অপৰূপ বিবেচনা, অপৰূপ উক্তি ॥
অপৰূপ যশ তার, অপৰূপ মান।
অপৰূপ জ্ঞান তার, অপৰূপ দান ॥
অপৰূপ দয়া তার, অপৰূপ ধৰ্ম্ম।
অপৰূপ অভিপ্রায়, অপৰূপ কৰ্ম্ম ॥
অপৰূপ গুৰু তার, অপৰূপ চেলা।
অপৰূপ কৃপণের যত লীলাখেলা ॥
অপৰূপ পণ তার, অপৰূপ ভয়।
এমন্ কি আছে তার, অপৰূপ নয় ? ॥

গৃহস্থাশ্রমে সুখ কি?।

কাবেরী তটিনীতটে, হিরণ্য নগর।
নানাবর্ণ লোকালয়, অতি মনোহর॥
তথা বাস করিতেন, দ্বিজ এক জন।
নানা শাস্ত্রবিশারদ, ধীর বিচক্ষণ॥
নবীন তাঁহার নাম, অভিমানহীন।
বয়সে নবীন কিন্তু, জ্ঞানেতে প্রবীণ॥
বহু গ্রন্থ পাঠ করি, বুঝিলেন সার।
সংসার অসার মাত্র, দুঃখের আগার॥
মধ্যে মধ্যে সংসার, করিতে পরিহার।
মনে মনে অভিলাষ, হইত তাঁহার॥
সাংসারিক মোহে মুগ্ধ, হতেন আবার
ক্ষণমাত্রে হোতো পূর্ব্ব ভাবের বিকার॥
বিপরীত ভাব মনে, হোতো অনুদিন।
এক তিল না ছিলেন, ভাবনাবিহীন॥
এক দিন নিশিযোগে, ছিলেন শয্যায়।
চিন্তা হেতু অমিলন, নয়ন নিদ্রায়॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে, বৈরাগ্য উদয়।
সাংসারিক মায়া দূরে, গেল সমুদয়॥

না হইতে নিশি শেষ, পণ্ডিত নবীন।
গৃহ ত্যজি চলিলেন, হয়ে উদাসীন॥
গৃহস্থ-আশ্রমে হোলো, এমনি বিদ্বেষ।
আত্ম জন প্রতি না রহিল স্নেহ লেশ॥
অতি বেগে ঘোর বনে, গিয়া ততক্ষণ।
পরমেশে ভাবি দিন, করেন যাপন॥
এখানে তাঁহার যত, আত্ম বন্ধুগণ।
স্থানে স্থানে লাগিল, করিতে অন্বেষণ॥
অনিবার হাহাকার, সবাকার মুখে।
অবিরত দহিতে, লাগিল মনোদুঃখে॥
নবীনের পিতামহ, পণ্ডিত প্রধান।
খুঁজিতে নবীনে, তিনি করেন প্রস্থান॥
দেশে দেশে, বনে বনে, করিয়া ভ্রমণ।
নবীনের সহ তাঁর, হইল মিলন॥
নবীনে দেখিয়া বৃদ্ধ, দিয়া আলিঙ্গন।
বলিলেন "হেথা কেন, অরে বাছাধন?॥
চমৎকার ব্যবহার, দেখি যে তোমার।
আত্মগণে কেমনে, করিলে পরিহার॥
কার কথা শুনে ভাই, হয়েছ এমন?।
একেবারে বনবাসী, বল কি কারণ?॥

ঘরে চল, ঘরে চল, ঘরে চল ভাই।
তব অদর্শনে সদা, কাঁদিছে সবাই,, ॥

নবীনের উক্তি।

শুন শুন পিতামহ, বলি তব ঠাঁই।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, নাই নাই নাই ॥
গৃহে থেকে পাছে পাই, অনিবার দুঃখ।
সংসারের প্রতি তাই, হয়েছি বিমুখ ॥
সকল বিষয়ে জন্মে, কেবল সংশয়।
ভয়ে ভয়ে থাকে লোক, কখন্ কি হয় ?
সাংসারিক ভাবনায়, শুকায় শরীর।
প্রবাহিত ক্ষণে ক্ষণে, নয়নের নীর ॥
সংসারে থাকিয়া সুখী, কেবা কোথা হয়?
দুঃখের সংসার দাদা, সুখের তো নয় ॥
সংসারেতে আছে সুখ, বৃথা মাত্র রব।
অজ্ঞান মানব সব, অজ্ঞান মানব ॥
অনটন, জ্বালাতন, প্রতিক্ষণ করে।
শমনের তরে হাহাকার ঘরে ঘরে ॥
মন্বন্তর, মহামারী, অত্যাচার, ঋণ।
মানবের অসুখের, প্রধান কারণ ॥

অতএব পিতামহ, ধরি শ্রীচরণে।
বোলো না আমায় আর, যাইতে ভবনে ॥
জেনে শুনে অহিমুখে, কেন দিব কর।
গৃহস্থ-আশ্রম হতে, থাকিব অন্তর ॥

বৃদ্ধের উক্তি।

কেন এত ভ্রম তব? বলনা নবীন!।
কালীকের ছেলে তুমি, হয়েছ সে দিন ॥
পোড়ে শুনে এই বুঝি, হয়েছ পণ্ডিত।
জেনেছ সংসার সদা, সুখেতে বঞ্চিত ॥
বয়সেতে বড় আমি, তব পিতামহ।
আমার অপেক্ষা তুমি, জ্ঞানী কভু নহ ॥
দেখেছি শুনেছি বহু, নয়নে শ্রবণে।
সংসারের কথা সব, পড়িতেছে মনে ॥
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, একেবারে নাই।
এ কথা বোলো না আর, বোলো না রে ভাই।
দুঃখে সুখে পরিপূর্ণ, এই তো সংসার।
সর্ব্বদেশে সকলেই, করেন স্বীকার ॥
চিরদিন কারো কভু, সমান না যায়।
এই দুঃখ, এই সুখ, ঘটে পায় পায় ॥

আলোর গৌরব কই, বিনা অন্ধকার ?।
নম্রতার যশ কই, বিনা অহঙ্কার ? ॥
মূর্খ না থাকিলে কই, বিদ্বানের মান ?।
অজ্ঞ না থাকিলে কই, বিজ্ঞের সম্মান ? ॥
বিশ্রী না থাকিলে কই, সুশ্রীর সুখ্যাতি ?
দীন বিনা ধনির কি, মান থাকে নাতি ? ॥
সেইরূপ দুঃখ বিনা, কই সুখবোধ ?।
ভেবে দেখ, ভেবে দেখ, তুমিতো সুবোধ ॥
সংসারের সুখ করাইতে অনুভব।
সংসারেতে বর্ত্তমান, আছে দুঃখ সব ॥
বালিকারা ধূলা খেলা, করে যে সময়।
কেহ গিন্নী, কেহ বধূ, কেহ ছেলে হয় ॥
কল্পনায় গ্রহণ করিয়া গৃহধর্ম্ম।
মনের উল্লাসে করে, গৃহস্থের কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ-আশ্রমে যদি, শুধু দুঃখোদয়।
মিছামিছি তবে তারা, কেন রত রয় ? ॥
য়াতে দুঃখ, তাতে সুখ, অনেক এমন।
গৃহস্থ-আশ্রমে করা, যায় দরশন ॥
মায়াই হয়েছে বটে, দুঃখের ভবন।
মায়া না থাকিলে সুখী, কে হোতো কখন ?।

আশা পূর্ণ না হইলে, অসুখ উদয়।
আশার কারণ কিন্তু, লোকে সুখে রয়॥
অতএব মানবের সুখের কারণ।
হইয়াছে মায়া আর, আশার সৃজন॥
রামায়ণ আদি করি, পুরাণেতে শুনি।
বনে থেকে সংসারী, ছিলেন কত মুনি॥
গৃহস্থ-আশ্রম ধরণীর সুখাকর।
একরূপ সুখী নয়, মানবনিকর॥
এক এক বিষয়েতে, এক এক জন।
মনোসুখে কোরে থাকে, জীবন যাপন॥
কোন্ কোন্ সুখ আছে, গৃহস্থ-আশ্রমে।
বর্ণনা করিব আমি, শুন ক্রমে ক্রমে॥
তবে তো মানিবে তুমি, বচন আমার।
তবে তো হইবে ছেদ, সংশয় তোমার॥
ঈশ্বরের অভিপ্রেত, গৃহস্থ-আশ্রম।
এ কথা না মানে যেবা, তার মহাভ্রম॥

মাতৃগর্ভ হতে শিশু, ভূমিষ্ঠ হইয়া।
স্তনপয়ঃ পান করে, আমোদ করিয়া

দুগ্ধ পানে সুখবোধ, না হলে তাহার।
নাড়িত না কভু কর পদ আপনার॥
স্বর্গ সম সুখ লাভ, জননীর কোলে।
হাসি হাসি মুখ খানি, ধীরে ধীরে দোলে।
গৃহস্থ-আশ্রম ছাড়া, যদি শিশু হয়।
সুখ লাভ দূরে থাক্, জীবন সংশয়॥
ফুটিলে মুখেতে পরে, আধ আধ বোল।
"মা মা" বলি, ধেয়ে লয়, জননীর কোল
এ টা কি? ও টা কি? বলি, মায়েরে সুধায়
শিখিলে নূতন কথা, সুখনীরে নায়॥
আপন মনের ভাব, না বুঝে আপনি।
অমল অন্তর তার, দিবসরজনী॥
যখন যা প্রয়োজন, অনায়াসে পায়।
আত্ম পর সকলেই, স্নেহ করে তায়॥
ঠাকুরের চেয়ে তার, ভাল সেবা হয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়?॥

মাতা সুতানন করে, যখন দর্শন।
তাহার সুখের কথা, না হয় বর্ণন॥

মরণের চেয়ে ক্লেশ, প্রসব-ব্যথার।
কণা মাত্র মনে আর, না থাকে তাহার ॥
শিশুরে ওদন দেয়, ছ মাসের হোলে।
অকৃত্রিম স্নেহ-রসে, সদা যায় গোলে ॥
আত্ম বন্ধু সহ করে, আনন্দ-উৎসব।
"বেঁচে থাক্,, আশীর্ব্বাদ, করে লোক সব ॥
ক্রমে ক্রমে আধ আধ বাণী মুখে সরে।
শুয়াইয়া রাখে তায়, হৃদয়-উপরে ॥
মা,নে,মা,নে,, বোলেশিশু,যদি কোলেআসে।
হৃদয়-কমল মার, অমনি প্রকাশে ॥
নানা যত্নে সুতে করে, লালন পালন।
ক্ষণে ক্ষণে হেরে তার কোমল বদন ॥
উত্তম সামগ্রী পেলে, আপনি না খায়।
শিশুকে আনিয়া দেয়, যেখানে যা পায় ॥
যখন তখন সন্তানের কথা কয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়? ॥

বিদ্যা শিখিবার কাল, হোলে উপস্থিত
জনক করেন তবে, যাহা সুবিহিত ॥

বিদ্যালয়ে নিজ সুতে, করেন প্রেরণ।
বালক ক্রমশঃ করে, বিদ্যা উপার্জ্জন ॥
বিদ্যাভ্যাসে শিশু হয়, সুনিপুণ যত।
জনক জননী শুনে, সুখ পায় তত।
বাদ্য করি দেয়, তনয়ের পরিণয়।
নব বধূমুখ হেরি, প্রফুল্ল হৃদয় ॥
আত্মীয় বান্ধবগণে, করায়ে ভোজন।
মনে করে হোলো আজ্, সফল জীবন।
কন্যার বিবাহ দিয়া, আনিয়া জামাই।
সংসারের সাধ সদা, মেটায় সবাই ॥
মাঝে মাঝে এ প্রকার, কত সুখোদয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়? ॥

প্রতি দিন আবশ্যক, অর্থ আগমন।
অনটন নাহি হয়, অশন বসন ॥
অপরের কাছে থাকে, সমুচিত মান
সুত আত্ম বশীভূত, নম্র গুণবান্ ॥
সুকর্ম্মের তরে গায়, সকলেই যশ।
মধুর বচনে থাকে, সকলেই বশ ॥

কারো সহ এক তিল, বিবাদ না হয়।
পরিবারে সকলেই, সুমিলনে রয়॥
যত সহোদর আর, সহোদরা থাকে।
পরস্পর প্রতি পরস্পর স্নেহ রাখে॥
মাতা পিতা শ্রীচরণে, সুবিমল মতি।
নানা বিদ্যা অধ্যয়নে, অতিশয় রতি॥
যখন তখন হয়, মিত্রালয়ে গতি।
তারে প্রকাশিয়া বলা, মনের ভারতী॥
প্রবাসেতে কখনই, নাহি হয় বাস।
সতত স্বাধীন রয়, 'কারো নয় দাস॥
ঋণ হেতু অনুযোগ, সহিতে না হয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়?॥

অনুপম গুণযুতা, কুলের ললনা।
বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী, পতিপরায়ণা॥
সকলের প্রশংসিতা, অমৃতভাষিণী।
গৃহকর্ম্মে অনুরতা, দিবসযামিনী॥
স্বামির সহিত করে, কথোপকথন।
পরামর্শ কোরে থাকে, যখন তখন।

পরস্পর ভিন্ন ভাব, কিছু মাত্র নাই।
এক কলেবর যেন, আছে দুই ঠাঁই॥
উভয়ের দুঃখে হয়, উভয়েই দুঃখী।
উভয়ের সুখে হয়, উভয়েই সুখী॥
এমন দম্পতী যারা, মহীর ভিতরে।
ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, তাদের উপরে॥
পতি আর পত্নী যদি, এইরূপে রয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়?

নিরুপায়, নিরাশ্রয়, দীনহীন নর।
ভিক্ষার কারণ আসে, গৃহস্থের ঘর॥
"কোথাগো মা, অতিথি দাঁড়ায়ে আছে দ্বারে।
ভিক্ষা দেও, ভিক্ষা দেও,, বলে বারে বারে॥
সুমধুর "মা,, কথাটি, শ্রবণে শ্রবণে।
গৃহিণী লইয়া ভিক্ষা, যায় ততক্ষণে॥
"যৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা এই, দুঃখিনী মাতার।
লয়ে যাও, লয়ে যাও, বাছারে আমার,,॥
এ কথা বলিয়া তারে, করিলে বিদায়।
জানে সে গৃহিণী মাত্র, কি আনন্দ তায়॥

অতিথি সেবায় আহা! কিবা সুখোদয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়? ॥

সারা দিন শ্রম করি, প্রদোষ-সময়।
হলধর কৃষি যায়, আপন আলয় ॥
চলিতে না পারে আর, চরণ অচল।
ধীরে ধীরে চোলে যায়, তনু হীনবল ॥
দূরে হতে নিজ গৃহ, করিলে দর্শন।
বলের উন্নতি হয়, আনন্দিত মন ॥
আহা! না যাইতে ঘরে, ছেলে সব তার।
"বাবা এলো, বাবা এলো" বলে কত বার ॥
ঊর্দ্ধ শ্বাসে, পিতৃ পাশে, সকলেই ছুটে।
কেউ কাঁদে, কেউ কোলে, কেউ বুকে উঠে ॥
গৃহিণী তাহারে দিয়া, বসিতে আসন।
আপনি করিয়া দেয়, পদ প্রক্ষালন ॥
ছেলেদের মিষ্ট বাণী, করিয়া শ্রবণ।
বিলোকন করি আর, জায়ার বদন ॥
ক্ষণ মাত্রে তার সব, শ্রান্তি দূর হয়।
রবির তাপের ক্লেশ, মনে নাহি রয় ॥

৩

স্বর্গ সম বোধ করে, তৃণের আলয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়? ॥

কলেবরে নাহি থাকে, কোনরূপ রোগ।
ঘরে বোসে কত মত, বিভব সম্ভোগ ॥
কখন বা গাড়ী চড়ি, উদ্যানে গমন।
বাজি গজে যখন তখন আরোহণ ॥
কখন বান্ধবসহ, প্রেম-আলাপন।
কৌতুকজনক কথা, কভু উত্থাপন ॥
সঙ্গীত-বিদ্যার কভু, রস আস্বাদন।
আমোদ করিয়া কভু, একত্রে ভোজন ॥
সুখপ্রদ, জ্ঞানপ্রদ, গ্রন্থ অধ্যয়ন।
দীনহীন মানবের, সন্তাপ হরণ ॥
বসনবিহীন জনে, বসন অর্পণ।
দুঃখি পরিবারে করা, ভরণপোষণ ॥
মহামূল্য সুমধুর, সামগ্রী ভক্ষণ।
নিয়োজিত দাস সব, সেবার কারণ ॥
নাটকের অভিনয়, করা দরশন।
সমাজে সুখ্যাতি লাভ, মনের মতন ॥

রচনায় তুষ্ট করা, মানবনিচয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়?॥

বর্ষে বর্ষে হর্ষে করা, বিষয় বর্দ্ধন।
দীর্ঘজীবী সুত সুতা, পরিজনগণ॥
মনোহর শোভাকর, বাটী অধিকার।
ভুগিতে না হয় কভু, রাজকারাগার॥
বাণিজ্য-ব্যাপারে রত, এ প্রকার মন।
অনায়াসে যেন হয়, অর্থ উপার্জ্জন॥
কেহ চাল্য বিনিময়ে, লাভ করে ধন।
কেহ বা লবণ দেয়, লইয়া বসন॥
কেহ কাষ্ঠ দিয়া লয়, যাহা প্রয়োজন।
এইরূপ পরস্পর অভিষ্ট সাধন॥
পীড়িত হইলে পরে, আত্মজন যত।
প্রাণপণে পরিশ্রমে, সেবা করে কত॥
বিধিমতে করে নানা ঔষধ প্রয়োগ।
তাতে উপশম হয়, রোগির সে রোগ॥
সকলে বিনাশ করে, অভাব সবার।
অপার আমোদ লাভ, পেলে সহকার॥

দুঃখ সব বিস্মরণ, সুখের সময়!
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়? ॥

যখন প্রবাসি নর, বহুদিন পরে।
অবকাশ পেলে ত্বরা আসে নিজ ঘরে ॥
জননী তনয়মুখ, করি বিলোকন।
বলে “এসো এসো বাপ, মায়ের জীবন”
জনক আসিয়া তারে, দেয় আলিঙ্গন।
তনয় অমনি করে, চরণ চন্দন ॥
সুত সুতা “বাবা” বলি, ধরে তার গলে।
হর্ষ হেতু পরস্পর, ভাসে নেত্রজলে ॥
এইরূপ যথা দুঃখ, তথা সুখ রয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়? ॥

ধর্ম্মপথে অবিরত, করা বিচরণ।
প্রতিক্ষণ ঈশ্বরের, নিয়ম পালন ॥
ঈশ্বরের গুণ গান, করা নিরন্তর।
সর্ব্ব কর্ম্মে ঈশ্বরের, উপরে নির্ভর ॥
যখন যে অবস্থায়, রাখেন ঈশ্বর।
তাতেই সন্তুষ্ট থাকা, পৃথিবীভিতর ॥

ঈশ্বরের প্রতি রাখা, আন্তরিক ভক্তি।
তাঁর আরাধনা করা, যার যথা শক্তি॥
এরূপে করিলে পরে, জীবন যাপন।
কত সুখ লাভ করে, মানবের মন॥
ঈশ্বরে করিলে ভক্তি, সর্ব্বত্রেই জয়।
গৃহস্থ-আশ্রমে সুখ, এ সব কি নয়?॥

চিররোগী হোলে তবু, মরিতে কে চায়?।
অতএব সুখ আছে, সন্দেহ কি তায়?॥
ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ, গৃহস্থ-আশ্রমে।
একেবারে সুখ নাই, কেন বল ভ্রমে?॥
না খেলিলে গৃহস্থ-আশ্রমে সুখঢেউ।
গৃহস্থ-আশ্রমে তবে, থাকিত কি কেউ?॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বটে, সুখে থাকে সব।
অসুখী না হয় যেন, ধরার মানব॥
নরের সুখের তরে, কত তাঁর সৃষ্টি।
জীবের শিবের প্রতি, সদা তাঁর দৃষ্টি॥
তবে যে অসুখী হয়, মানবনিচয়।
সে কেবল তাহাদের, স্ব দোষ নিশ্চয়॥

অসার ধরার সুখ, নিতান্ত অসার।
এ কথা অবশ্য আমি, করি রে স্বীকার ॥
তা বলিয়া সংসার করিয়া পরিহার।
বনে কি বসতি করা, উচিত তোমার ? ॥
পরিহরি সমুদয় অলীক ভাবনা।
সংসারে থাকিয়া কর, ঈশ্বরারাধনা ॥
তা হইলে সত্য সুখ, পাবে পরকালে।
পরাজয় করিতে, পারিবে ভীম কালে ॥

এত শুনি নবীন হলেন হৃষ্টমতি।
পিতামহসহ গৃহে, করিলেন গতি

রূপকে রজনীবর্ণনচ্ছলে বঙ্গভাষার সমালোচন এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন।

অস্তধরাধরে রবি, করিয়া গমন।
দীপ্তিময় নিজ ছবি, করিল গোপন ॥

সারা দিন শ্রম করি, কৃষকনিচয়।
আশুগতি ফিরে আসে, যার যে আলয়॥
আহা কিবা মন্দ মন্দ সমীর-হিল্লোলে।
সলিলে শৈবালরাশি, হাসি হাসি দোলে॥
দ্বিজ সব নিজ নিজ নীড়ে উড়ে যায়।
কুমুদিনী বদনের ঘোমটা খসায়॥
সরোজিনী বিষাদিনী, ভানু অদর্শনে।
অভিমানে মুখ ঢেকে, বসে মানাসনে॥
দেখিতে দেখিতে গত, প্রদোষসময়।
ক্রমে ক্রমে সমুদয়, হয় তমোময়॥
স্বভাবের বিনিময়, একেবারে হয়।
পূর্ব্বকার ভাব আর, কিছুই না রয়॥
ধরাধামে রজনীর, হয় আবির্ভাব।
দরশনে মম মনে, নয় ভাবাভাব॥
সমাদরে নিশিকে, করিয়া সম্বোধন।
মনোগত ভাব যত, করি প্রকটন॥
এসো এসো বিভাবরি! মানসমোহিনী।
কিবা শিবকরী তুমি, বিশ্রামদায়িনী॥
বার বার কত বার, হেরেছি তোমায়।
এমন তো কখনই, হয় নাই তায়॥

এখন যেমন ভাব, সমুদিত মনে।
সেরূপ বর্ণনা তব, করিব যতনে॥
তোমায় হেরিয়া কবি, করিয়া কল্পনা।
দেশে দেশে কত মত, করেন রচনা॥
তুমিই প্রকাশ করি, শোভা আপনার।
কত ভাবে পূর্ণ কর, মানস-ভাণ্ডার॥
তমোময়ী হও তাই, তমস্বিনী নাম।
স্থির কে করিতে পারে, কোথা তব ধাম?
কোথা হোতে এসো তুমি, পুনঃ কোথা যা
ভানুভয়ে ভীতা হোয়ে, কেবল পলাও॥
সহচরী প্রধানা, তোমার দুটী আছে।
আগু পিছে থাকে তারা, তব কাছে কাছে
তাহাদের অভিধান, প্রভাত প্রদোষ।
তব সঙ্গে থেকে জন্মে, তাদের সন্তোষ॥
তাহাদের সঙ্গে তব, অটল প্রণয়।
যে দেশে যখন যাও, তারা সঙ্গে রয়॥
সঙ্গে সঙ্গে থেকে তারা, সাধে হিত তব।
তাদের গুণের কথা, কত আর কব॥
তারা মানবের করে, কত মত শিব।
প্রফুল্ল তাদের তরে, সমুদয় জীব॥

তব শোভা মনোলোভা, তুমি সুরূপসী।
পতিব্রতা সতী তুমি, শশির প্রেয়সী॥
কোমল স্বভাব তব, কোমলাঙ্গী হও।
তপনের তাপ তাই, কখন না সও॥
তপনকে ভাব তুমি, তপনতনয়।
তব মনে জাগে সদা, তপনের ভয়॥
ভানু অস্তগত কি না, জানিবার তরে।
প্রদোষে পাঠাও আগে, ধরার ভিতরে॥
প্রদোষের মুখে শুনে, ভানুর গমন।
তার পরে ধীরে ধীরে, কর আগমন॥
অস্তাচলে দিনমণি, গেলে একেবার।
অস্তাচল হোতে ফিরে, নাহি আসে আর॥
এমনি তোমার হয়, ভয়ের উদয়।
নিশ্চয় জানিয়া তবু, ঘুচে না সংশয়॥
কি জানি ফিরিয়া আসে, সেই ভয় করি।
ক্ষণেক বিলম্ব করি, এসো বিভাবরি!॥
কখন্ অরুণ পূর্ব্বে, আসিবে আবার।
প্রভাতে পশ্চাতে রাখ, দিতে সমাচার॥
যখন উদয়াচলে, অরুণ প্রকাশে।
আরক্ত প্রতিভা তার, প্রকাশে আকাশে॥

সে আরক্ত আভা হেরি, প্রভাত অমনি।
তোমাকে জানায়. আসিতেছে দিনমণি ॥
সমাচার পেয়ে তুমি, কর পলায়ন।
তব পিছু পিছু ধায়, প্রভাত তখন ॥
ক্রমে রবি নিজ ছবি, প্রকটন করে।
সরাগরা ধরাকেই, পূর্ণ করে করে ॥
তখন তোমার আর, না পাই উদ্দেশ।
তোমার নিগূঢ় ভাব, কে জানে বিশেষ?॥
দিনমণি পূর্ব্বদিকে, দিলে দরশন।
পশ্চিমেতে গিয়া তুমি, হও অদর্শন ॥
আবার পশ্চিমে রবি, হোলে অন্তর্ধান।
কোথা হতে পূর্ব্বদিকে, তব অধিষ্ঠান ॥
তোমার দেখিতে কভু, না পায় তপন।
তুমিও দেখ নি কভু, তপনলপন ॥
এইরূপে বিভাবরি! রবি তব সঙ্গে।
নিয়ত কৌতুক করে, কত মত রঙ্গে ॥
তোমাকে ধরিতে তার, সদা আকিঞ্চন।
আশার কুসার কিন্তু, না হয় কখন ॥
না আসিতে দিবাকর, আগে তুমি সর।
তবে দিবাকরে কেন, এত ভয় কর ॥

দেখ দেখ যে সময়, তব অধিকার।
তব কাছে আসিবার, সাধ্য নাই তার ॥
রবির রমণী দিবা, রবিসঙ্গে আছে।
রবি তাই আসিতে, না পারে তব কাছে ॥
স্বভাব-নিয়ম হেতু, কোন ভয় নেই।
চিরকাল চেষ্টা করে, কি করেছে সেই ? ॥
তব পতি, নিশাপতি, তোমার ভূষণ।
তুমি তার হইয়াছ, মনের মতন ॥
পরস্পর উভয়ের, প্রণয় যেমন।
অবিদিত নাই তার, ভাবক যে জন ॥
দেখিতে না পায় শশী, তোমায় যখন।
ভাবনায় হয় তার, মলিন বদন ॥
একেবারে শোভাহীন, জ্যোতিঃ নাই তায়।
দেখিলেই বোধ হয়, যেন মৃতপ্রায় ॥
যতক্ষণ তুমিও, না দেখ শশীমুখ।
ভেবে অঙ্গ কালী কর, পাও কত দুঃখ ॥
মনোহর শোভা তব, নাহি থাকে আর।
প্রফুল্ল না থাকে আর, বদন তোমার ॥
থাকিতে না পাও সদা, স্বামী-সহবাসে।
পূর্ণরূপে পাও তারে, একবার মাসে ॥

এখন তোমায় হেরি, কত খেদ হয়।
ভাবিতেছি কত ক্ষণে, হবে চন্দ্রোদয় ॥
প্রায়* চারি দণ্ড গত, হইয়াছে আসা।
কিঞ্চিৎ ধীরতা ধর, পূর্ণ হবে আশা ॥
একবার চেয়ে দেখ, পূর্ব্বদিক্ পানে।
তব সুধাকর বুঝি, আসিছে বিমানে ॥
দেখিতে দেখিতে আহা! এমন সময়।
পূর্ব্বদিক্ আলোময়, শশির উদয় ॥
দেখ না আইল শশী, কিবা শোভা করি
স্বামিসঙ্গে, মনোরঙ্গে, থাক বিভাবরি! ॥
ভুবনমোহন বেশ, ধরিয়াছে শশী।
সুধা দান করিতেছে, নভোদেশে বসি ॥
ঘুচিল সন্তাপ তব, ঘুচিল সন্তাপ।
এখন স্বামির সহ, কর বাক্যালাপ ॥
জীবের শিবের তরে, তব আবির্ভাব।
কিবা রমণীয় বেশ, ধরেছে স্বভাব ॥
শুক্ল বাস পরিলে, পাইয়া সুধাকরে।
সুধাকর করে করে, মন মুগ্ধ করে ॥

---

* কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া।

সুধাকরে সুধা ক্ষরে, অনুমান হয়।
সুশীতল হইতেছে, ধরা সমুদয়॥
চকোর চকোরী সব, উড়িয়া বেড়ায়।
সুধার আশায় সুধু, শশিপানে চায়॥
শশী বেড়ি তারাবলী, কিবা শোভা পায়।
মণিহার শশী যেন, পরেছে গলায়॥
আহারের অন্বেষণে, হয়ে সযতন।
যথা তথা ভ্রমিতেছে, নিশাচরগণ॥
ফুটেছে বিবিধ ফুল, ছুটেছে সুবাস।
করিয়াছে উপবনে, কি শোভা প্রকাশ!॥
বনপ্রিয় ক্ষণে ক্ষণে, ডাকে প্রিয় স্বরে।
সুধা বরিষণ করে, শ্রবণ-বিবরে॥
শাখির শাখায় বসি, পাখী সব গায়।
একেবারে মধুস্বরে, মানস ভুলায়॥
সুশীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ বয়।
সেবনে জুড়ায় দেহ, কত সুখোদয়॥
সরোবরে কুমুদিনী, মুখ তুলে বসে।
ঢল ঢল হইতেছে, সুবাসিত রসে॥
চক্রবাক্ চক্রবাকী, উভয়েই জ্বলে।
প্রকাশে দুঃখের কথা, কলরব-ছলে॥

সকলি নীরব আহা! সকলি নীরব।
শব প্রায় হইয়াছে, ঘুমে জীব সব॥
তোমাকে পাইয়া নিশি! ঘুমায় সবাই।
আমার নয়নে আর, কিছু নিদ্রা নাই॥
কেবল তোমার ভাবে, বিমোহিত হই।
তোমাকে ভাবনা কোরে, কত কথা কই
ঈশ্বরের পরিচয়, করিতে প্রদান।
মেদিনীমণ্ডলে হয়, তব অধিষ্ঠান॥
তোমাকে যে হেরে আহা! জ্ঞানের নয়নে
ঈশ্বরের দরশন, পায় সেই মনে॥
এইরূপে নিশিকে, করিতে সম্বোধন।
স্ব দেশের দশা মনে, হইল স্মরণ॥
নিশা হেরি হোয়েছিল, যে ভাব উদয়।
অমনি সে সব ভাব, পাইল বিলয়॥
বাঙালির জন্মভূমি, এই বঙ্গদেশ।
বঙ্গের মঙ্গলে হয়, মঙ্গল বিশেষ॥
কেমনে দেশের শুভ, হবে সম্পাদন।
কেমনে হইবে সুখী, বঙ্গবাসিগণ॥
এরূপ চিন্তায় মগ্ন, ছিলাম যখন।
এমন সময় হয়, নিদ্রা আকর্ষণ॥

ঘুমাইয়া দেখিলাম, অদ্ভুত স্বপন।
স্বপনেতে হেরিলাম, নারী এক জন ॥
অপরূপ ভাব তাঁর, করি দরশন।
কত কথা মনে আসি, করি আন্দোলন ॥
একবার হাসিছেন, প্রফুল্ল বদনে।
একবার কাঁদিছেন, সজল নয়নে ॥
তাঁহার এ ভাব হেরি, সুধাই তখন।
কে তুমি ? কোথায় থাক ? কেন আগমন?॥
একবার হইতেছ, প্রফুল্লবদনী।
পুনর্ব্বার কেন হও, সজলনয়নী ? ॥
ক্ষণে ক্ষণে ধরিতেছ, বিপরীত ভাব।
বুঝিতে না পারি তব, কেমন স্বভাব ॥
তুমি মম মাতা হও, লাজ পরিহর।
তোমার মনের কথা, প্রকটন কর ॥
সবিশেষ বিবরণ, শুনিব তোমার।
তোমাকে সামান্যা জ্ঞান হয় না আমার ॥
সত্য করি বলো মা গো, কে তুমি ললনা।
মায়া করি আর তুমি কোরো না ছলনা ॥
এত শুনি দয়াময়ী, করুণা করিয়া।
বলেন স্ব বিবরণ, সব প্রকাশিয়া ॥

শুন ওরে বাছাধন, সমুদয় বিবরণ,
একে একে করিব প্রকাশ।
বঙ্গভাষা মম নাম, বঙ্গদেশে মম ধাম,
বাঙালির সহ সহবাস ॥
কথা আমি কব যত, হবে তুমি অবগত,
উপস্থিত অবস্থা আমার।
কেন হাসি একবার, কেন কাঁদি পুনর্ব্বার,
অগোচর রবে না তোমার ॥
সমুদয় বঙ্গদেশে, ভ্রমি আমি ভাষা-বেশে,
বঙ্গদেশ মম অধিকার।
আমি রে সামান্যা নই, বাঙালির মাতা হই,
কে না লয় মম সহকার ?॥
বালক বালিকাচয়, মম অনুগত হয়,
আমার নিকটে শিক্ষা পায়।
তাহাদিগে করি কোলে, তাহাদের মিষ্ট বোলে
অবিরত হৃদয় জুড়ায় ॥
যুবক যুবতী যারা, দিবানিশি বাধ্য তারা,
লইতে রে আমার আশ্রয়।
প্রবীণেরা প্রতিক্ষণে, অতি পুলকিত মনে,
কেবল আমার কথা কয় ॥

কি দীন কি ধনবান্, কি মূঢ় কি বিদ্যাবান্,
কি অজ্ঞান কি সজ্ঞানগণ।
কি বালক কি বালিকা, কি পালক কি পালিকা,
রাজা প্রজা কুজন সুজন॥
সবে মম কথা বলে, সবে মম পথে চলে,
সদা মম অধীন সবাই।
যখন যে যাহা করে, আমার আশ্রয় ধরে,
আমি বই অন্য গতি নাই॥
তথাপি পারস্য-ভাষা, বঙ্গদেশে কোরে বাসা,
হায় হায় ছিল বহুকাল।
ধন-লোভ দেখাইয়া, মম সুতে ভুলাইয়া,
ঘটাইল কতই জঞ্জাল॥
সপত্নীর ভীম দ্বেষে, আমি দুঃখিনীর বেশে,
জ্বালা সহিয়াছি অনিবার।
পোড়ামুখী সর্ব্বনাশী, আমার গৌরব নাশি,
করিয়াছে প্রবল প্রহার॥
যাতনা পেয়েছি যত, একাননে কব কত,
আজো তার দাগ আছে গায়।
সে দাগ যাবার নয়, মনে হোলে ভয় হয়,
কহিতে হৃদয় ফেটে যায়॥

স্বভাবে সরলা হই, কলহকারিণী নই,
খলার অনিষ্ট তাই সই।
পদে পদে অপমান, আমার কঠিন প্রাণ,
বাঁচিয়া এখনো তাই রই।
সাগর হইয়া পার, করি কত অহঙ্কার'
ইংরাজী আসিয়া বঙ্গদেশে।
পারস্যকে করে দূর, পারস্যের দর্প চূর,
হইয়াছে তাহার বিদ্বেষে॥
পারস্যের অদর্শনে, ভাবিলাম মনে মনে,
দূর হোলো বালাই আমার।
আমি বলহীনা বোলে, ইংরাজী না গেল চোলে
সেও কত জ্বলালে আবার॥
আমার তনয় যত, ইংরাজীর অনুগত,
ইংরাজীর চেলে সবে চলে।
রাখিতে আমার মান, কেহ নয় যত্নবান্,
ইংরাজীর অমতে না বলে॥
করিয়া ধনের আশা, ইংরাজীকে দেয় বাসা,
নিজ নিজ বদন-সদনে।
লোক-নিন্দা পরিহরে, ইংরাজীর পূজা করে
ইংরাজীকে ধন্যা বলি গণে॥

বঙ্গের ভিতরে যেবা, না করে ইংরাজী সেবা,
সমাজে না থাকে তাঁর মান।
ইংরাজীকে ভজিবারে, পিতা মাতা বারে বারে,
সুতে করে উপদেশ দান॥
আমাকে পূজিলে পরে, অর্থ ত না আসে ঘরে,
ওরে বাছা প্রচুর প্রমাণ।
তাই বঙ্গবাসি নর, স্বভাবতঃ নিরন্তর,
আমাকেই করে হেয়জ্ঞান॥
সতীনের প্রাদুর্ভাবে, ছিলাম বিমর্ষ ভাবে,
হইয়াছিলাম শোভাহারা।
ক্রমে হয়ে অঙ্গহীনা, হইতেছিলাম ক্ষীণা,
মনোদুঃখে একেবারে সারা॥
হায় হায় একি দায়, সতীনের তাড়নায়,
মৃতপ্রায় ছিলাম সদাই।
কেবল অশুদ্ধি রোগ, দিবানিশি করি ভোগ,
সে রোগে ত রক্ষা ছিল নাই॥
রোগে হয়ে শীর্ণ-কায়, হইলাম নিরুপায়,
বিবর্ণ হইল মম বর্ণ।
আমার তনয় যারা, আমার ত নয় তারা,
মম বাক্যে নাহি দেয় কর্ণ॥

দূর্দ্দশার সীমা নাই, ক্রমে হই যাই যাই,
ভেবে কিছু উপায় না পাই।
এইরূপে অবিরত, বসন ভূষণ যত,
ক্রমাগত সকল হারাই ॥
নানাবিধ গুণযুত, জন্মে মম কত সুত,
এমন সময়ে বঙ্গদেশে।
হেরে মম ম্লান মুখ, পেয়ে তারা মনোদুঃখ,
আমার সন্তাপ নাশে শেষে ॥
সন্তানেরা যথাশক্তি, প্রকাশিয়া মাতৃ-ভক্তি,
সুপদ্ধতি ঔষধ আনিয়া।
সপত্নীকে দিয়া ব্রীড়া, নাশিয়াছে মম পীড়া
অতিশয় যতন করিয়া ॥
সুসন্তান প্রত্যহ, সুপথ্য করে দান।
দুর্ব্বলতা হইতেছে, ক্রমে অবসান ॥
রোগে মুক্ত হয়ে বল, কে পায় সহসা ?।
ক্রমশঃ প্রবলা হব, হতেছে ভরসা ॥
এবারে প্রবলা আমি, হইব এমন।
কখনই হই নাই, প্রবলা তেমন ॥
ধন্যা বলি গণ্যা হব, ধরার ভিতরে।
গাইবে আমার যশ, সমুদয় নরে ॥

স্বদেশে বিদেশে মম বাড়িবে সম্মান।
সপত্নীর অনুগত, রবে না সন্তান॥
করিবে না মম বাক্যে, কেহ হেয়জ্ঞান।
মান্যা কেহ নাহি হবে, আমার সমান॥
আমার নিকটে সবে, লবে উপদেশ।
মম প্রতি কারো আর, রবে না বিদ্বেষ॥
সতীন সুতেরা লবে, আমার শরণ।
মম সহকারে সব, হবে সম্পাদন॥
ধন্যা মান্যা গণ্যা আমি, হব রাজদ্বারে।
রাজকর্ম্মচারিগণ, পূজিবে আমারে॥
ধনের কারণ কেউ, ধনের কারণ।
মম সপত্নীর বশ, হবে না কখন॥
আমিই করিব নিজে, ধন বিতরণ।
রাজা মম করতলে, আসিবে তখন॥
আমার নিকটে রাজা, পাবে উপকার।
আমার উপরে দিবে, কত কর্ম্ম ভার॥
থাকিবে আমার প্রতি, সবার যতন।
এরূপ প্রত্যাশা বাছা, হোতেছে এখন॥
আমার দুর্দ্দাশা ঘুচে, আসিছে এবার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

মম প্রিয়সুত হয়, বঙ্গদেশে যারা।
আমার নয়নতারা, হইয়াছে তারা॥
মম মান বাড়াতেছে, তারা ক্রমাগত।
আমার সেবায় রত, আছে অবিরত॥
মা বলিয়া কোলে এসে, করে আবদার।
আমায় জেনেছে তারা, একেবারে সার
পেয়েছি তনয় কত, মনের মতন।
মান্যবর গুণধর, সুধীর সুজন॥
আমাকে সাজাতে তারা, করে কত শ্রম
দূরীভূত করিতেছে, অনেকের ভ্রম॥
অহরহ হরিতেছে আমার সন্তাপ।
ঘুচিয়া আসিছে ক্রমে, আমার বিলাপ
আর না ভুগিতে হবে, পূর্ব্বমত রোগ।
সুখেতে করিব আমি, বঙ্গরাজ্য ভোগ
সতীনের জ্বালা বাছা, নাহি সব আর।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

বিদ্যার সাগর যেই, গুণের সাগর
সুতের মতন সুত, ধীর মান্যবর॥

স্থপণ্ডিত বলি তারে, অনেকেই মানে।
তাহার গুণের কথা, বহুলোকে জানে॥
বাড়ায় আমার মান, রচনার গুণে।
পুলকে পূরিত হয়, লোক সব শুনে॥
অক্ষয়ের যশোরাশি, নিতান্ত অক্ষয়।
প্রাণাধিক স্থত সেই, ভুলিবার নয়॥
প্রাণপণে মম হিত, কোরেছে সাধন।
আমায় দিয়াছে কত, স্থচারু ভূষণ॥
স্বপ্ন দেখে বাড়ায়েছে, আমার যে শোভা।
হয়নি সে শোভা, বলো, কার্ মনোলোভা?।
বিদেশের নিকটেও পাইয়াছি মান।
দেখিতে তো পাও তার প্রচুর প্রমাণ॥
স্থপবিত্র হইয়াছে, মম বর্ণহার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

স্থানে স্থানে দেখা যায়, গ্রন্থকার কত।
সকলেই হইয়াছে, মম পদানত॥
উজ্জ্বল আমার মুখ, হইবে কেমনে।
সেভাবনা নিয়ত, ভাবিছে মনে মনে॥

স্থানে স্থানে কত সভা, স্থাপিতা হোয়েছে।
মম শ্রীবৃদ্ধির ভার, অনেকে লোয়েছে॥
বিদ্যোৎসাহিনী সভা, শুভপ্রদায়িনী।
সে যে সদা হইয়াছে, মহোপকারিণী॥
আমার শ্রীবৃদ্ধি তরে, কত যত্ন তার।
আমায় দিতেছে সদা, কত অলঙ্কার॥
আমার সন্তাপ সব, করিতে সংহার।
অকাতরে ধনব্যয়, করিছে স্বীকার॥
সপত্নীর অত্যাচার, করিতে বারণ।
কত সদুপায় করে, যখন তখন॥
তাহাতে কেবল জন্মে, আনন্দ অপার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

ওরে বাছা স্থানে স্থানে, কত সভাপতি।
দিতেছে আমার পদে, একেবারে মতি॥
নিদ্রাহার পরিহার, করি অনিবার।
কত আয়োজন করে, মম অর্চ্চনার॥
ভাব ভরে বর্ণহার, গেঁথে গ্রন্থকার।
বার বার আমায়, দিতেছে উপহার॥

প্রকাশ করিয়া কেহ, অপার আগ্রহ।
মানসিক শ্রমে করে, পুরাণ সংগ্রহ॥
তাহাতে বাড়িছে স্থধু, আমার গৌরব।
তাহাতে বাড়িছে স্থধু, আমার বিভব॥
ক্রমশঃ হোতেছে দূর, আমার অভাব।
ক্রমশঃ উন্নত হয়, আমার প্রভাব॥
ক্রমাগত দিন যত, হইতেছে গত।
কুপুত্রেরা কুব্যাভার, পরিহরে তত॥
দিন দিন ঘুচিতেছে, দ্বেষ সবাকার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

গ্রামে গ্রামে দেখা যায়, আমার মন্দির।
বালকেরা যায় তথা, মন করি স্থির॥
আমাকে পূজিতে সদা, তাদের বাসনা।
কায়মনোবাক্যে করে, মম উপাসনা॥
চিত্ত-চন্দনেতে মাখি, গ্রন্থফুলচয়।
পরিশ্রম-গঙ্গাজল, তার সহ লয়॥
যতন-তুলসী আরো, করি আহরণ।
স্মরণশক্তির মন্ত্রে, করে আরাধন॥

আমাকে আরাধ্যা বলি, মানিতেছে
অবিরাম তুষ্ট হই, তাহাদের স্তবে ॥
বড় হোলে হবে তারা, মম প্রিয় ভ
বাড়াবে আমার মান, হোয়ে অনুর
নিয়ত আমার চিন্তা, তাদের কল্যা
সকলেই হবে পরে, মম সুসন্তান ॥
সতীনের অনুগত, তারা ত হবে না
সতীনের হোয়ে কথা, কখন কবে ন
ক্রমেই হোতেছি আমি, ভাবনার প
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার

নগরে নগরে দেখ, সম্পাদকগণ।
নানা যত্নে করে মম, উন্নতি সাধন ॥
এখন সকলে লয়ে, মম সহকার।
কত মত সমাচার, করিছে প্রচার ॥
প্রতিদিন করিতেছে, উপদেশ দান।
মলিনতা নাশে, দিয়া লেখনী-কৃপাণ
মম ভক্ত হোতে সবে, যুক্তি দান ক
কত প্রীতি রাখে তারা, আমার উপ

হরণ করিয়া তারা, সপত্নীভূষণ।
আমার শরীরে করে, নিয়ত অর্পণ॥
বাড়িছে আমার রূপ, চন্দ্রকলা ন্যায়।
অবহেলা কেহ আর, করে না আমায়॥
ক্রমশঃ পেতেছি আমি, কলেবরে বল।
এত দিনে আশা মম, হোতেছে সফল॥
এখন না ধরি আমি, আর শবাকার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

কি কব অন্যের কথা, কত কুলবতী।
নিয়ত আমাকে তারা, ভালবাসে অতি॥
জ্ঞান-নেত্রে মম রূপ, করি দরশন।
আমাকে পূজিতে যত্ন, করে অনুক্ষণ॥
গৃহকর্ম্ম পরিহরি, কোন কুলবালা।
আমাকে রে ভেট দেয়, কবিতার মালা॥
অনেক প্রমাণ তার, আছে প্রভাকরে।
এমন কে আছে বল, অস্বীকার করে?॥
বালিকারা প্রকাশিছে, আমার মহিমা।
এতে কি রে থাকে আর, আনন্দের সীমা?॥

অজ্ঞতা-প্রভাবে যেবা, করে অনাদর।
নারীরাও নিন্দা তার, করে নিরন্তর॥
কি ভয় কি ভয় আর, কি ভয় কি ভয়।
ক্রমে ক্রমে ঘুচে এলো, মম দুঃসময়॥
এখন করিব সুখে, এ দেশে বিহার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

প্রভাকরযন্ত্র রূপ, উদয়-ভূধরে!
প্রভাকরোদয় হোয়ে, কত প্রভা ধরে॥
আমার সুখের দিন, করে সুপ্রকাশ।
আমার দুঃখের তম, নিত্য করে নাশ॥
দিন দিন মম প্রভা, করে উদ্দীপন।
দেখ দীপ্তিময়ী আমি, হতেছি কেমন॥
সোমপ্রকাশের গুণ, কব আর কত।
এখন সে হইয়াছে, মম মনোমত॥
প্রকাশিত হোয়ে"সোম" প্রতি সোমবারে
অনুপম প্রভা সেই, দিতেছে আমারে॥
পূর্ণচন্দ্রোদয় আদি, চন্দ্রিকা ভাস্কর।
তারাও আমার পক্ষে, কত হিতকর॥

যথা সাধ্য করে সবে, শুভ সম্পাদন।
ক্রমাগত করে মম, মালিন্য হরণ ॥
সবাই সুসার করে, আমার আশার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার ॥

বঙ্গদেশে আসিয়াছে, মিসনরিচয়।
তারাও আমার প্রতি, রুষ্ট কভু নয় ॥
যদিও তাহারা হয়, সপত্নীতনয়।
বিমাতা বলিয়া তবু, দ্বেষী নাহি হয় ॥
তারা মম অনুরক্ত, ভক্ত হোয়ে রয়।
করিলে আমার নিন্দা, অনেকে না সয় ॥
বিশেষতঃ রেবারেণ্ড্, লঙ্ গুণালয়।
কিশে মম জয় হবে, এই কথা কয় ॥
তাহারা আমার সুতে; কত কি শিখায়।
সাধিয়া আমার হিত, সুখনীরে নায় ॥
রাজপুরুষেরা মম, প্রতি সানুকুল।
মম হিত সম্পাদনে, তারাও ব্যাকুল ॥
আমার উন্নতি তারা, করিতে সাধন।
গ্রামে গ্রামে করে মম, মন্দির স্থাপন ॥

ব্যয়কল্পে কাতরতা, করে না প্রচার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

কোন্ কালে কি ঘটেছে, তার বিবরণ।
এখন আনন্দে আমি করি রে বর্ণন॥
কথায় কথায় কই, ভূগোলের কথা।
বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা, বলি যথা তথা॥
প্রাণিদের বিবরণ, করি প্রকটন।
গণিতশাস্ত্রের মর্ম্ম, জেনেছি এখন॥
সুনিপুণা হইয়াছি, পদার্থ-বিদ্যায়।
গল্পচ্ছলে উপদেশ, দি রে পায় পায়॥
সকলে জানাই আমি, কাব্য কত মত।
বিদেশের রীতি নীতি, করি অবগত॥
সংস্কৃত জননী মম, আমি তাঁর কন্যা।
তাঁহার প্রসাদে ক্রমে, হইতেছি ধন্যা॥
যখন যা প্রয়োজন, তাঁর কাছে পাই।
মম শুভকরী আর, তাঁর সমা নাই॥
বিপদ ঘটিয়াছিল, আমার যখন।
তাঁর তরে বেঁচে মাত্র, ছিলাম তখন॥

দেখিতেছি শত শত, যুবক রচক।
সকলে হোতেছে মম, সন্তোষদায়ক॥
কত লোকে করিতেছে, উৎসাহ প্রদান।
গুণের সন্তান তারা, গুণের সন্তান॥
দিন দিন মম শোভা, বাড়ে অনিবার।
প্রফুল্ল বদন তাই, হোতেছে আমার॥

কতিপয় প্রিয় সুত, হোয়েছে নিধন।
এক একবার কাঁদি, তাদের কারণ॥
রাজা রায় মহোদয়, বহুগুণাধার।
তার কথা মনে হোলে, ঝরে নেত্রবার॥
কবিবর গুণধর, প্রভাকরকর।
যার যত্নে মম শোভা, বেড়েছে বিস্তর॥
ভাবসূত্রে যে গাঁথিত, কবিতার হার।
নিদারুণ হরি তারে, করেছে সংহার॥
এখন কোথায় আর, সে গৌরীশঙ্কর ?।
যে আমার অনুগত, ছিল নিরন্তর॥
কাদম্বরী-রচয়িতা, কোথায় এখন ?।
উজ্জ্বল করেছে যেবা, আমার বদন॥

অক্ষয়ের পীড়া সে তো, অক্ষয়ের নয়।
আমার সে পীড়া যেন, হেন জ্ঞান হয় ॥
এখন কোথায় গেছে, ভবানী আমার ?।
তার গুণ মনে হোলে, বাঁচি কই আর ॥
সুলেখক ছিল কত, সুত প্রিয়তম।
অল্পকালে লইয়াছে, তাহাদিগে যম ॥
যাহাতে আমার প্রভা, হবে উদ্দীপন।
এমন বিষয়ে আছে, যাদের যতন ॥
উৎসাহ প্রদান করি, বাড়াতে আমায়।
সমাজে সুখ্যাতিরাশি, সদা যারা পায় ॥
হায়! হায়! কতিপয় এমন নন্দন।
কালবশে পরলোকে, করেছে গমন ॥
তাহাতে মায়ের প্রাণ, হয় রে কেমন।
জানিয়া কি জান না রে, ওরে বাছাধন! ॥
এই সব দুঃখ মনে, জাগে রে আমার।
মনোদুঃখে কাঁদি তাই, এক একবার ॥
এক দিকে সুখ বাছা, আর দিকে দুঃখ।
প্রফুল্ল, বিষণ্ণ, তাই, হয় মম মুখ ॥
এক চোকে কাঁদি আমি, অন্য চোকে হাসি।
অন্য সুতমুখ হেরে, নাশি দুঃখরাশি ॥

বর্ত্তমান গুণবান্, সন্তাননিকর।
দেখিয়া হোতেছে বটে, প্রফুল্ল অন্তর ॥
পাছে পূর্ব্বদশা বাছা, ঘটে পুনর্ব্বার।
সেই ভয়ে ম্লানমুখী, হই রে আবার ॥
এখন প্রার্থনা এই, ঈশ্বরের কাছে।
দীর্ঘজীবী হোক্ তারা, বেঁচে যারা আছে ॥
যা হবার হইয়াছে, চারা নাহি তার।
ভুগিতে না হয় যেন, মনস্তাপ আর ॥
বঙ্গবাসিগণে বোলো, অতি সমাদরে।
আর না আমায় যেন, অনাদর করে ॥
তারা যেন অন্বেষণ, করে মম হিত।
তাহাদের হিত তায়, হবে যথোচিত ॥
দুঃখিনী জননী বোলে, ভুলিয়া না থাকে।
আর যেন বিমাতাকে, মা বোলে না ডাকে॥
সপত্নীর অনুগত, হইলে তনয়।
কে না জানে তাতে কত, মার দুঃখোদয় ॥
আশীর্ব্বাদ করি আমি, অন্তরসহিত।
দীর্ঘজীবী হোক্ যত, সুত গুণান্বিত" ॥
এইরূপে কত কথা, বলেন জননী।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রা, ভাঙিল অমনি ॥

ভাঙিল সুখের নিদ্রা, করি হায় হায়!।
নিদ্রা পুনঃ নাহি এলো, নয়নপাতায় ॥
তখন রজনীপানে, পুনঃ চেয়ে রই।
রজনীর রূপ হেরি, কত কথা কই ॥
নীরব সকল জীব, প্রায় যেন শব।
ভীষণ গম্ভীর ভাব, ধরিয়াছে সব ॥
স্বপ্ন দেখে মন হোলো, চঞ্চল এমন।
বসিয়া নিখিল নিশি, করি জাগরণ ॥
দেখিতে দেখিতে নিশি, অবসান হয়।
প্রভাত আসিয়া তবে, হইল উদয় ॥
কোকিল প্রভাতী গায়, সুমধুর স্বরে।
কাক সব, কাকা রব, করে তরূপরে ॥
কুমুদিনী ক্রমে ক্রমে, ঢাকিল বদন।
মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল সমীরণ ॥
সরোবরে সরোজিনী, পুলকে ফুটিল।
একেবারে চারি দিকে, সৌরভ ছুটিল ॥
মধু-লোভে মধুব্রত, আসিয়া জুটিল।
পুষ্পে বসি পুষ্পাসব, সানন্দে লুটিল ॥
তরুণ অরুণ এসে, করে কর দান।
সময় বুঝিয়া আমি, করি গাত্রোত্থান ॥

১৮৬২ অব্দে, ১৭ জুন, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর
জেনেরল্ ও ভাইসরয় লার্ড কেনিং
বাহাদুরের মৃত্যু হওয়াতে
শোকসূচক কবিতা।

গুণময় সদাশয়, লার্ড কেনিং কৃপাময়,
মহোদয় সুধীর সুজন।
অকালে ভীষণ হরি, তোমায় লোয়েছে হরি,
হায় হায় এ কি অলক্ষণ ? ॥
তব মৃত্যুসমাচার, শুনে করি হাহাকার,
শবাকার ধরিয়াছি সবে।
বজ্রাঘাত হোলো শিরে, ভাসিতেছি নেত্রনীরে,
কেমনে এ শোক সবে সবে ? ॥
আহা ! সতরুঁই জুন, জ্বালিয়াছে শোকাগুন,
হইয়াছে বিধাতা বিগুণ।
মনোদুঃখ কারে কই, একেবারে সারা হই,
স্মরণে তোমার যত গুণ ॥
দয়াময় লার্ড তুমি, আসিয়া ভারতভূমি,
ভারত-শাসন-ভার লোয়ে।

ভারতের উপকার, করিয়াছ অনিবার,
কেবল ভারতবন্ধু হোয়ে ॥
করিতে দেশের হিত, সুনিয়ম সংস্থাপিত,
করিয়া গিয়াছ কত মত।
ভারতের শিব ভাবী, ক্রমাগত মনে ভাবি,
সাধন করেছ কার্য্য কত ॥
হোয়ে বিদ্যা-বিশারদ, বিদ্যাতেই অনুপদ,
করিয়াছ উৎসাহ প্রদান।
স্বীয় সাধু আচরণে, তুষিয়াছ সর্ব্বজনে,
তুমি ছিলে অতি মতিমান্ ॥
তোমার গুণের কথা, ব্যক্ত আছে যথা তথা,
তব গুণ বলিতে না পারি।
ম্লান মুখ সবাকার, কোথায় পাইব আর,
তোমার মতন উপকারী ? ॥
স্বীয় দেশ পরিহরি, তুমি অবস্থিতি করি,
যত দিন ছিলে এ ভারতে।
আমাদের প্রাণ ধন, তব করে সমর্পণ,
করিয়াছিলাম সর্ব্বমতে ॥
কিছু দিবসের তরে, ছিল লার্ড তবোপরে,
আমাদের সমুদয় ভার।

শাসন-সময়ে তব, কত সুখ অনুভব,
সকলে করেছি বার বার ॥
হইয়া পিতার মত, করিয়াছ অবিরত,
আমাদিগে লালন পালন।
যখন করেছ যাহা, প্রজাশিবকর তাহা,
করিয়াছ স্নেহ প্রদর্শন ॥
শিষ্ট শান্ত প্রজাগণে, পালিয়াছ সযতনে,
করিয়াছ দুষ্টের দমন।
শুধিতে তোমার ধার, সাধ্য আর আছে কার,
ঋণে বদ্ধ আছি অনুক্ষণ ॥
যখন বিদ্রোহানল, প্রকাশ করিয়া বল,
ভারতে হইল প্রজ্বলিত।
দস্যুগণে দেশে দেশে, ভ্রমিল ভীষণ বেশে,
মহাত্রাসে সবাই ত্রাসিত ॥
কে কারে বিনাশ করে, কে কার সর্ব্বস্ব হরে,
কিছু মাত্র ছিল না নির্ণয়।
স্থানে স্থানে কত জনে, পলাইয়া গেল বনে,
পরিহার করি লোকালয় ॥
কেহ বা সর্ব্বস্ব-হারা, কেহ গেল প্রাণে মারা,
নর-নারী হত্যা হোলো কত।

চারিদিকে হাহাকার, রোদন হইল সার,
সমুদয় দেশ শান্তিহত ॥
অনুভব হোলো হেন, অরাজক দেশ যেন,
ভারত হইল একেবারে।
অবাধ্য সিপাইচয়, ত্যজি রাজদণ্ড-ভয়,
বিনাশ করিল যারে তারে ॥
এমন সঙ্কটে তুমি, সোণার ভারতভূমি,
রক্ষা করিয়াছ সুকৌশলে।
করি নানাবিধ ক্রম, ব্রিটিশের পরাক্রম,
উন্নত করেছ বুদ্ধিবলে ॥
দুরাত্মা বিদ্রোহিগণে, স্ব দোষে মরিল রণে,
ভয়ে কত শত হোলো বশ।
এভারতে কে না জানে, তোমা হোতে সর্ব্বস্থানে
বাড়িয়াছে ব্রিটিশের যশ ॥
তুমি যদি সে সময়, না থাকিতে গুণময়,
তবে কি হে রক্ষা ছিল আর?।
পূর্ব্বে দোষী ছিল যারা, অনুগত হোলে তারা
তাদিগেও করেছ নিস্তার ॥
পরিহার করি রোষ, অনেকের গুরু দোষ,
মার্জ্জনা করেছ কৃপাগুণে।

তখন আমরা সবে, ভেসেছি আনন্দার্ণবে,
তোমার কৃপার কথা শুনে ॥
বিদ্রোহঘটনা হোলে, আমাদিগে দোষীবোলে,
অনেক সাহেব গুণাধার।
রাগেতে হারায়ে বোধ, করেছিল অনুরোধ,
আমাদিগে করিতে সংহার ॥
শুনি মার্ মার্ রব, আমরা বাঙালী সব,
হইলাম সভয়-হৃদয়।
দেখে না উপায় পাই, কোন মতে রক্ষা নাই,
ভাবিলাম কখন্ কি হয় ॥
আমরা বাঙালী যত, সদা রাজঅনুগত,
চিরদিন হই রাজপক্ষ।
তথাপি কালের দোষে, অনেকেই মহারোষে,
আমাদিগে ভাবিল বিপক্ষ ॥
আহা! লার্ড যোগ্য পাত্র, সে সময় তুমি মাত্র,
আমাদিগে ভাবি নিরুপায়।
হোয়ে অতি যত্নবান্, রক্ষা করিয়াছ প্রাণ,
নতুবা ঘটিত ঘোর দায় ॥
না থাকিলে তব গুণ, এ সময় শোকাগুন,
এত কেন হইবে প্রবল ?।

এত কেন পাব দুঃখ, কেন হবে ম্লান মুখ ?
ঝরিবে নয়নে কেন জল ? ॥
তুমি হে গুণের নিধি, লাইসেন্স্ কর-বিধি,
স্বীয় দেশে যাবার সময়।
দিয়াছ রহিত করি, এখন সে সব স্মরি,
যাতনার সীমা নাহি রয় ॥
যখন প্রেয়সী তব, অকালে হইল শব,
ঘটিল তোমার মনস্তাপ।
তব দুঃখে দুঃখী হোয়ে, আমরাও রোয়ে রো
করিয়াছি কতই বিলাপ ॥
সহিতে না পেরে শোক, তুমি গেলে পরলো
করিতেছি হেন অনুমান।
তব প্রিয়া গেছে যথা, তুমিও গিয়াছ তথা,
জুড়াইতে তাপিত পরাণ ॥
আমাদের প্রতি ছিল, তব ভালবাসা।
সতত সযত্ন ছিলে, পূরাইতে আশা ॥
তব কাছে করিতাম, শিব আশা কত।
শুভকর কার্য্যে সদা, ছিলে অনুরত ॥
বিখ্যাত বিলাত-ক্ষেত্রে, করিয়া গমন।
আমাদিগে কখন, হবে না বিস্মরণ।

দীর্ঘজীবী হোয়ে তুমি, পাবে উচ্চপদ।
ক্রমাগত বৃদ্ধি হবে, তোমার সম্পদ॥
রাজনীতি-দক্ষ বলি, মহামান্য হবে।
আমাদের হোয়ে তুমি, কত কথা কবে॥
আমাদের যত দুঃখ, করিয়া প্রকাশ।
ভাবী কালে ক্রমে সব, করিবে বিনাশ॥
আমাদের প্রতিকূলে, যদি কোন জন।
দ্বেষ-ভাবে কোন কথা, করে উত্থাপন॥
আমাদের পক্ষ হোয়ে, তুমি গুণময়।
অমনি খণ্ডন তাহা, করিবে নিশ্চয়॥
হার ম্যাজেষ্টিকে তুমি, ভারত-বৃত্তান্ত।
সময়ে করিবে জ্ঞাত, সব আদ্যোপান্ত॥
বিলাতে থাকিয়া তুমি, আমাদের হিত।
অন্বেষণ নিয়ত করিবে, যথোচিত॥
হায় হায়! ভারত-ভূমির বিবরণ।
ভালরূপে জ্ঞাত তুমি, ছিলে হে যেমন॥
বিলাতে তেমন আর, প্রায় বুঝি নাই।
তোমা হোতে শিব-আশা, করিতাম তাই॥
সকল বিষয়ে তুমি, ছিলে হে প্রবীণ।
তোমা হোতে দূরে যাবে, দেশের দুর্দ্দিন॥

এ সকল আশা আহা ! হোয়েছে বিফল।
সাধে কি সবার মনে, জ্বলে শোকানল ॥
পিতৃহীন হইলাম, এতদিন পরে।
এইরূপ বিবেচনা, হোতেছে অন্তরে ॥
আহা মরি ! পাষাণ-হৃদয় পোড়া হরি।
কেমন করিয়া নিল, তব প্রাণ হরি ॥
কোথায় রয়েছ প্রভো, দেহ দরশন।
আর কি দেখিতে পাব, তব শ্রীচরণ ? ॥
কে করিবে আমাদের, হিত সম্পাদন ?।
কে আর করিবে লার্ড ! আদর তেমন ? ॥
কে আর সহিবে লার্ড ! তত আবদার ?
আমাদিগে কে বলিবে, "আমার আমার" ?
তোমার মরণ নয়, সামান্য ব্যাপার।
তোমার মরণে হোলো, অনিষ্ট অপার ॥
আমাদের দুরদৃষ্ট, সন্দেহ কি তার ?।
ভারতের দুর্ভাগ্যও, করিব স্বীকার ॥
তা যদি না হবে তবে, এমন সময়।
কি কারণে হইল, তোমার আয়ুক্ষয় ? ॥
যাবার সময় তব, হয় নি এখন।
ভারত-শিবদ ছিল, তোমার জীবন ॥

সংসারের এই রীতি, সর্ব্বত্রে প্রকাশ।
কালেতে জন্মায় লোক, কালে পায় নাশ॥
অতএব শোক করি, কি করিব আর।
যা হবার হইয়াছে, চারা নাহি তার॥
প্রকাশ করিয়া প্রীতি, যত মনে আছে।
এখন প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কাছে॥
পরলোকে তোমায়, করুন্ শান্তি দান।
অনন্ত সুখের ধামে, পাও যেন স্থান॥
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র, সদা হোয়ে রও।
ঈশ্বরের করুণায়, চিরসুখী হও॥

শব দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান।

অস্ত যায় দিবাকর, দিবা-অবসানে।
দ্বিজ সব উড়ে যায়, নিজ নিজ স্থানে॥
সুশীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ বয়।
পুষ্পতরু-ডালে দোলে, নানা পুষ্পচয়॥
সুরতরঙ্গিণী-তীরে, এমন সময়।
বসিয়াছিলাম আমি, প্রফুল্ল হৃদয়॥

সমীর-হিল্লোলে ঢেউ, সলিলে খেলায়।
হেরে মন মুগ্ধ হয়, কত রঙ্গ তায়॥
নর নারী বুকে করি, চলে তরী কত।
ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে, দাঁড়ী ক্রমাগত॥
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, সঙ্গে কেহ নাই।
হেন কালে শব এক, দেখিবারে পাই॥
তটের নিকট দিয়া, ভেসে ভেসে যায়।
দরশনে মনোদুঃখে, করি হায় হায়!॥
ভাবেতে ভরিয়া গেল, মানস-ভাণ্ডার!
একেবারে বোধ হোলো, অসার সংসার॥
একেবারে দূরে গেল, ভ্রম-অন্ধকার।
একেবারে তত্ত্বজ্ঞান, জন্মিল আমার॥
মনোগত ভাব যত, উদয় তখন।
প্রকাশিত হোলো শবে, করি সম্বোধন॥
কোথায় যেতেছ শব! ভাসিয়া এ বেশে?
কিবা নাম, কোথা ধাম, ছিলে কোন্ দেশে?
আহা! হেন দশা তব, কোরেছে মরণ।
হরিয়া লোয়েছে প্রাণ, অমূল্য রতন॥
ধনী কি দরিদ্র ছিলে, নাই নিরূপণ।
মূর্খ কি বিদ্বান্ ছিলে, কে জানে এখন?।

কেমন স্বভাব ছিল, ধরিতে কি গুণ ?।
কেমনে বলিব কিসে, ছিলে সুনিপুণ ? ॥
যে প্রকার যে হউক, ধরণী-ভিতরে।
সবারে পড়িতে হবে, মরণের করে ॥
সব ভ্রম, মিছা শ্রম, অনিত্য এ দেহ।
আগু পিছু মাত্র কভু, এড়াবে না কেহ ॥
যদি তুমি ধনী হও, তবু এই দশা।
একেবারে সব শূন্য, ঘটেছে সহসা ॥
যত কিছু ছিল তব, সকলি বিফল।
ধরার বিভবে তব, কিবা হোলো ফল ?॥
আহা শব ! কোথা সব, বিভব তোমার ?।
কোথায় রয়েছে পোড়ে, সুরম্য আগার ?॥
কোথায় রয়েছে তব বসন ভূষণ ?।
কোথায় রয়েছে তব কোমল আসন ?॥
কোথায় রয়েছে শয্যা, কোথা তব খাট ? ।
কোথা সরোবর তব, কোথা তার ঘাট ? ॥
এখন কোথায় আছে, সুচারু উদ্যান ?।
কোথায় এখন তব, ধন আর মান ?॥
কোথায় এখন তব, হাতী আর হয় ?।
কোথায় চেরেট আর, বগী কোথা রয় ? ॥

কোথা আইরন্ চেষ্ট, বেষ্ট সমুদয় ?।
কোথা ঘড়ী, কোথা ছড়ি, কোথা শালচয়
কোথা মেজ, কোথা সেজ, কোথায় মুকুর
এখন কোথায় তব, ফেরানো চিকুর ? ॥
কোথায় এখন আর, দাস দাসী গণ ? ।
নিয়ত করিত যারা, আদেশ পালন ॥
কোথা মাতা, কোথা পিতা, কোথা সহো
কোথায় এখন তব, স্বজন নিকর ? ॥

সতত করিতে যার, সুখ অন্বেষণ।
পুলকিত হোতে হেরি, যাহার বদন ॥
প্রাণ মন সমর্পণ, কোরে ছিলে যারে।
যাহারে সাজাতে নানা, রত্ন-অলঙ্কারে
দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, ছিলে তুমি যা
তোমার উপরে ছিল, যার সব ভার ॥
সহসা হেরিলে যার, সজল নয়ন।
তব শিরে হোতো যেন, অশনি পতন ॥
অনিবার সুখ পেতে, যার সহবাসে।
এক দিন পারিতে না, থাকিতে প্রবাসে

যাহারে ভাবিতে তুমি, তব অর্দ্ধকায়া।
মনোরমা প্রিয়তমা, কোথায় সে জায়া॥

যে সুতে করিতে আহা! প্রাণাধিক জ্ঞান।
সতত ভাবিতে তুমি, যাহার কল্যাণ॥
যারে কোলে করিলে, জুড়াতো তব কোল।
ফুটিত হৃদয়-পদ্ম, শুনে যার বোল॥
উত্তম সামগ্রী তুমি, না খেয়ে আপনি।
যারে দিয়ে সুখনীরে, ভাসিতে অমনি॥
এক দিন সহিতে, নারিতে যার ক্লেশ।
নানা যত্নে করে দিতে, যাহার সুবেশ॥
ভাবীকালে ভাল হবে, ভাবি মনে মনে।
বিদ্যাভ্যাস করাইতে, যাহারে যতনে॥
একবার হেরিলে, যাহার শুষ্ক মুখ।
অমনি তোমার আহা! ফেটে যেতো বুক॥
দৈব ঘটনায় আহা! হোলে যার রোগ।
তোমার হইত যেন পরাণ-বিয়োগ॥
সেই প্রাণাধিক সুত, কোথায় এখন?।
কোথা স্নেহ, কোথা মোহ, কোথা সেই মন॥

থাকিতে নয়ন আর, দেখিতে না পাও।
থাকিতে চরণ আর, চলিয়া না যাও॥
থাকিতে শ্রবণ আর, কর না শ্রবণ।
থাকিতে রসনা আর, না কও বচন॥
থাকিতে দশন আর, চর্ব্বণ না কর।
কর্ম্ম আর নাহি কর, থাকিতে দ্বিকর॥
থাকিতে নাসিকা আর, নাহি পাও ঘ্রাণ।
একেবারে হইয়াছ, পুতলী সমান॥
এখন দেহের তব অঙ্গ সমুদয়।
বিকল হোয়েছে আর, তোমার তো নয়॥
দিগম্বর হোয়ে ভাসো, নাহি কোন জ্ঞান
বোধ আর নাহি তব, মান অপমান॥
আর না জ্বলিবে তব, জঠর-অনল।
প্রয়োজন নাই আর, পিপাসার জল॥
শোকেতে অসুখ তব, হইবে না আর।
হইয়াছ সাংসারিক, ভাবনার পার॥
হাস্য-আস্য হইবে না, সম্পদ সময়।
বিপদ-সময়ে আর, করিবে না ভয়॥

যদি তুমি রাজা হও, কোথা সিংহাসন ?।

কোথা সভাসদ্ গণ, কোথা সেনাদল।
কোথায় মুকুট আর, কোথা লোক-বল ॥
প্রজার নিকট হোতে, নাহি লও কর।
করে করে কিছুতেই, নাই আর কর ॥
সকর হইয়া তুমি, হও হীনকর।
তোমায় হেরিলে আর, কার হয় ডর ? ॥
তোমাতে সামান্য নরে, কি আছে প্রভেদ?
বড় হোয়ে বড় নও, এই বড় খেদ ॥
মৃত্যুর নিকটে সকলেই একাকার।
হাঁক ডাক জারিজুরি, থাকে কই আর ? ॥
যদি তুমি রাজা নও, রাজমন্ত্রী হও।
মন্ত্রণা না দেও কেন, চুপ কোরে রও ? ॥
যদি তুমি বীর হও, কোথা তব শক্তি ?।
যদি তুমি প্রজা হও, কোথা রাজভক্তি ?॥
যদ্যপি ধানুকী হও, কোথা ধনু তীর ?।
যদি তুমি মল্ল হও, কোথা সে শরীর ? ॥
যদি সেনাপতি হও, কোথা তব যশ ?।
যদি তুমি সেনা হও, কোথায় সাহস ? ॥
যদ্যপি কোটাল হও, কোথা অসি ঢাল ?।
যদি তুমি জেলে হও, কোথা তব জাল ? ॥

যদি তুমি প্রভু হও, কোথা তব দাস ?।
যদি তুমি চাসা হও, কোথা তব চাস ? ॥
যদি তুমি জ্ঞানী হও, কোথা সেই জ্ঞান ?
যদি তুমি মানী হও, কোথা সেই মান ?
যদি তুমি যোগী হও, কোথা তব যোগ ?
যদি তুমি ভোগী হও, কোথা তব ভোগ ?
যদি তুমি দাঁড়ী হও, কোথা তব দাঁড়ি ?।
যদ্যপি কুমার হও, কোথা হাঁড়ী ভাঁড় ?
যদ্যপি বিচারপতি, কোথা সেই জ্ঞান ?।
যদি কারো বন্ধু হও, কোথা সেই ভাব ?
যদি তুমি বিপ্র হও, কোথা যজ্ঞসূত্র ?।
যদি কারো পিতা তুমি, কোথা সেই পুত্র ?
যদি তুমি যন্ত্রী হও, কোথা তব যন্ত্র ?।
যদি তুমি গুরু হও, কোথা তন্ত্র মন্ত্র ? ॥
যদি জমীদার হও, কোথা জমীদারী ?।
যদ্যপি মুন্সেফ হও, কোথায় কাছারী ? ॥
যদি তুমি কলু হও, কোথা ঘানিগাছ ?।
যদ্যপি নর্ত্তক হও, কোথা তব নাচ ? ॥
যদ্যপি গায়ক হও, কোথা তব গান ?।
যদ্যপি বারুই হও, কোথা তব পান ? ॥

যদ্যপি কুলীন হও, কোথা তব কুল ?।
যদি তুমি মালী হও, কোথা মালা ফুল ॥
যদি অহঙ্কারী হও, কোথা অহঙ্কার ?।
যদি তুমি ভারী হও, কোথা তব ভার ? ॥
এইরূপ শব তুমি, যে হও সে হও।
এখন ধরণীধামে, আর কেউ নও ॥
এ জগৎসহ আর, সম্বন্ধ কি আছে ?।
শূন্যময় হইয়াছে, সব তব কাছে ॥
অনিত্য সংসার এই, জেনেছ এখন।
ছিঁড়ে গেছে সাংসারিক, মায়ার বন্ধন ॥
রাজা প্রজা ধনী দীন, মানবনিচয়।
মৃত্যুর নিকটে সবে, হয় পরাজয় ॥
সর্ব্বলোকে সমজ্ঞান, করে সে সদাই।
ছোট বড় ভেদাভেদ, তার কাছে নাই ॥

পরধন চুরি আর, অনিষ্ট সাধন।
যদি কোরে থাক, পরনারীরে হরণ ॥
ধন-লোভে লোয়ে থাক, যদি কারো প্রাণ।
বিনা দোষে কোরে থাক, যদি শাস্তি দান ॥

ভুলাইয়া থাক যদি, করিয়া বঞ্চনা।
পরে মজাইয়া থাক, দিয়া কুমন্ত্রণা॥
কষ্ট দিয়া থাক যদি, অনুগত জনে।
পীড়া দিয়া থাক যদি, দীনহীনগণে॥
এইরূপ পাপকর্ম্ম, ধরাতলে যত।
অবিরত যদি তাতে, হোয়ে থাক রত॥
এখন তোমার তবে, নাহিক নিস্তার।
যেমন করেছ কর্ম্ম, ফল পাও তার॥
এখন তোমার কেহ, হবে না সহায়।
পরলোকে কর্ম্মদোষে, কর হায় হায়॥

যদি নাহি কোরে থাক, কারো অপকার।
যথা-সাধ্য কোরে থাক, পর-উপকার॥
দীন-প্রতি যদি হোয়ে, থাক কৃপাবান্।
ক্ষুধাতুরে যদি অন্ন, কোরে থাক দান॥
যদি কোরে থাক, এইরূপ পুণ্য-কর্ম্ম।
প্রাণপণে রক্ষা যদি, কোরে থাক ধর্ম্ম॥
যদি সদা কোরে থাক, পরমেশে ভয়।
ভীম রিপুগণে যদি, কোরে থাক জয়॥

চেষ্টা যদি কোরে থাক, তুষিতে ভবেশে।
তবে কেন তোমায়, থাকিতে হবে ক্লেশে ?॥
যোগ্য-ধামে হইয়াছে, তোমার গমন।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র, হোয়েছ এখন॥
তোমার যে তুমি, সেতো দেখা নাই আর।
গিয়াছে সে পরলোকে, দিয়া মৃত্যু-দ্বার॥
ধরণীভিতরে আহা! যত দেখি সব।
কিছুতে না হয় কিছু, *হোলে পরে শব॥
তোমায় হেরিয়া মম, হোলো জ্ঞানোদয়।
ধরাধামে যত কিছু, হেরি শূন্যময়॥
যত দিন বেঁচে রব, এ জগতে আর।
এইরূপ থাকে যদি, জ্ঞানের সঞ্চার॥
তবেই মঙ্গল দেখি, নতুবা বিপদ।
বিপদে পড়িব শেষে, ভুলিয়া বিপদ *॥
অকারণ জানিলাম, ধরার সম্পদ।
কিবা ফল ইহলোকে, পোলে উচ্চপদ॥
চরমে পরমপদ, লাভ হবে যায়।
নিরবধি রত মন, থাক তুমি তায়॥

*পরমেশ্বর।

পঞ্চভূত।

ক্ষিতি নীর হুতাশন, নভঃ আর সমীরণ,
সৃষ্টি করি এই পঞ্চভূত।
জগদীশ অবিরত, রচিছেন কত মত,
কত শত সুচারু অদ্ভুত॥
নিজে ভূতাতীত হোয়ে, ভূতস্রষ্টা ভূত লোয়ে
গড়িছেন ভূতের ভবন।
ভূত ছাড়া কিছু নয়, ভূতে ভূতে সব হয়,
অনুভূত না হয় কখন॥
ভবের মেলায় আসা, ভূতময় গেহে বাসা,
ভূতে পেয়ে করে জড়ীভূত।
ভাবিয়া কি দেখ নাই, মায়া-রূপ ঘুমে তাই
ক্ষণে ক্ষণে হই অভিভূত॥
জ্ঞান-নাস ব্যবহারে, জাগাইলে আপনারে,
সংশয় হইবে দূরীভূত।
ছেড়ে ভূত হোলে ভূত, মিশাইলে ভূতে ভূত
তবে সব হবে অনুভূত॥
ভূতগত ভাব যত, যখন হইবে হত,
তখন মঙ্গল যদি চাও।
ঈশ্বরের অভিমত, কর্ম্মে তবে হও রত,

যে ভূত যে গুণ ধরে, যদি ব্যক্ত চরাচরে,
বুঝিতে না পারি তবু সব।
ভূতে ভূতে করে খেলা, ভূতে ভূতে আছে মেলা,
ভূত হোতে কতই উদ্ভব॥
ভূতের অদ্ভুত মর্ম্ম, ভূতের অদ্ভুত কর্ম্ম,
হেরে যেবা ভূতেশে না মানে।
সেই ভূতযুত ভূত, অজ্ঞানতা-বশীভূত,
জ্ঞান কিবা কিছুই না জানে॥

মানব দেহে ঈশ্বরের অপরূপ কার্য্য-কৌশল।

অপরূপ নানা সৃষ্টি, দিবানিশি কর দৃষ্টি,
তবু বল স্রষ্টা নাই কেহ।
অন্য কথা পরিহরি, দেখনা পরীক্ষা করি,
সর্ব্ব আগে আপনার দেহ॥
তনু-যন্ত্র দরশনে, যন্ত্রী কে ভাবনা মনে,
যন্ত্রী বিনা যন্ত্র নাহি হয়।
বুদ্ধির অগম্য কলে, বিকল না হোয়ে চলে,
কলে কি কৌশল তায় রয়॥
নেত্রদুটী সুকোমল, অবিরত ঢল ঢল,
বিরাজিত নাসার দুপাশে।

আমরি কি গুণ ধরে, কত উপকার করে,
দরশন করে অনায়াসে ॥
সূক্ষ্ম তারে সংযোজিত, হেরে হই বিমোহিত
দুটির ভিতরে দুটী তারা।
আবার কি চমৎকার, দেখিতে না পায় আর,
যদি তারা হয় তারা-হারা ॥
যখন মানস-ঘরে, দুঃখের আগুন ধরে,
কিম্বা হয় মহানন্দোদয়।
সে সময়ে দ্বিলোচন, ধারা করে বরিষণ,
এরূপ কি অপরূপ নয়? ॥
কোথায় রোয়েছে মন, কোথা আছে দ্বিনয়ন,
পরস্পর দেখাদেখি নাই।
নিকট সম্বন্ধ কিবা, তবু তায় নিশি দিবা,
জানিয়া যন্ত্রির গুণ গাই ॥
নেত্রে রেণু পড়ে পাছে, তাই দুটী পাতা আছে
পাতা রক্ষা করিছে নয়নে।
তপন-আতপে হায়, দহিতে না দেয় তায়,
সরস রোয়েছে প্রতিক্ষণে ॥
কি কব আশ্চর্য্য কথা, পাতায় মিলিত তথা,
দেখা যায় গুটি কত কেশ।

যদি না থাকিত তাহা, তবে কি থাকিত আহা,
কত মত যাতনার শেষ ? ॥
সকলেই অবগত, বোধ কর ক্লেশ কত,
এক দৃষ্টে করিলে দর্শন।
দেখিয়া কি দেখ নাই, অবিরাম হয় তাই,
নিমেষেতে নিমেষ পতন ॥
স্বভাব-নিয়ম-বশে, আঁখির পাতায় বসে,
শ্রমহরা নিদ্রা সুখকরা।
অমনি নয়নদ্বয়, আপনি মুদিত হয়,
সুখময়ী বোধ হয় ধরা ॥
নয়নের অভ্যন্তরে, যদ্যপি প্রবেশ করে,
পতঙ্গ কি রেণু আচম্বিত।
আহা মরি কিবা কল, অমনি যোগায় জল,
অশ্রুস্রোত হয় প্রবাহিত ॥
সে জলের সহকারে, ধৌত হোয়ে একেবারে,
নয়নের মলা বাহিরায়।
পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার, নেত্র হয় পরিষ্কার,
কষ্ট আর নাহি থাকে তায় ॥
পরমাণু ঢুকে যদি, তাতে বহে অশ্রু-নদী,
এমনি কোমল ভাব তার।

তথাপি তপন করে, কর কর নাহি করে,

সহ্য করে একি চমৎকার ! ॥

লখিয়েছি চরাচরে, সকলে বিরস করে,

তাপন-তাপের এই ধর্ম্ম ।

আঁখি কিন্তু কর সয়, তবু না বিকার হয়,

কে বুঝিতে পারে গূঢ় মর্ম্ম ? ॥

ভ্রূযুগল কি সুন্দর, কোরেছে নয়নোপর,

বাড়াইতে নয়নের কান্তি ।

এ-চিত্র করেন যিনি, কোন্ চিত্রকর তিনি,

জানিলেই ঘুচে সব ভ্রান্তি ॥

শ্রুতিযুগ অপরূপ, কারিগুরি কত রূপ,

কারিকর কোরেছেন তায় ।

কেবা জানে কিবা গুণে, অনায়াসে ধ্বনি শুনে,

হায় তার কিবা অভিপ্রায় ॥

সমীরের সঞ্চালনে, চমৎকার প্রকরণে,

কর্ণছিদ্রে প্রবেশিলে রব ।

কোথায় কি ধ্বনি হয়, কোথা কে কি কথা কয়,

সকলি তো কর অনুভব ॥

উচ্চ শব্দ আকর্ণনে, কেঁপে উঠ ততক্ষণে,

আবার শ্রবণে লাগে তালা ।

সদা বলিহারি যাই, বুঝিবার সাধ্য নাই,
শুনিতে না পায় কেন কালা ? ॥
মধুর বীণার স্বর, কেন মনোমুগ্ধকর,
বজ্রপাতে কেন জন্মে ভয় ।
কিবা চমৎকার হায়, না দেখিয়া জানা যায়
নারী কি পুরুষ কথা কয় ॥
পরিচিত কোন জন, নাহি হোয়ে অদর্শন,
অন্য সহ করে বাক্য ব্যয় ।
কেবা সেই জন হয়, বোধের অগম্য নয়,
এ যে বড় আশ্চর্য্য বিষয় ॥
কিবা অপরূপ হায়, ঘ্রাণ পায় নাসিকায়,
তাহাতে অদ্ভুত ছিদ্রদ্বয় ।
কুবাসে প্রফুল্ল নও, সুবাসে সন্তুষ্ট হও,
কেবা বুঝে কেন হেন হয় ॥
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বয়, তাই দেহে প্রাণ রয়,
শ্বাস রোধ হোলে কই বাঁচো ।
কত সুখোদয় আহা, ভালরূপে জান তাহা,
একবার যে সময় হাঁচো ॥
শরীরের গ্লানি যত, কভু হয় বহির্গত,
দিয়া নাসিকার দুই দ্বার ।

কিবা মনোহর কলে, ভিতরের কর্ম্ম চলে,
ক্রমাগত বায়ু আসে যায়।
হিতকর বায়ু যাহা, আপনি প্রবেশে তাহা,
হানিকর বায়ু বাহিরায়॥
রসনা কোমল অতি, সর্ব্ব দিগে তার গতি,
অস্থির সম্পর্ক নাই তায়।
বিনা সহকার তার, কখন না পাও তার,
সদা রসময় সমুদায়॥
যে রূপ বচন যত, বদনেতে বিনির্গত,
রসনা তাহার মূল মাত্র।
কেবল রসনা তরে, প্রিয় হও ঘরে পরে,
অথবা লোকের ঘৃণাপাত্র॥
রসনা ধরিয়া তান, যদি কভু গায় গান,
তাতে মুগ্ধ করে মন প্রাণ।
এ যন্ত্র বাজিলে পরে, কারে না মোহিত করে,
কোন্ যন্ত্র এ যন্ত্র সমান॥
সেতার যে যন্ত্র আছে, সুতার কি এর কাছে
কৃত্রিমতো তারে তারে তার।
বাজিলে রসনা তার, বেতার সেতার-তার,
অকৃত্রিম জানিবে এ তার॥

কলেবরে যত খিল, ক্ষান্ত নয় এক তিল,
সদা চলে বিকল না হয়।
চিত্র যোগ পরস্পর, অতিশয় মনোহর,
পরস্পর সহকার লয়॥
স্থিত হোয়ে এ সংসারে, প্রয়োজন-অনুসারে,
করিতেছ চরণ চালন।
ঈশ্বরের কৃপাবলে, উঠিছ বসিছ কলে,
করিতেছ অসাধ্য সাধন॥
তোমার যুগল করে, কর্ম্ম কর করে করে,
হোয়ে দশ জনের আশ্রয়।
কিছু নাই অনটন, যখন যা প্রয়োজন,
পূর্ণভাবে আছে সমুদয়॥
অবিরাম নলে নলে, সর্ব্বাঙ্গে রুধির চলে,
বক্ষঃস্থল রুধির-ভাণ্ডার।
মুহুর্মুহু যাইতেছে, মুহুর্মুহু আসিতেছে,
এক রক্ত সর্ব্বত্রে প্রচার॥
স্নানাহারে বাড়ে রক্ত, ক্রমে দেহ হয় শক্ত,
রক্ত বিনা শক্তি থাকে কই।
অনশনে ভাবনায়, শোণিত শুকায়ে যায়,
কেন হেন কিছু জ্ঞাত নই॥

কত শত নাড়ীচয়, পেটের ভিতরে রয়
পরস্পর চিত্র যোগ কিবা।
ভিন্ন ভিন্ন ঘর কত, বিরাজিত অবিরত,
তাতে কল চলে নিশিদিবা॥
প্রবল জঠরানল, অনাহারে করে বল,
একেবারে খাই খাই রব।
আহার করিলে পরে, সুশীতল ভাব ধরে,
জল দানে নেবে যেন সব॥
উদরের অভ্যন্তরে, আহার পড়িলে পরে,
নিয়মিত কালে জীর্ণ হয়।
যে সময় ভালরূপে, কল চলে চুপে চুপে,
শিরা তায় পেতে পারে লয়॥
দন্তগুলি দুই থাকে, মুখের ভিতরে থাকে,
চর্ব্ব্য ভোজ্য করিতে চর্ব্বণ।
দশনের তীক্ষ্ণ ধার, সদা করে উপকার,
তার মান জান কি এখন?॥
নখচুল আদি করি, দেহে দিবা বিভাবরী,
যত কিছু দেখিবারে পাই।
আছে তার অভিপ্রায়, সন্দেহ না করি তায়,
যদিও বুঝিতে সাধ্য নাই॥

সেই অভিপ্রায় যাঁর, তিনি সর্ব্বমূলাধার,
বিশ্বরাজ্য তাঁর বিরচন।
যে সব কারণ জান, যে সব কারণ মান,
তিনি সেই কারণ-কারণ॥

বিবেক।

বিবেকি মানব হও, বিবেকবিহীন নও,
জান সব বিবেকের কর্ম্ম।
কুকর্ম্ম করিলে আহা অমনি সে বলে তাহা,
দিবানিশি এই তার ধর্ম্ম॥
সদা সত্যবাদী সেই, পক্ষপাত তার নেই,
কারো অনুরোধ নাহি রাখে।
থাকিয়া আপন পদে, দোষিগণে পদে পদে,
যোগ্য দণ্ড দেখাইতে থাকে॥
জানাইতে দণ্ডবিধি, আপনার প্রতিনিধি,
পরমেশ কোরেছেন তারে।
ঈশ্বরের সহকার, বিনা এত শক্তি তার,
সম্ভব হইত কি প্রকারে?॥

মন।

মন কিবা অপরূপ, সকল ইন্দ্রিয় ভূপ,
বিরাজ করিছে দেহ-ঘরে।
নিরাকার অগোচর, কোন কালে নাই কর,
তবু কর্ম্ম করে করে করে॥
গতি আছে পদ নাই, তাই বলিহারী যাই,
কে জানে কি ভাবে তার সৃষ্টি।
সচঞ্চল অবিরত, ভাবে ভাব কত মত,
ছ মাসের পথে রাখে দৃষ্টি॥
যথা ইচ্ছা যায় তথা, সার ভাবে নিজ কথা,
আপনি আপন বলে চলে।
মত স্থির নাহি তার, মতান্তর বার বার,
এই এক পুনঃ আর বলে॥
এই যার প্রতি তুষ্ট, পরে তার প্রতি রুষ্ট,
কেবা বুঝে তুষ্ট রুষ্ট কিসে ?।
এই যারে লাথী মারে, পুনর্ব্বার পূজে তারে,
একেবারে সুধা জ্ঞান বিষে॥
স্রোতস্বতী বেগবতী, বেগে অতি করে গতি,
মনের সমান তবু নয়।

অন্যের কি কথা কব, ভেবে হই হীনরব,
নিজে বায়ু মানে পরাজয় ॥
স্থানে স্থানে অনুক্ষণ, ছুটিয়া বেড়ায় মন,
এক ঠাঁই স্থির নাহি রয়।
এই আছে পাটনায়, এই গিয়া হস্তিনায়,
অনিমেষে উপস্থিত হয় ॥
না শুনিয়া নিবারণ, প্রকাশে কু আচরণ,
কখন বারণ-বেশ ধরি।
কভু উঠি যুক্তিরথে দেখা দেয় ধর্ম্মপথে,
ঈশভক্তি-চারুহার পরি ॥
একথা সকলে বলে, বিদ্যা আর জ্ঞান-বলে,
ক্রমশঃ মনের বাড়ে শক্তি।
হোয়ে তায় সুনিপুণ, প্রকাশে আপন গুণ,
যাতে তার থাকে অনুরক্তি ॥
নয়ন প্রভৃতি যত, মানসের অনুগত,
অবিরত পালে অনুমতি।
মানা তারা করে যারে, দেখিতে না পায় তারে,
করে তারে উদ্দেশে প্রণতি ॥
মনের অধীন যারা, মনের দুঃখেতে তারা,
সকলে মলিন ভাবে রয়।

হোয়ে নানা রোগাধীন, একেবারে বলহীন,
সর্ব্বমতে বিপরীত হয়॥
শরীরে জন্মিলে রোগ, মন আর মনোযোগ,
পূর্ব্বমত দিতে নাহি পারে।
দেখিতে দেখিতে হায়, হয় তো জন্মিয়া যায়,
মানসিক পীড়া একেবারে॥
কেহ না করিলে হেন, এ সম্বন্ধ রবে কেন,
সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম নয়।
মনের ব্যাপার সব, মনে হোলে অনুভব,
পরমেশে জানিবে নিশ্চয়।

আত্মা।

কিবা এক অপরূপ, ঈশ্বরের অনুরূপ,
তনুর ভিতরে বিরাজিত।
আত্মা নামে খ্যাত আছে, সামান্য মৃত্যুর কাছে,
কখনই নহে পরাজিত॥
মরিলে অবশ্য তুমি, ত্যজিবে ধরণীভূমি,
ধরার সম্বন্ধ নাহি রবে।
আত্মা না মরিবে হায়, দেহের সহিত তায়,
আত্মার বিচ্ছেদ মাত্র হবে॥

পঞ্চভুতে বিরাজিত, দেহগেহ সুশোভিত,
আত্মার বিরহে হবে মাটি।
আমি বলি বার বার, তোমার না রবে আর,
দূরে যাবে সব পরিপাটি ॥
নবদ্বারযুক্ত ঘরে, দেখ আত্মা বাস করে,
আহা মরি কিবা চমৎকার।
এসব ভাবিলে পরে, কেবা না স্বীকার করে,
ঈশ্বরের করুণা অপার ॥

মৃত্যুকাল গোপন থাকাতে মানবসমাজের
বিশেষ উপকার।

মৃত্যুদিন আগে লোক, হোলে অবগত।
বলিতে না পারি তাতে অপকার কত ॥
অনেকে ভ্রমেতে ভাবে, হইত মঙ্গল।
ফলতই সে কথায়, নাই কোন ফল ॥
না বুঝিয়া বলে তারা, করি অনুমান।
ঈশ্বরে করিত লোকে, মানস প্রদান ॥
মহীতলে সকলেই, হইত সুজন।
অনাসে করিত ছেদ্র, ভবের বন্ধন ॥

অধর্ম্মের পথে কেহ, না করিত গতি।
থাকিত ধর্ম্মের প্রতি, সকলের রতি॥
একেবারে ঘুচে যেতো, সবার অশিব।
একে একে হোতে সবে, জীবোন্মুক্ত শিব॥
জীব হোয়ে শিব হোতো, সুকর্ম্মের ফলে।
পাপরাশি না থাকিত অবনীমণ্ডলে॥
একথা যাহারা বলে, তাহারা অজ্ঞান।
এ সব তাদের ভ্রান্তি, হয় সপ্রমাণ॥
প্রথমতঃ ভেবে সবে, দেখনা অন্তরে।
দোষারোপ করা হয়, পরমেশোপরে॥
পরমেশে দোষারোপ, করে যেই জন।
মহাপাপী কেবা আছে, তাহার মতন॥
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপিতা, করুণানিধান।
নিয়ত জীবের শিব, করেন বিধান॥
বিশ্বের নিয়ন্তা বিভু, সর্ব্বজ্ঞাতা যিনি।
ভাল বই মন্দ কভু, না করেন তিনি॥
সকলের উপরেই, কর্ত্তৃত্ব তাঁহার।
তাঁর কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝে, হেন সাধ্য কার॥
জনম গ্রহণ করি, থাকিয়া এলোকে।
মরণের দিন আগে, জ্ঞাত হোলে লোকে॥

তাতে যদি মানবের, হোতো উপকার।
অশিব করিত যদি, ধরা পরিহার॥
তা হোলে কি জগদীশ, জগৎ কারণ।
মৃত্যু দিন রাখিতেন, কখনো গোপন ? ॥
জন্মিলে মরিতে হবে, জ্ঞাত আছে সবে।
আহা ! লোকে পাপপথে, ধায় কেন তবে ?॥
যেমন কমলদলে, চঞ্চল কমল।
সেইরূপ মানবের, জীবন চঞ্চল॥
এই আছে, এই নাই, স্থায়ী কেহ নয়।
এখন তখন নাই, কখন কি হয়॥
এ সব জানিয়া তবু, মানব যখন।
অবিরত পাপে রত, হয় বিলক্ষণ॥
তখন মরণদিন, হোলে অবগত।
কেহ যে হোত না আর, পাপে অনুরত॥
কেমনে প্রত্যয় যাই, এসব বচন।
অসঙ্গত অভিপ্রায়, মূঢ়ের লক্ষণ॥
না বুঝে কি পরমেশ, মৃত্যুর বাসর।
রেখেছেন করিয়া নরের অগোচর॥
যাহার অনন্ত লীলা, অনন্ত কৌশল।
অনন্ত যাঁহার হয়, বুদ্ধি আর বল॥

তিনি যা করেন তাতে, কেন কে বলিবে ?।
কার সাধ্য তাঁর বিধি-বিরুদ্ধে চলিবে ? ॥
দেখ যাঁরা জানিত, বাঁচিবে বহুকাল।
সংসারে ঘটাতো তারা, কতই জঞ্জাল ॥
করিত পারিত যত, পর অপকার।
কুসংস্কার অনায়াসে করিত পরিহার ॥
জানিত মনেতে যদি, মৃত্যু-ভয় নাই।
নর নারী হত্যাকাণ্ড, করিত সদাই ॥
নির্ভয়ে করিয়া তারা, পরস্ব হরণ।
সেই ধন ভোগ করি, কাটাত জীবন ॥
"আমোদ করিয়া লই" বলিয়া এ কথা।
আনন্দ করিত কত, অন্যে দিয়া ব্যথা ॥
কিছুকাল তরে যেন, হোয়ে মৃত্যুঞ্জয়।
বেড়াইত, না মানিত, কভু পরাজয় ॥
প্রবল হইত মনে, এত অভিমান।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরে, করিত হেয়জ্ঞান ॥
যে কুকর্ম্ম মানবেরা, জানে না এখন।
প্রকাশ হইত কত, কুকর্ম্ম এমন ॥
যদি বল কুকর্ম্ম, করিত তারা বটে।
সাধু হোতো মৃত্যুদিন, আইলে নিকটে ॥

বাল্যাবধি যাহাদের, অতি কুস্বভাব।
তাদের কি হয় আর, স্বভাবে অভাব ॥
কখন না যায় হায়, যে স্বভাব যার।
বিশ্বমাঝে এ বিষয়, অবিদিত কার ? ॥
স্বভাবের বিনিময়, যদি কিছু হয়।
কঠিন অভ্যাস যাহা, না পায় বিলয় ॥
অতএব তাহারা থাকিয়া ভূমণ্ডলে।
আজীবন পাপী হোয়ে, রহিত সকলে ॥
কদিন বাঁচিবে কেবা, নাই নিরূপণ।
তথাপি অর্থের প্রতি, এত আকিঞ্চন ॥
সসাগরা ধরামাঝে, দেখ অর্থতরে।
কি কুকর্ম্ম আছে আহা, মানুষে না করে? ॥
বহুদিন বাঁচিবে জানিত যদি স্থির।
অর্থজন্য আরো কত, হইত অস্থির ॥
আবার জানিত যারা, বাঁচিবে না আর।
কালগ্রাসে অচিরেই, হইবে সংহার ॥
ভাবনায় তাহাদের, শুকাইত মুখ।
সংসারের প্রতি হোতো, নিতান্ত বিমুখ ॥
ক্ষণকাল তরে আর, না পাইত সুখ।
সদাই অসুখ আহা! সদাই অসুখ ॥

ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এইতো সংসার।
সংসার-আশ্রম হোতো, দুঃখের আধার॥
কোন কর্ম্মে না হইত, মানস সংযোগ।
কলেবরে প্রবেশিত, কত মত রোগ॥
যার যে ব্যবসা তাহা, করিত বর্জ্জন।
নেত্রসহ না হইত, নিদ্রার মিলন॥
না হইত ক্রীড়াহারে, সুখ অনুভব।
কে আর করিত রক্ষা, ধরার বিভব?॥
পরিবারে পালিবারে, কে করিত যত্ন?।
পরস্পর পরস্পরে, করিত অযত্ন॥
মাতা পিতা, সুত সুতা, দারা সহোদর।
একেবারে সকলের, হোতো ভাবান্তর॥

সম্পূর্ণ।